মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

চতুর্থ ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতেউদ্দীন,
ইমামুলহুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত—

জেলা উত্তর ২৪পরগণা বসিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির
মুবাহিছ ও ফকিহ, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত মাওলানা—

মোঃ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্র

মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৭ সাল মূল্য—৩৫.০০ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم ☆

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين ☆

মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

চতুর্থ ভাগ

৯৮৬। প্রঃ—যে তালেবোল এলম শরিয়তের খেলাফ চলে অর্থাৎ দাড়ী ছাটে ও আলবাট কাটে, এইরূপ ছাত্রকে সাহায্য করা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ, তবে তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করিতে হইবে।

৯৮৭। প্রঃ—ধুতি এবং সার্ট পরা জায়েজ কি না?

উঃ—পাৎলা ধুতি পরা নাজায়েজ, ১০ হাত ধুতি অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য। সাট অন্য জাতির সহিত তাশাব্বোহের জন্য মকরুহ।

৯৮৮। প্রঃ—মছজেদের এমাম গরিব ও তাহার কোন বেতন নাই, তাহাকে সাহায্য করা কি? কি পরিমাণ সাহায্য করিতে হইবে।

উঃ—জরুরি, নচেৎ মছজেদ বিরাণ হইয়া যাইবে। তাহাকে এই পরিমাণ সাহায্য করিবে যেন তাহার সংসার শান্তি সহ চলিতে পারে।

৯৮৯। প্রঃ—ঈদেল-ফেতের ও বকরাঈদের দিবস স্ত্রীলোকের জামায়াত করা কি?

উঃ—ওয়াজেব নহে। তাহাদের জামায়াত মকরুহ।

৯৯০। প্রঃ—আমেনার তিনটী পুত্র, আমেনা মারা গিয়াছে, ছোট

ছেলেটি তাহার চাচির দুধ পান করিয়াছে, আর দুই ভাই পান করে নাই, এই দুই ভাই সেই চাচাত ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারে কি না?

উঃ—হাঁ জায়েজ।

৯৯১। প্রঃ—আত্তাহিয়াতু পরিবার সময় শাহদাত আঙ্গুল উঠান কি?

উঃ—ছুন্নত।

৯৯২। প্রঃ—ছোট ছেলে মেয়েদের বাজা-মল, বাঁশী ও কুকুর বিড়াল খেলনা দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—বাজা মল (গহনা বিশেষ) মকরুহ তহরিমি। বাঁশী ও কুকুর বিড়াল খেলনা দেওয়া জায়েজ নহে।

৯৯৩। প্রঃ—শহরের গরুর গোস্ত, বাজারের ঘৃত ও সাদা চিনি তরিকতপন্থীদিগের খাওয়া নিষেধ কেন?

উঃ—শহরের গরু জবাহ ঠিক মত হয়না বলিয়া লোকের ধারণা, বাজারের কতক ঘৃতে হারাম চর্ব্বি মিশ্রিত থাকে এবং সাদা চিনি রক্ত দ্বারা রিফাইন করা হয়, উক্ত রক্ত সকল প্রকারে হইতে পারে ইহা কোন পুস্তকে লিখিত আছে. এই সমস্ত কারণে তরিকতপন্থিদিগের পক্ষে উক্ত বস্তুগুলি না খাওয়া উত্তম

৯৯৪। প্রঃ—যেখানে একবার জামায়াত হইয়া গিয়াছে, সেখানে পুনঃ জামায়াত হইলে পরবর্ত্তী এমাম পূর্ব্ববর্ত্তী এমামের স্থানে দাঁড়াইলে, কি হইবে।

উঃ—যে মছজেদের এমাম, মোয়াজ্জেন ও মুছল্লি নির্দ্দিষ্ট আছে ও বড় পথের ধারের মছজেদ না হয়, তথায় উহা মকরুহ হইবে। ইহার জওয়াব পূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

৯৯৫। প্রঃ—কোন বাসগৃহ বা কাছারি ঘরকে মছজেদে পরিণত করা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে।

৯৯৬। প্রঃ—ছবি ঘরে ঝুলান থাকিলে, তথায় নামাজ পড়া কি?

উঃ—মস্তকের উপর, সম্মুখে, ডাহিনে, বামে ও ছেজদার স্থলে ছবি থাকিলে, নামাজ মকরুহ হইবে। পশ্চাতের দিকেও থাকিলে, সমধিক প্রকাশ্য মতে মকরুহ হইবে। শাঃ, ১/৬০৬।

৯৯৭। প্রঃ—কোন হিন্দু রমজান মাসে রোজাদার খাওয়ানের জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া কোন মুছলমানের সহিত পরামর্শ করিয়া টাকা দিয়া মুছলমানের বাড়ীতে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে, ইহা খাওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—পবিত্র রোজা খুলিয়া হিন্দুর খাদ্য খাওয়া যাইতে পারে না।

৯৯৮। প্রঃ—বালিশ ও ছাগলের দড়ি ডিঙ্গান জায়েজ কি না?

উঃ—শরিয়তে কোন দোষ নাই।

৯৯৯। প্রঃ—বেতেরের নামাজ কোন কারণে রাত্রে পড়িতে না পারিলে, পরদিবস সূর্য্য উদয় হইলে, পড়া যায় কি না?

উঃ—ফজরের ফরজ পড়ার পূর্ব্বে উহা পড়িতে হইবে, নচেৎ ফজরের নামাজ জায়েজ হইবে না। শাঃ /৬৮০।

১০০০। প্রঃ—তামাকের গাছের জন্ম কোথা হইতে হইয়াছে? ঐ তামাকের পাতা পানের সহিত খাওয়া কি? হজরত (ছাঃ) উহা খাইয়াছিলেন কি না? উহার পাতা পানে ও হুক্কাতে খাওয়া সমান কি না?

উঃ—হজরত আদম (আঃ) এর জমিনে নাজেল হওয়ার পর হইতে সকল প্রকার তৃণ লতা সৃজিত হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত প্রকার তরুলতা একদেশে জন্মে না, তামাকের গাছ আমেরিকাতে ছিল খ্রীষ্টানেরা উহা এশিয়াতে আনয়ন করিয়াছিল, ইরানে দ্বিতীয় আব্বাস শাহের জামানাতে, হিন্দু স্থানে আকবর বাদশার শেষ আমলাদারিতে ও জাঁহাগীর বাদশার রাজত্বের প্রথমে এবং দেমাসকে ১০১৫-হিজরীতে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শাঃ ৫/৪০৬, তরবিহোল-জামান—৪।

উহার পাতা পানে খাওয়া মোবাহ, ফাতাওয়ায় আজিজি।

নবি (ছাঃ)-এর আমলে উহা আরবে ছিল না।

১০০১। প্রঃ—নাবালেগা কন্যার বিবাহ পিতা দিয়াছে। এখন কন্যা বালেগা হওয়া কালে বলিল, উক্ত ব্যক্তি আমার স্বামী নহে, আমি তাহাকে তালাক করিলাম। তাহার পিতা তাহার কথা মতে সেই জামাতাকে কন্যা না দিয়া অন্যত্রে নেকাহ দিতে পারে কি না?

উঃ—হারাম ও নাজায়েজ। পিতার দেওয়া নেকাহ ভঙ্গ হইতে পারে না। ইহা নেকাহের মছলার কেতাবে আছে।

১০০২। প্রঃ—আকিকার পশুর হাড় খাওয়া যায় কি না? উহার হাড় ও চামড়া কি করিতে হইবে।

উঃ—পাতলা হাড় খাইতে পারে, উহার হাড়গুলি পুতিয়া রাখিবে, উহার চামড়া পুতিয়া রাখিবে না; বরং দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিবে?

১০০৩। প্রঃ—পীড়া বশতঃ হাত পায়ে গুল লাগাইলে, হজরত (দঃ) তাহার শাফায়াত করিবেন কি না?

উঃ—হাঁ শাফায়াত করিবেন।

১০০৪। তাহাজ্জদ নামাজ কি নিয়মে পড়িতে হইবে?

উঃ—বার রাকাত পড়িবে, ছুরা ফাতেহার পর প্রথম রাকয়াতে ১২ বার ছুরা এখলাছ, দ্বিতীয় রাকয়াতে ১১ বার ছুরা এখলাছ, এইরূপ, প্রত্যেক রাকয়াতে এক একবার কম করিতে করিতে শেষ রাকয়াতে যদি প্রত্যেক রাকয়াতে তিন তিন বার ছুরা এখলাছ পড়ে, তবে তাহাও যথেষ্ট হইবে।

১০০৫। প্রঃ—জুমা ঘর প্রস্তুত করা কালে একজন একখানা নিশান হাতে লইয়া একরার করিল, যদি আমি এই ঘরে নামাজ না পড়িয়া ঘরের ক্ষতি করি, তবে কেয়ামতে দায়ী হইব। যদি ঐ ব্যক্তি ঘরে নামাজ না পড়ে তবে কি হইবে?

উঃ—ওয়াদা খেলাফির জন্য কেয়ামতে দায়ী হইবে।

১০০৬। প্রঃ—বিনা ওজোরে পর পর তিন জুমা ত্যাগ করিলে, কি হইবে?

উঃ—গোনাহ কবিরা হইবে এবং তাহার অন্তরে মোহর করিয়া দেওয়া হইবে।

১০০৭। প্রঃ—জোমার নামাজ এন্‌কার করিলে, কি হইবে?

উঃ—কাফের হইবে এবং তাহার বিবির নেকাহ ভঙ্গ হইবে।

১০০৮। প্রঃ—পল্লীগ্রামে জুমা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যে স্থানের বড় মছজেদে তথাকার বালেগ মুছলমানদিগের স্থান সঙ্কুলান না হয়, সেই স্থানটি শরিয়তে শহর, তথায় জুমা ফরজ। মৎপ্রণীত "গ্রামে-জুমা" কেতাব পড়ুন।

১০০৯। প্রঃ—দুই বৎসর কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান থাকিতে পারে কি না?

উঃ—হাঁ পারে। ইহা সমস্ত ফেকাহের কেতাবে আছে।

১০১০। প্রঃ—পুষ্করিণী খনন কালে উহার পাড়স্থিত গোরের উপর মাটি রাখা যায় কি না?

উঃ—দোষ নাই।

১০১১। প্রঃ—তারাবির নামাজ চারি রাকাত করিয়া পড়া যায় কি না?

উঃ—দুই রাকায়াত করিয়া পড়া আফজল, চারি রাকায়াত পড়াও জায়েজ হইতে পারে।

১০১২। প্রঃ—এক ছালামে ২০ রাকায়াত তারাবিহ পড়া কি?

উঃ—সমাধিক ছহিহ মতে মকরুহ। শাঃ ১/৬৬০/৬৬১।

১০১৩। প্রঃ—এক ব্যক্তি নাবালেগা স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, এক বৎসর পরে আবার ঐ নাবালেগা স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে হাদিছ অনুসারে হিলা করিতে হইবে কি?

উঃ—তিন তালাক দেওয়ার পরে সেই স্ত্রীলোককে লইতে হইলে তহলিল করিয়া লইতে হইবে। যখন সেই নাবালেগা স্বামীসঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তখন তহলিল করা জায়েজ হইবে। সঙ্গমে অক্ষম হইলে, তহলিল জায়েজ হইবে না। শাঃ, ২/৭৫১।

১০১৪। প্রঃ—এক ব্যক্তি নাবালেগা স্ত্রীকে বিনা সাক্ষী তিন তালাক দিয়াছে, ৬ মাস পরে গ্রামের লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছ? সে তাহাদের সাক্ষাতে বলিল, আমি ৬ মাস পূর্ব্বে তালাক দিয়াছি। লোকটি দুষ্ট প্রকৃতির বলিয়া গ্রামের লোক পুনরায় তাহার নিকট হইতে লিখিত ও মৌখিক তালাক লইয়া ঐ স্ত্রীলোকটিকে উহার পর দিবস অন্য নেকাহ দিতে পারে কি না?

উঃ—তাহার এদ্দত ৬ মাস পূর্ব্বের তালাক দেওয়ার তারিখ হইতে ধরিতে হইবে। যদি দুইটি বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে।

১০১৫। প্রঃ—একটি পুরাতন ২ সহস্র লোকের জামাতের ঈদগাহ আছে, ইহার এমাম একজন পরহেজগার বয়োবৃদ্ধ আলেম অন্য একজন আলেম তথায় উপস্থিত হইয়া উহার এমামত লাভ করার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া উক্ত প্রাচীন এমামের মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া ২০-২৫ জন লোক বাহির করিয়া লইয়া স্থানীয় জুমা ঘরে ঈদের নামাজ পড়িল, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—দলাদলী করিয়া ঈদগাহ ভাঙ্গিয়া মুছলমানদিগকে বিভাগ করা ও পুরাতন ঈদগাহ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা হারাম ও নাজায়েজ।

১০১৬। প্রঃ—যদি কাহারও সম্পত্তি তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ওয়ারেছগণকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন তবে এই শেষ অধিকারী ব্যক্তি কি করিবে?

উঃ—তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে কিম্বা তাহাদের ওয়ারেছগণের মধ্যে যাহারা জীবিত আছেন তাহাদের সন্ধান করিয়া তাহাদের দাবী ও হক যে কোন প্রকারের হউক পূরণ করিতে হইবে, তাহা হইলে নিষ্কৃতি লাভ হইবে।

১০১৭। প্রঃ—পীড়া অবস্থাতে যে রোজা ও দীর্ঘ দিনের যে নামাজ কাজা হইয়াছে, কি করিতে হইবে?

উঃ—তৎসমস্তের কাজা করিতে হইবে, যদি সমস্ত কাজা করিতে অক্ষম হয়, তবে মৃত্যুকালে তৎসমস্তের কাফফারা দিবার জন্য অছিএত করিয়া যাইবে। প্রত্যেক দিবস বেতের সমেত ৬ ওয়াক্ত নামাজ, প্রত্যেক নামাজ ও রোজার কাফফারা ফেৎরা পরিমান দিতে হইবে।

১০১৮। প্রঃ—স্ত্রীলোকের জ্বর বা অন্য কোন প্রকার পীড়া হইলে, গায়ের মহরম কোন মুছলমান ডাক্তার কিম্বা হিন্দু কবিরাজ ডাক্তার দ্বারা দেখাইয়া তাহার চিকিৎসা করান জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ।

১০১৯। প্রঃ—মুমুর্ষ অবস্থাতে ডাক্তারের পরামর্শে মদ মিশ্রিত ঔষধ খাওয়া যাইতে পারে কি না?

উঃ—হারাম ঔষধ তিনটি শর্ত্তের সহিত খাওয়া জায়েজ হইতে পারে, প্রথম সেই পীড়ার যদি অন্য কোন ঔষধ না থাকে, দ্বিতীয় এই ঔষধ দ্বারা বহু রোগী সুস্থ হইয়াছে বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। তৃতীয় একজন মুছলমান হাকিম উক্ত কথা দুইটির সাক্ষ্য প্রদান করে, এই তিন শর্ত্ত না পাওয়া গেলে, উহা ব্যবহার করা হারাম হইবে। শাঃ, ১/১৯৪/৫/৩৪৩।

১০২০। প্রঃ—কোন দুগ্ধবতী গাভীর বাছুর মরিয়া গিয়াছে, উহার দুগ্ধ বিনা বাছুরে দোহন করা যায় কি না? যদি বিনা বাছুরে দোহন করিতে না দেয়, তবে ঐ বাছুরের চামড়া দ্বারা ঐ বাছুরের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া গাভীর সম্মুখে রাখিলে, গাভী নিজের বাছুর মনে করিয়া দোহন করিতে দেয়, এইরূপভাবে দোহন ও উহার দুগ্ধ খাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—এইরূপ দুগ্ধ হালাল, কিন্তু কোন বিষয়ের প্রতিমূর্ত্তি জায়েজ নহে।

১০২১। প্রঃ—জাদু মন্ত্র শিক্ষা করা কি? উহার দ্বারা একজনকে মারিয়াফেলা কিম্বা তাহার ক্ষতি করা কি?

উঃ—শামনি বলিয়াছেন, যাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া হারাম, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যদিও কেহ মুছলমানদিগকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যও যাদু শিক্ষা করে, তবু উহা হারাম হইবে।

ইমাম আবু মনছুর মাতুরিদী, ইমাম কারাফী মালেকী ও আল্লামা এবনো হাজার বলিয়াছেন, যে মন্ত্রে ইমান নষ্টকারী কোন বিষয় থাকে, উহাকাফেরী হইবে, আর যদি উহাকে ইমান নষ্টকারী কোন বিষয় না থাকে, তবে কাফেরী হইবে না, (হারাম হইবে)। শামী প্রণেতা লিখিয়াছেন, কোন কোন প্রকারে কাফেরি মূলক শব্দ, ক্রিয়া ও এ'তেকাদ আছে. আর কোন প্রকারে কাফেরী মূলক কোন বিষয় নাই। যদিও কোন কোন প্রকারে কাফেরী মূলক কোন বিষয় না থাকে, তথাচ ফাছাদ ঘটাইবার জন্য সে ব্যক্তি হত্যার যোগ্য হইয়া থাকে।

৩৩ আয়ত প্রত্যেক দিবস পড়িলে, যাদু আছর করিতে পারিবে না। যাদু দফা করার তদবীর মৎপ্রণীত তাবিজাত প্রথম দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ ভাগে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

১০২২। প্রঃ — সপ্তাহিক মোহাম্মদীতে লিখিত আছে, অমুক জ্যোতিষ তত্ত্ববিদ্ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অমুক তারিখে একটি নক্ষত্র উদয় হইবে এবং দুনইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, ইহা কিরূপ?

উঃ—হেদায়া প্রণেতা মোখতারাতোন্নাওয়াজেল কেতাবে লিখিয়াছেন, জ্যোতিষবিদ্যা দুই প্রকার—এক প্রকার অঙ্ক (হিসাব) সংক্রান্ত, ইহা সত্য কোরাণ শরীফের এই আয়াত—সূর্য্য ও চন্দ্র হিসাব মত (গমণাগমণ) করে।" উক্ত মতের সমর্থন করে।

দ্বিতীয় প্রকারের নক্ষত্র ও আকাশের গতিবিধি দ্বারা জগতের ঘটনাবলী নির্ণয় করা, যদি কেহ ধারনা করে যে, উক্ত ঘটনাবলী আল্লাহতায়ালার নির্দ্ধারিত হুকুম (তকদির) অনুযায়ী সংঘটিত হয় না,

কিম্বা নিজে অদৃশ্য বিষয় (গায়েব) জানার দাবি করে, তবে সে কাফের হইবে। শাঃ, ১।

ইহাতে বুঝা যায় যে, সংবাদপত্রে এইরূপ ঘটনা উল্লেখ করিলেও উহার প্রতিবাদ করা ওয়াজেব, না করিলে, এইরূপ সংবাদ পত্রে দেশ গোমরাহ করা হইবে। এই রূপ অমূলক কথার উপর যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা নিশ্চয় কাফের হইবে। কোরাণ ও হাদিছে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, কেয়ামত কবে হইবে, নির্দ্দিষ্টভাবে খোদা ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না।

১০২৩। প্রঃ—মছজেদের ভিতর জুমার খোৎবা পাঠের পূর্ব্বে যে আজান দেওয়া হয়, ঐ আজানের জওয়াব দেওয়া ও মোনাজাত করা কি?

উঃ—উত্তর দেওয়া ও মোনাজাত করা অবাধে জায়েজ।

ইহার বিস্তারিত দলীল মৎপ্রণীত জরুরি মাছায়েল প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

১০২৪। প্রঃ—কলেরার জন্য আজান দেওয়া কালে হাইয়াআলাচ্ছালাত স্থলে আমান ইয়া আল্লাহ বলা যায় কিনা।

উঃ— জায়েজ নহে।

১০২৫। প্রঃ—দোয়া কাদাহ পড়িয়া মাটিতে ফুক দিয়া গ্রাম বেড় দিয়া মাটি ছাড়াইয়া দেওয়া যায় কিনা?

উঃ — হ্যাঁ জায়েজ।

১০২৬। প্রঃ — ছাগলের মস্তকে ও কর্ণে ছুরা ইয়াছিন ও ছুরা মোলক্ পড়িয়া ফুক্ দিয়া গ্রামের চারিদিকে ফিরাইয়া জবহ করিয়া উহার গোস্তের কিছু কিছু অংশ লইয়া খাওয়া হয়, ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ।

১০২৭। প্রঃ—কোরবানী, আকিকা ও ছদকার পশুর চামড়া ও ভুড়ি পুতিয়া রাখিতে হইবে কিনা?

উঃ—চামড়া দরিদ্রদিগকে খয়রাত করিয়া দিবে, ভূঁড়ি যদি কেহ খাইতে চাহে, তবে তাহাকে দান করিবে, নচেৎ পুতিয়া রাখিবে।

১০২৮। প্রঃ—এক ব্যক্তি আপন বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সহিত জেনা করে স্ত্রী স্বামীর নিকট জেনার বিষয় স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ কার্য্য করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করে, তবে কি করিতে হইবে?

উঃ—তওবা পড়াইয়া লইবে।

১০২৯। প্রঃ—যদি স্ত্রী জেনা অস্বীকার করে এবং সেই জেনাকার ও জেনকারিণীর কুপরামর্শ স্বামী জানিতে পারে তবে কি করিবে?

উঃ—যদি স্বামী সন্দেহ করে তবে তাহাকে তালাক দিতে পারে।

১০৩০। প্রঃ—বিবাহের ইজাব ও কবুল একবার করিলে, জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে।

১০৩১। প্রঃ—যে এমাম জেরার মছজেদের এমাম তাহার পশ্চাতে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া কি?

উঃ—মরুরুহ তহরিমি। —তফছিরে-মোজহারি দ্রষ্টব্য।

১০৩২। প্রঃ—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার কোন দোওয়া আছে কি?

উঃ—কোরআনে দোওয়া ইউনোছ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার বড় ঔষধ বলিয়া ইশারা করা হইয়াছে। হাদিছে বহু দোওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, মৎপ্রণীত তাবিজাত চতুর্থ ভাগে একটি দোওয়া লিখিত হইয়াছে।

১০৩৩। প্রঃ — মছজেদের প্রজ্জ্বল্লিত বাতির আলো হইতে আলো নিয়া অন্যান্য সাংসারিক কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না?

উঃ—জায়েজ।

১০৩৪। প্রঃ—এক ব্যক্তি চুরি করিয়া লোকের হক খাইয়াছে, তাহার নিষ্কৃতির উপায় কি?

উঃ—যাহাদের কথা মনে আছে, তাহাদিগকে সেই হকের পরিমাণ বস্তু ফেরত দিবে, কিম্বা মাফ লইবে। আর যাহাদের কথা মনে না থাকে, তাহাদের হকের পরিমাণ বস্তু দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিবে দান করার নিয়ত করিবে না, লোকের হক গচ্ছিত করা মানসে যেন তাহারা কেয়ামতে পাইতে পারে বিলাইয়া দিবে। আর যে হক গুলির আদায় করার সুযোগ না হয়, হকদারেরা তাহার নিকট হইতে প্রত্যেক দ্বামড়ির (তিন রতির) জন্য ৭ শত মুকবুল নেকী কাড়িয়া লইবে

১০৩৫। প্রঃ—কোমরে চাবি বাঁধিয়া রাখা অবস্থাতে তোলা বাক্স খোলা জায়েজ হইবে না কি?

উঃ জায়েজ।

১০৩৬। প্রঃ—গরু, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি বরগা (আমি বা ভাগে) দেওয়া কি?

উঃ—পালনকারীকে বেতন দেওয়া জায়েজ হইবে, পশুর বাচ্চার ভাগ দেওয়া জায়েজ হইবে না।

১০৩৭। প্রঃ —পড়ার খরচ বাবদ জামাতাকে বৎসরে ৬/৮ শত টাকা জাকাত হইতে দেওয়া জায়েজ কিনা? জামাতা ঐ টাকা হইতে জাকাত প্রদাতার পুত্র কন্যাকে কিছু কিনিয়া দিতে পারে কি না?—জাকাত দাতার মেয়ের জন্য ঐ টাকা দিয়া খোরাক পোঁষাক কিনিয়া দিতে পারে কি না?

উঃ—হ্যাঁ সমস্তই জায়েজ।

১০৩৮। প্রঃ—জাকাতের টাকা দ্বারা চাকর কিম্বা ছেলেদের গৃহ শিক্ষকের বেতন দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ — জায়েজ নহে।

১০৩৯। প্রঃ—দেনাদারের দেনা পরিশোধ করিতে লইতে জাকাতের টাকা তাহাকে দিয়া ফেরত লওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—তাহার হাতে দিয়া ফেরত লইতে পারে। দোর্রোল মোখতার)

১০৪০। প্রঃ—বৎসরে একজনকে কত টাকা জাকাত দেওয়া জায়েজ?

উঃ—নেছাব অপেক্ষা কম জাকাত দেওয়াতে কোন দোষ নাই। তদপেক্ষা অধিক দিলে, মকরুহ হইবে। অবশ্য যদি সে দেনাদার হয়, আর মহাজনদিগকে উহা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার পরে তাহার নিকট নেছাব পরিমাণ টাকা উদ্বৃত না থাকে, অথবা পরিজনকে বন্টন করিয়া দিলে, প্রত্যেক অংশ নেছাব পরিমাণ না হয়, তবে মকরুহ হইবে না। শাঃ ২/৭৪।

১০৪১। প্রঃ — পোষ্টাফিসে টাকা জমা রাখিয়া উহার সুদ গ্রহণ করা এবং লইয়া অন্যকে দেওয়া কি?

উঃ—উভয়ই হারাম।

১০৪২। প্রঃ—কোন ব্যক্তি বলে, হজরত নবি (ছাঃ)-এর বয়স ৯০ বৎসর ছিল, মেয়ারাজ শরিফে যাতায়াতের দরুণ ২৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিলো, যখন হজরতের বয়স ৬৩ বৎসর সেই সময়ে হজরত আজরাইল তাঁহার নিকট আসিলে, তিনি বলেন, আমার বয়স ৯০ বৎসর, আজরাইল বলেন, মেয়ারাজে ২৭ বৎসর কমিয়া গিয়াছে ইহা সত্য কি না?

উঃ—ইহা বাতীল কথা। ইহা সত্য হইলে, হাদিছে উল্লেখ থাকিত, হাদিছে তাঁহার মাত্র ৬৩ বৎসর বয়সের কথা আছে। মেশকাত।

১০৪৩। প্রঃ—নেক কার্য্যে নাকি আয়ু বৃদ্ধি হয় ও গোনাহ কার্য্যে নাকি আয়ু কম হইয়া যায়, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—আল্লাহতায়ালার এলমে মানুষের যে আয়ু নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার কম বেশী হইতে পারে না। হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, আয়ু বৃদ্ধি হয়। বিদ্বানগণ উহার কয়েক প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন' প্রথম আয়ু বৃদ্ধির অর্থ এই যে, তাহার আয়ুতে বরকত হইবে, সেই ব্যক্তি সৎকার্য্য করিতে

ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, পরকালের ফলদায়ক বিষয় সম্পন্ন করিতে তাহার সময় অতিবাহিত হইবে এবং সে ব্যক্তি অসৎকার্য সমূহ হইতে বিরত থাকিবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ফেরেশতাগণ অবগত হয়েন, কিম্বা লওহো-মহফুজে লিখিত আছে যে, যদি অমুক ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করে তবে একশত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হইবে, নচেৎ ষাট বৎসর আয়ু পাইবে, কিন্তু নিশ্চয় খোদা জানেন যে, সে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে কি না, বা কত বৎসর আয়ু প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয়, এইরূপ ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে তাহার সুখ্যাতি জগতের প্রকাশমান থাকিবে, যেন সে ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হয় নাই। মোছলেমের টীকা নাবাবি, ২।৩১৫।

১০৪৪। প্রঃ — ঈদের নামাজ প্রথম দিন অত্যধিক বৃষ্টি থাকা বশতঃ দ্বিতীয় দিন পড়িলে জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— হ্যাঁ, জায়েজ হইবে।

১০৪৫। প্রঃ — যাহারা প্রথম দিন অত্যাধিক বৃষ্টি বশতঃ ১২টার পরে সময় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় ঈদের নামায আদায় করে, ও কোরবানি করে, তাহাদের নামাজ ও কোরবানির ব্যবস্থা কি?

উঃ —ইহাদের নামাজ জায়েজ হইবে না, কিন্তু কোববানি জায়েজ হইবে। নামাজ পর দিবস দোহরাইতে হইবে।— তঃ হাকায়েত ও মুহিত।

১০৪৬। প্রঃ—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থাতে একদল লোক ঈদের নামাজ পড়িল, নামাজ অন্তে আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় কিম্বা ঘড়ি দৃষ্টে বুঝা গেল যে, ১২টার পরে ঈদ পড়া হইয়াছে, এই অবস্থাতে নামাজ কি হইবে?

উঃ — উক্ত নামাজ জায়েজ হয় নাই। দ্বিতীয় দিবস পুনরায় পড়িয়া লইবে।

১০৪৭। প্রঃ — কবরে পানি উঠিবার ভয়ে নীচে তক্তা দিয়া মৃতকে দফন করা কি?

উঃ — জায়েজ।

১০৪৮। প্রঃ — বেতের ছড়ি ব্যবহার করা কি?

উঃ — জায়েজ।

১০৪৯। প্রঃ —সাঁকছ (মুরলি) মাছ বা উছ মাছ হালা কি না?

উঃ—যে গোলাকার সামুদ্রিক জীবের লেজ চাবুকের ন্যায় লম্বা, উহাকে কোন স্থানে সাঁকছ, কোন স্থানে মূল্লে বলা হয়, উহার মাছ নহে, উহা হারাম। যে জীবটা কখন নদীতে থাকে, কখন মাটিতে উঠিয়া কাঁকুড় খাইয়া থাকে, উহাকে বাংউঝ বলা হয়, উহা হারাম। যে মৌলবি এই দুই প্রকার পাণীর প্রাণীকে বিশুদ্ধ হালাল বলি ফৎওয়া দেয়, সেই ভ্রান্ত মৌলবির পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১০৫০। প্রঃ — আছরের চারি রাকয়াত ছুন্নত কিরূপ পড়িতে হইবে?

উঃ — দ্বিতীয় রাকাতে আত্তাহিয়াতের পরে দরুদ পড়িবে।

১০৫১। প্রঃ—কেহ দ্বিতীয় স্ত্রীর বিবাহ কালে তাহার অলিগণের অনুরোধে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু সে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বলে কিম্বা লিখিয়া দেয় আমি আমার স্ত্রী আবদুর রহমানের কন্যা জমিলা খাতুনকে তিন তালাক দিলাম, অথচ তাহার স্ত্রীর নাম রহিমা খাতুন, ইহাতে কি হইবে?

উঃ—ইহাতে তালাক হইবে না। শাঃ।

১০৫২। প্রঃ—কোন মোছাফের জুমার নামাজের এমামতি করিতে পারেন কি না?

উঃ—হ্যাঁ পারেন, কছর চারি রাকয়াতে হইয়া থাকে, জুমা দুই রাকয়াত, সুতরাং ইহাতে কছর নাই।

১০৫৩। প্রঃ—যদি কেহ বলে যে, যদি আমার স্ত্রীকে কখনও শ্বশুর বাড়ীতে ১৫ দিবসের বেশী রাখি, তবে এক তালাক হইয়া যাইবে, এক্ষণে কি হইবে?

উঃ—একবার ১৫ দিবসের বেশী রাখিলে, এক তালাক হইবে, এদ্দতের মধ্যে বিবিকে লইলে নেকাহ করিতে হইবে না, এদ্দতের পরে লইতে ইচ্ছা করিলে, নেকাহ করিয়া লইতে হইবে। নেকাহ করিলে, উকিল, সাক্ষীদ্বয় নিযুক্ত করিয়া দেন মোহর উল্লেখ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়বার ১৫ দিবসের বেশী শ্বশুর বাড়ীতে রাখিলে ঐরূপ হুকুম হইবে।

তৃতীয় বার রাখিলে, একেবারে হারাম হইয়া যাইবে, কিনা তহলিল বিবিকে লইতে পারিবে না।

১০৫৪। প্রঃ — কোন লোক দাড়ী মোচ ও বোগলের লোম কোন সময় কাটে না, নামাজ পড়ে না, বিবাহ উপলক্ষে কিম্বা অন্য সময় গান বাজনা করে ইহাতে কোন আলেম তাহার বিচার করিয়া কাফ্‌ফারা আদায় করিয়া তওবা করিতে বলায় সে ঐ আলেমকে গালি দেয় ও তওবা করা অস্বীকার করে এবং ঐ আলেমের বাড়ীর নিকট আসিয়া গান বাজনা করে, ঐ গান বাজনার আখড়ায় পুরুষলোক স্ত্রীলোকদের পোষাক পরিয়া যায়, এক্ষণে তাহার ও তাহার দলভুক্ত লোকদের ব্যবস্থা কি?

উঃ—সে ব্যক্তি কাফের হইবে। তাহার সহিত পানাহার, বিবাহ শাদী হারাম। তাহার সমাজভুক্ত লোকেরা গোনাহগার হইবে।

১০৫৫। প্রঃ—আত্তাহিয়াতো পড়া কালে শাহাদত অঙ্গুলীর ইশারা করা কি? উহার কারণ কি?

উঃ — ছুন্নত, ইহাতে শয়তানের উপর আঘাত করা হইয়া থাকে।

১০৫৬। প্রঃ—জুমার নামাজ অন্তে দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িয়া তাহার ছওয়াব মৃতদের রুহে পৌঁছায়িয়া দেওয়া কি?

উঃ — উচিত।

১০৫৭। প্রঃ — নিজের নেকাহ নিজে পড়াইতে পারে কি না?

উঃ—যদি সে উকিল হইয়া থাকে, কিম্বা অলী হয়, তবে জায়েজ হইবে।

১০৫৮। প্রঃ — কেহ নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া তিন মাসের মধ্যে পুনরায় লইতে পারে কি না?

উঃ—বিনা তহলিলে লওয়া হারাম।

১০৫৯। প্রঃ—মধু মক্ষিকার চাক হইতে মধু ভাঙ্গিয়া লওয়া কি?

উঃ—জায়েজ।

১০৬০। প্রঃ—যে ব্যক্তি নিজের মাতার খোরাক না দিয়া ধর্ম্মমাতার খোরাক দিয়া থাকে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—অভাবগ্রস্থ মাতার খোরাক না দিলে, ফাছেক হইবে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১০৬১। প্রঃ—জুমার খোৎবা শেষ করিয়া মোনাজাত করা কি?

উঃ শরীয়তের ইহার নিয়ম নাই।

১০৬২। প্রঃ—তাহিয়াতোল-ওজু ও দখুলোল-মছজেদে একই নামাজ কি না?

উঃ—না, উহা দুই নামাজ। ওজু করা কালে প্রথমটি ও মছজেদে দাখিল হওয়া কালে দ্বিতীয় পড়িতে হয়।

১০৬৩। প্রঃ—আখেরে-জোহর কয়জন মোক্তাদি হইলে, পড়িতে হইবে না।

উঃ—শহরের সন্দেহ হইলে, কিম্বা এক শহরে একাধিক জুমার হইলে, পড়া জরুরি, ইহাতে লোকের সংখ্যা দেখা জরুরি নহে।

১০৬৪। প্রঃ — জুমার নামাজ একবার জামায়াত হওয়ার পর ৪।৫ জন লোক আসিয়া পূবের্বর এমামের স্থান ত্যাগ করতঃ ঐ জুমা ঘরে দ্বিতীয় জুমা পড়া জায়েজ কিনা? যদি জোহর জামায়াত করিয়া পড়ে,

তবে কি হইবে?

উঃ—জুমা পড়া জায়েজ, ঐ জোহরের জামায়াত মকরূহ।

১০৬৫। প্রঃ—এক গরুতে একজনার কোরবাণী ও অন্যের আকিকা জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ।

১০৬৬। প্রঃ—খোলা তালাকের স্ত্রীর হিলা না দিয়া পুনরায় গ্রহণ করা যায় কিনা?

উঃ—খোলা এক তালাকে বাএন, বিনা তহলিলে তাহাকে পুনরায় নেকাহ করিয়া লইতে পারে।

১০৬৭। প্রঃ—গাভীর সহিত জেন করিলে, শরীয়ত মতে তাহার কিরূপ শাস্তি বিধান করিতে হইবে?

উঃ—এই শ্রেণীর নর-পশুকে জা'জিয়া মারিতে হইবে।

১০৬৮। প্রঃ — মানুষের কলব ও কালেব (আত্মা ও দেহ) এই দুইটির মধ্যে গোনার জন্য কাহার পুর আজাব হইবে?

উঃ—উভয়ের উপর আজাব হইবে।

১০৬৯। প্রঃ— ঋতুবতী (হায়েজওয়ালী) স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, কি হয় এবং এই গোনাহ কিরূপে মাফ হয়?

উঃ—গোনাহ কর হয়, তওবা করিতে হইবে। হাদিসে এক দীনার বা অর্দ্ধ দীনার খয়রাত করার কথা আছে।

১০৭০। প্রঃ—মুছলমানদিগের কোন শুভ কার্য্যে শাদিয়ানা বাদ্য করা যায় কি না?

উঃ — হারাম।

১০৭১। প্রঃ — যদি কোন আলেম অন্য আলেমকে গালাগালি দেয় ও অসম্মান করে, কোরান ও হাদিছ অমান্য করিয়া দেশের আচার ব্যবহার মত চলে, ঘুষ খায়, মিথ্যা কথা বলে, হারাম কাজ করে, আবার কোরআন পড়ে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—সে ফাছেক ও কাফের হইবে।

১০৭৩। প্রঃ টাকা, সিকি, দুয়ানি, মানুষ কিম্বা অন্য বস্তুর ছবির গহনা স্ত্রীলোকে ব্যবহার করিতে পারে কি না?

উঃ—কোন জানদার বস্তুর ছবি সংযুক্ত গহনা ব্যবহার করা জায়েজ নহে। তরুলতা, মছজেদ ইত্যাদি ছবি সংযুক্ত গহনা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে।

১০৭৪। প্রঃ টাকার বিনিময় হজ্জ বিক্রয় করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—ফরজ হজ্জ বিক্রয় করা জায়েজ নহে নফল হজ্জের ছওয়াব অন্যকে দান করিতে পারে।

১০৭৫। প্রঃ—চৌকি কিম্বা মাটিতে বাক্স রাখিয়া উহার মধ্যে কোরআন শরীফ রাখিয়া সেই দিকে পা করিয়া শুইয়া থাকা অথবা কোন কিছু লেখা কি?

উঃ—আদবের খেলাফ।

১০৭৬। প্রঃ—গোবর ও মাটি মিশাইয়া যে ঘর লেপা হয়, সেই ঘরে খোদার ফেরেশতা নাজেল হয় কি না? ঐ ঘরে নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—নাজেল হইতে পারেন, তথায় পাক বিছানা বিছাইয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

১০৭৭। প্রঃ— সন্তানের অন্ন প্রাশন মছজেদের ভিতর জায়েজ কি না? উহা হাদিছ সঙ্গত কি না?

উঃ—মকরুহ, উহা হাদিস সঙ্গত নহে।

১০৭৮। প্রঃ — ভ্রমবশতঃ শ্বাশুড়ীর সহিত সঙ্গম হওয়ার সন্দেহ শ্বাশুড়ী ও স্ত্রীর মৃতুর পরে মনে হইলে, কি হইবে?

উঃ—ভ্রমবশতঃ শ্বাশুড়ীর সহিত সঙ্গম হইয়া থাকিলে, স্ত্রী হারাম হইয়া যায়, কিন্তু এই সঙ্গমে গোনাহ হইবে না। কিন্তু শ্বাশুড়ীর গোনাহ

হইবে, যেহেতু সে উহা নিষেধ করিতে ও প্রকাশ করিতে পারিত। জামাতা অজ্ঞাতসারে ইহার পরে হারাম স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে, এজন্য দয়াময় খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে।

১০৭৯। প্রঃ—একজন সুদখোর সুদের মাল লইয়া তওবা করিলে এবং ইছলামী কার্য্য করিতে লাগিল তাহার ঐ মাল মছজেদে লাগান জায়েজ হইবে কি না?

উঃ — হারাম অর্থ দ্বারা মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে এরূপ ব্যক্তি তওবা অন্তে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বা উহার আয় দ্বারা অথবা কাহারও নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়া মছজেদে ব্যয়-করিবে।

১০৮০। প্রঃ।—সুদখোর কিম্বা বেনামাজী উক্ত মছজেদে কোন কর্ম্ম করিয়া দিতে পারে কি না?

উঃ—ইহাতে মছজেদ নাজায়েজ হইবে না, কিন্তু যেন তাহা পরিনামে দাবি চলিতে না পারে, এই হেতু তাহাদিগকে পারি শ্রমিক দেওয়া শ্রেয়।

১০৮১। প্রঃ—সুদখোর ও বেনামাজীর জমিতে যে ফসল হয়, সেই ফসল দ্বারা মছজেদ মেরামত করা কি?

উঃ—সুখখোরের জমি হারামের টাকা হইতে পারে, হালালের জমি হইলে, উহাতে হারাম বীজ ছড়াইতে পারে, এই হেতু তাহার জমি ফসল বিশুদ্ধ হালাল নহে, উহা মকরুহ হইবে। এইরূপ ফসল মছজেদে লাগান যাইবে না, পক্ষান্তরে বেনামাজীর জমির ফসলে দোষ না থাকিলে, উহা দ্বারা মছজেদ মেরামত চলিতে পারে কিন্তু তাহাকে তওবা করাইয়া লইতে হইবে।

১০৮২। প্রঃ—সুদখোরের পয়সার পুষ্করিণীতে ওজু গোছলে জায়েজ হইবে কিনা? উক্ত পানি, খাওয়া যাইতে পারে কিনা?

উঃ—পানি হয় মাটির নীচের পানি, না হয় বৃষ্টির পানি, উহা পাক, কাজেই ব্যবহার করা জায়েজ।

১০৮৩। প্রঃ—পিতা যাহার উপর নারাজ, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—যদি সঙ্গত কারণে পিতা নারাজ হয় তবে পুত্র ফাছেক হইবে, তাহার পশ্চাতে নামাজ মকরুহ তহরিমি হইবে। যদি অসঙ্গত কারণে পিতা নারাজ হয়, তবে পুত্র দোষি হইবে না, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়াতে কোন দোষ হইবে না।

১০৮৪। প্রঃ—গরু দৌড়ানের জন্য একটা দিন স্থির করা হয়, যাহার নাঙ্গলের গরু অগ্রগামী হয়, একটা তৃতীয় লোকে তাহাকে একটা খাসী ছাগল পুরষ্কার দিয়া থাকে, ইহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—শরিয়তে ঘোড়া দৌড়ের ব্যবস্থা আছে, মোরগের লড়াই, কবুতর উড়ান ও গরু দৌড়ানের ব্যবস্থা নাই, কাজেই নাজায়েজ। ঘোড় দৌড়ে জেহাদের সহায়তা হয়, কাজেই উহা জায়েজ। গরু দৌড়ানে এইরূপ কোন উপকার হয় না, অনর্থক পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়, এই হেতু ইহা নাজায়েজ। ইহাতে যে পশু পুরষ্কার পাওয়া যায়, উহা নাজায়েজ হইবে।

১০৮৫। প্রঃ—পরচুলের ব্যবসা অর্থাৎ ঠাকুরের মাথার চুল, গান বাজনা থিয়েটারের জন্য পুরুষ লোকের দাড়ী গোফ, মেয়ে লোকদের মাথার চুল ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা জায়েজ কিনা?

উঃ—এই সমস্ত নাজায়েজ, হাদিছ শরিফে এই প্রকার কার্য্যের উপর লা'নতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

১০৮৬। প্রঃ—আলেমগণের তাহাদের জেয়াফত কবুল করা জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ নহে, তাহাদের জেয়াফত কবুলকারি আলেমের পাছে নামাজ পড়া মকরুহ।

১০৮৭। প্রঃ—মেয়ে ছেলের বিবাহের সময় বরের পক্ষ হইতে মছজেদ সেলামি বলিয়া টাকা লওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জুলুম জবরদস্তি করিয়া লইলে, নাজায়েজ হইবে। স্বেচ্ছায় যাহা দেওয়া হয়, উহা জায়েজ।

১০৮৮। প্রঃ—মজহাব অমান্যকারিদের সহিত বিবাহ শাদী করা কি?

উঃ—বেদয়াতি সম্প্রদায়দিগের সহিত মেলা মেশা করা কোরাণ, হাদিছে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহার বিস্তারিত প্রমাণ 'ফৎহোল-মোবিন' কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

১০৮৯। প্রঃ—মরা গরুর চামড়া খুলিয়া লওয়া কি?

উঃ—উহার চামড়া খুলিয়া খারিলবণ দ্বারা শুকাইয়া বিক্রয় করা জায়েজ, ইহাকে দাবাগাত বলা হয়। জরত নবি (ছাঃ) নিজের এক বিবিকে মরা ছাগলের চামড়া খুলিয়া লইতে ও দাবাগাত করিতে আদেশ করিয়া ছিলেন। দেশের অশিক্ষিত লোকের দুর্ণাম করার ভয় হইলে, কোন মুচি দ্বারা উহা খুলিয়া লইয়া দাবাগাত করাইয়া লইবে।

১০৯০। প্রঃ—সোনার আংটী পুরুষের হাতে দেওয়া কি?

উঃ—হারাম।

১০৯১। প্রঃ—নামাজ কাজা থাকিলে, এক একামতে কাজা ও ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ।

১০৯২। প্রঃ—টকি দেখা কি?

উঃ—উলঙ্গিণী স্ত্রীলোকের ছবির নর্ত্তন, সঙ্গীত, বাজনা ইত্যাদি থাকে, উহা পুরুষের জন্য একেবারে হারাম, স্ত্রীলোকদের তথায় যাওয়া কঠিন হারাম।

১০৯৩। প্রঃ—খোন্দকারের হাতে মুরিদ হওয়া কি?

উঃ—পীরের পাঁচ শর্ত্ত তাহার মধ্যে না থাকিলে, তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে।

১০৯৪। প্রঃ—মাদারের বাঁশ যাহারা তুলিয়া থাকে, তাহাদের

এমামতি ও সমস্ত কার্য্য যে সমস্ত আলেম করিয়া থাকে, তাহাদের ব্যবস্থা কি?

উঃ—যদি তাহাদের উক্ত শেরক মূলক কার্য্যে এই আলেমগণ রাজি থাকে তবে কাফের হইয়া যাইবে, নচেৎ ফাছেক হইয়া যাইবে। প্রথম ক্ষেত্রে তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া বাতীল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মকরুহ তহরিমি।

১০৯৫। প্রঃ—পীর না ধরিয়া যদি এলম শিক্ষা করিয়া দীন ইস্‌লামের সমস্ত কার্য্য করি, তবে মুছলমান হইতে খারিজ হইতে হয় কিনা? তরিকত আমল না করিলে, মুছলমান থাকা যায় কিনা?

উঃ—বিনা তরিকত পূর্ণ ভাবে শরিয়তের উপর আমল করা সম্ভব হয় না। ফাছেক শ্রেণীভুক্ত হইতে হয়, ইহাতে ইছলাম হইতে খারিজ হইতে হইবে না।

১০৯৬। প্রঃ—কোরবাণীর গরু ছাগল ইত্যাদির চামড়ার মূল্য স্কুল কিম্বা মাদ্রাছাতে দেওয়া যাইতে পারে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে না, উহা দরিদ্রদিগকে দান করিতে হইবে, সেই দরিদ্র মালিক হইয়া স্কুল ও মাদ্রাছাতে দান করিলে জায়েজ হইবে।

১০৯৭। প্রঃ—কোন মছজেদের মোকর্ররি এমামের অনুমতি ব্যতীত হাফেজ বা মৌলবি ইদ, বকরাইদ ও জুমার এমামতি করিলে, কি হইবে?

উঃ—মকরুহ হইবে।

১০৯৮। প্রঃ—মছজেদের তহবিলের দরুণ সেভিং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ মছজেদের কার্য্যে ব্যয় করা কি?

উঃ—হারাম।

১০৯৯। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি টাকা ধার দিয়া উহার সুদ গ্রহণ না করিয়া টাকা প্রতি ইচ্ছামত ধান্য কিম্বা অন্য ফসল চোটা স্বরূপ আদায় করে, তবে উহা হালাল কি হারাম?

উঃ—হারাম।

১১০০। প্রঃ—একটি স্থায়ী মছজেদের মুছুল্লিগণের মধ্যে ৩/৪ জন এমামের পক্ষ অবলম্বন করে। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এমাম লইয়া জেদাজেদী হয়। এই জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সেই কয়েক জন একটি নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিল, উহা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহা নাজায়েজ মছজেদ, যে মৌলবি উহা নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়া পুনরায় জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেয় সে ফাছেক, তাহার পাছে নামাজ মকরুহ, তাহার নিকট ফৎওয়া লওয়া নাজায়েজ।

১১০১। প্রঃ—কাফ্‌ফারার টাকা কাহাদের হক? যদি কোন পীর উক্ত কাফ্‌ফারার টাকা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে, তবে কি হইবে?

উঃ—পীর-ছাহেব-নেছাব হইলে, গ্রহণ করিতে পারে না, উহা দরিদ্রের হক।

১১০২। প্রঃ—যে পীর গ্রামের মধ্যে দলাদলীর সৃষ্টি করে, তাহার হাতে মুরিদ হওয়া কি?

উঃ—নাজায়েজ।

১১০৩। প্রঃ—জেকেরে নর্ত্তন কুর্দ্দন করা কি?

উঃ—নাজায়েজ, ইহার বিস্তারিত দলীল রদ্দে-বেদয়াত ও জরুরি মছলা দ্বিতীয় ভাগে আছে।

১১০৪। প্রঃ—চিস্তিয়া তরিকাপন্থী পীরের হাতে মুরিদ হওয়া কি?

উঃ—শরিয়তপন্থী এইরূপ পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কিন্তু বর্ত্তমান চিস্তীয়া নামধারী যে পীর গান বাজনা নর্ত্তন কুর্দ্দন সমর্থন করে, তাহার নিকট মুরিদ হওয়া নাজায়েজ।

১১০৫। প্রঃ—একটি সধবা স্ত্রীলোক কোন দুষ্টু লোকের সহিত বাহির হইয়া এক সপ্তাহকাল বেশ্যালয়ে থাকিয়া উক্ত লোকটির বাটিতে আসে, ২/৩ মাস পরে সেই লোকটি মারা যায়। এক্ষণে তাহার ছোট ভাই স্ত্রীলোকটির সহিত নেকাহ করিতে চাহে, এক্ষেত্রে তাহার

পূর্ব্বের স্বামীর নিকট হইতে তালাক লইতে হইবে কি না? এস্থলে মৌলবীরা যদি বিনা তালাকে তাহাকে নেকাহ দিতে ফৎওয়া দেয়, তবে কি হইবে?

উঃ—বিনা তালাকে তাহার নেকাহ কাহার সহিত জায়েজ হইবে না, যে মৌলবীগণ এইরূপ ফৎওয়া দেয়, তাহারা ফাছেক, তাহাদের ফৎওয়া অগ্রাহ্য।

১১০৬। প্রঃ—কোন একটি পুরুষ একটি বিধবা স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ করে, কিছু দিবস পরে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হয় এবং পুরুষটি তাহাকে তালাক বাএন দেয়, ইহা সমাজের অনেক লোক জানে স্ত্রীলোকটি তাহাতে সম্মত হয়, পুরুষটি তাহাকে মা বলে, স্ত্রীলোকটি তাহাকে ছেলে বলে। কিছু দিবস পরে স্ত্রীলোকটি স্বামীর নিকট যাইতে রাজি হয়, পুরুষটিও তাহাকে লইতে রাজি হয়, ইহা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যদি তিন তালাক না দিয়া থাকে, তবে নেকাহ করিয়া লইতে পারে, তিন তালাক দিয়া থাকিলে লইতে পারিবে না। দোর্রা মারিরা হালাল করার ব্যবস্থা শরীয়তে নাই, ইহা মোল্লাদের বাতীল ফৎওয়া।

১১০৭। প্রঃ—কোন একটি স্ত্রীলোক প্রথম স্বামী মরার পরে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই স্বামীর সহিত অবনীয় হওয়ার জন্য কোন দুষ্ট লোকের সঙ্গে বাহির হইয়া ৪/৫ বৎসর পরে কোন বেশ্যালয়ে তাহাকে পাওয়া যায়। তাহার পিতা তাহাকে বাটিতে আনিয়া তওবা করাইয়া সমাজভুক্ত করিয়া লয়। এক্ষণে সে তৃতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে? এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট হইতে তালাক লইতে হইবে কিনা? মোল্লা তাহাকে বিনা তালাকে নেকাহ পড়াইয়া দিয়া থাকিলে কি হইবে?

উঃ—বেশ্যালায় গমণ করিলে, নেকাহ ফছখ হয় না, দ্বিতীয় স্বামী তালাক না দিলে, অন্য নেকাহ জায়েজ হইবে না, যে মোল্লা এইরূপ কার্য্য করে তাহার পশচাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ।

১১০৮। প্রঃ—আখেরি জোহর পড়া কি?

উঃ—যে স্থলে শহর হওয়ার সন্দেহ হয় কিম্বা যে শহরে একাধিক জুমা হয়, তবে আখেরে জোহর পড়া ওয়াজেব, নচেৎ মোস্তাহাব হইবে। শাঃ, ১।

১১০৯। প্রঃ—ফেৎরার টাকা মাদ্রাসার জন্য লওয়া কি?

উঃ—লইয়া কোন দরিদ্রকে দান করিবে, সে উহা মাদ্রাছাতে ব্যয় করিবে, ইহা জায়েজ।

১১১০। প্রঃ—জুমার ঘরের টিন খলিয়া মাদ্রাছা ঘরে লাগান কি?

উঃ—জায়েজ নহে। বাইটকামারির বাহাছ দ্রষ্টব্য।

১১১১। প্রঃ—মিলাদের কেয়াম কি?

উঃ—মোস্তাহাব, কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাছ দ্রষ্টব্য।

১১১২। প্রঃ—বহুদিবসের ৪/৫ টি জুমা বর্ত্তমান আছে, তথায় এক মৌলবী আসিয়া উক্ত ৪/৫টি জুমার লোক একত্র করিয়া একটি নূতন স্থানে জুমা প্রস্তুত করিয়া নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করিয়াছে, ইহা কি?

উঃ—ছহিহ জায়েজ মছজেদকে এইরূপ বিরাণ করা হারাম, এইরূপ মৌলবি কোরানের আদেশ অনুসারে দোজখের কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। তাহার আদেশ পালন কারিদের ঐরূপ অবস্থা হইবে।

১১১৩। প্রঃ—যে ব্যক্তি গাভী ও বলদ দ্বারা অন্যের জমির ফসল আদি খাওয়াইয়া থাকে, ঐ গাভীর দূধ খাওয়া ও বলদদ্বারা চাষ করা কি?

উঃ—ইহাতে অন্যের হক তাহার উপর থাকিয়া যাইবে, কেয়ামতে হকদারের ক্ষতির পরিমাণ নেকী তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে। দুধ খাওয়া ও চাষ করা ফৎওয়া মতে জায়েজ।

১১১৪। প্রঃ—যে ব্যক্তির পুত্র চুরি করিয়া ধন দৌলত আনিয়া উক্ত পিতামাতাকে খাওয়ায়, তাহাদের খাওয়া কি? উক্ত লোকের

সহিত চলা ফেরা, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—জায়েজ নহে, এইরূপ হারামখোরের পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১১১৫। প্রঃ—এক ব্যক্তির মাথা সময় অন্তে খারাপ ও সময় অন্তে ভাল হয়, তাহার স্ত্রী আছে, তাহার অবিভাবকগণ স্বামীকে তালাক দিতে বলিলে, সে তালাক দিতে অস্বীকার করে, তখন তাহার অবিভাবকগণ জাল-স্বামী দাঁড় করাইয়া কাজীর বাড়ীতে তালাক রেজেষ্টারি করাইয়া লইয়া তাহাকে অন্যত্রে নেকাহ দেয়, ইহা জায়েজ কি না? তাহাদের সহিত সমাজ করা কি? যে আলেম পড়ায় তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—ইহা হারাম, এইরূপ নেকাহ্ হারাম, ইহার সঙ্গে সংলিপ্ত ব্যক্তিগণ খোদার হারামকে হালাল জানিয়া করিয়া থাকিলে কাফের হইবে, তাহাদের স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইবে। তাহাদের সঙ্গে সমাজ করা হারাম।

১১১৬। প্রঃ—নিজে ফটো তোলা জায়েজ কিনা? জীব জন্তুর ছবি আঁকা কি?

উঃ—উভয় হারাম, এ সম্বন্ধে এছলাম ও চিত্রকলা প্রবন্ধ পুস্তকারে পুনরায় মুদ্রিত হইবে।

১১১৭। প্রঃ—একজন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়া পুনরায় নিজ হেফাজতে রাখে এজন্য সে সমাজচ্যুত হয়, তৎপরে সে স্ত্রীকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া আলেমের নিকট তওবা করিলে, ঐ লোককে সমাজে লওয়া চলে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে।

১১১৮। প্রঃ—কোন গ্রামে বহু পুরাতন একটি জুমা ছিল, মছজেদটি এমাম সাহেবের বাড়ীর নিকটে ও তত্ত্বাবধানে ছিল, কিন্তু ঐ জুমার মোক্তাদিগণ নিম্নলিখিত কারণে ইমাম সাহেবকে ইমামতি হইতে খারিজ করার জন্য প্রস্তাব করিলেন। এমাম সাহেব বহাল তবিয়াত

জুমা মছজেদকে নিজের ঘর বলিয়া পুনঃ পুনঃ দাবি করেন, তৎসূত্রে আলেমের মতে নূতন মছজেদ প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ পুরাতন মছজেদের সম্মুখে শামিয়ানা লটকাইয়া ৩/৪ জুমা পড়া হয়। তৎপরে অধিকাংশ গ্রাম্য লোক নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিয়া অন্য এমাম দ্বারা নামাজ আদায় করিতেছেন এবং পুরাতন ইমাম সাহেব ঐ পুরাতন মছজেদে নামাজ আদায় করিতেছেন, এমতাবস্থায় কোন মছজেদে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে?

পুরাতন এমাম সাহেবকে খারিজ করিবার কারণ এই যে, তিনি সুদ খাইয়া থাকেন, মছজেদের মোক্তাদিগণকে বিজাতি বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন।

বহু দিবস হইতে ঐ জুমা মছজেদের তত্ত্বাবধানের জন্য অন্যের প্রদত্ত ৪/০ চারি বিঘা জমি ওয়াকফ করা ছিল, এমাম সাহেব শঠতা পূর্ব্বক নিজ পুত্রের নামে জমিদারি সেরেস্তাতে জমা ধার্য্য করিয়া দাখিলাদি লইয়াছেন।

উঃ—এমাম সাহেব এইরূপ মছজেদকে নিজের বলিয়া দাবি করায় মহা, গোনাহগার হইয়াছেন, আরও উল্লিখিত তিনটি কারণে তিনি ফাছেক হইয়াছেন, তাহাকে পরিবর্ত্তন করার প্রস্তাব অতি সঙ্গত প্রস্তাব, যদি তাহাকে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব না হয়, তবে ইচ্ছা করিলে, সেই মছজেদে দ্বিতীয় ইমাম লইয়া দ্বিতীয় জামায়াত করিতে পারে। অথবা মধ্যে পর্দ্দা লটকাইয়া মছজেদ দুইভাগ করিয়া মোয়াজ্জেন ও এমাম দ্বারা আজান ও নামাজের ব্যবস্থা করিতে পারে।

ইহা অস্থায়ী ব্যবস্থা, কিছুকাল পরে এমামের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইলে কিম্বা এমাম পরিবর্ত্তন হইলে, জামায়াত এক হইয়া যাইবে।

যদি উপরোক্ত দুই প্রকার ব্যবস্থাতে ফাছাদ হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যেন হঠাৎ একখানা জায়েজ মছজেদ বিরান না হয়।

১১১৯। প্রঃ—এমাম সুদখোর, সেই মছজেদটির জমি চক্রান্ত

করিয়া নিজের জমাভুক্ত করিয়া লইয়াছে। মুছুল্লিগণ তাহার পাছে নামাজ পড়িতে চাহে না, এমাম জোর পূর্ব্বক এমামতি করে, তথায় নামাজ পড়িতে গেলে ফৌজদারির আশঙ্কা থাকে, তথায় নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ তহরিমি হইবে। মুছুল্লিগণ এজন্য অন্য মছজেদে নামাজ পড়িতে পারে, বা অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিতে পারে।

১১২০। প্রঃ—এস্থলে একটি ফকির আছে, তাহার বাটিতে মানিক পীরের দরগা আছে, সে বৎসরে বৎসরে ঐ দরগাতে মেলা করিয়া থাকে, সে কবিরাজি করিয়া থাকে, তাহার নিকট তেল পানি পড়িয়া লওয়া ও ঔষধ লওয়া কি?

উঃ—উপরোক্ত লোকের নিকট হইতে তেল পানি পড়িয়া লওয়া হারাম, এইরূপ লোকের নিকট হইতে কবিরাজি ঔষধ লওয়া উচিত নহে। তাহাকে বর্জ্জন করা মুছলমানদিগের পক্ষে জরুরি।

১১২১। প্রঃ—যে ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডন করে, তামাক বিড়ি খায় স্বামী থাকিতে স্ত্রীলোকের নেকাহ পড়াইয়া থাকে ও গান বাজনা করে, এইরূপ লোকের পাছে নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ তহরিমি।

১১২২। প্রঃ—সর্প দষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা বেশরা মন্ত্র দ্বারা করা জায়েজ হইবে কি না? যদি শরা সঙ্গত ঔষধ না পাওয়া যায়, তবে কালি মাদারের দোহাই দেওয়া মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করা যায় কি না?

উঃ—শরীয়ত সঙ্গত ঔষধ বা দোয়া দ্বারা চিকিৎসার উপায় না থাকিলেও কাফেরী মূলক মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম ও কোফর। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামের দোহাই দেওয়া মন্ত্র পড়িলে শেরক ও কোফর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ মন্ত্র পাঠ কারিকে বাটিতে লইয়া যাইবে, সে ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে যে সমস্ত আয়তে কোরান দ্বারা সর্পের বিষ নষ্ট হইয়া যায়, উহা মৎপ্রণীত তাবিজাত প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে লিখিত হইয়াছে।

দেশীয় গাছের শিকড় ও ছাল দ্বারা বিষ হওয়ার তদবীর তাবিজাত ষষ্ঠ ভাগে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে দুইটি ঔষধ লিখিত হইল। অফুলা দণ্ড কোলচের পাতার রস আধ ছটাক পরিমাণ একটু লবণ সহ রোগীকে খাওয়াইয়া দিলে, বিষ নষ্ট হয়।

আকোন্দ গাছের মাটির নীচের শিকরের ছাল আড়াইখানা গোল মরীচসহ কিছু খাওয়াইয়া দিবে ও জখমে লাগাইয়া দিবে, ইহাতে বিষ নষ্ট হইবে।

১১২৩। প্রঃ—কোন ব্যক্তি কাহারও কিছু চুরি করিয়াছে বা অন্য কোন প্রকারে হক নষ্ট করিয়াছে, ঐ হকদার ব্যক্তি এই বলিয়া মরিয়াগিয়াছে যে, যখন অমুক ব্যক্তি আমার হক আমাকে দিল না, তখন আল্লাহ যেন তাহাকে মাফ না করেন, এমতাবস্থায় উক্ত হক কিরূপে মাফ হইবে?

উঃ—যদি টাকাকড়ি ও জমি এইরূপ হক হয়, তবে তাহার ওয়ারেছগণকে উহা ফেরত দিয়া দিলে, মাফ হইয়া যাইবে। আর যদি ওয়ারেছগণ উক্ত হকের দাবি ছাড়িয়া দেয়, তবে মাফ হইয়া যাইবে।

যদি হকদারকে মারিয়া থাকে, গালি দিয়া থাকে কিম্বা অসম্মান করিয়া থাকে, তবে কিছু ছাদকা করিয়া কিম্বা অন্য প্রকার ছওয়াবের কার্য্য করিয়া তাহার রুহে ছওয়াব-রেছানী করিতে থাকিবে, ইহাতে আল্লাহ তাহার রুহকে রাজি করিয়া দিতে পারেন।

১১২৪। প্রঃ—কোন প্রবল ও প্রকাশ্য শত্রু, কোন দুর্ব্বলের এক হাত জমি কিম্বা ২৫টি টাকা কৌশল করিয়া বা জোর করিয়া লইয়াছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি উহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ১০ টাকার কোন জিনিষ উক্ত প্রবলের বাটি হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং তাহা খরচ ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সে মনে করিতেছে যে, বোধ হয় কেয়ামতে ইহার জন্য চোর হইয়া উঠীতে হইবে। আমি তাহার হক আদায় করিতে চাহি, আর আমি নিজের হক কেয়ামতে আদায় করিয়া লইব। শত্রুর উদারতা আদৌ নাই, উহা প্রকাশ্যে দিতে গেলে শত্রুতা

বৃদ্ধি পাইবে ও চোর বলিয়া বদ নাম রটনা হইবে। এমতাবস্থায় উহা গোপনে দেওয়া যাইবে কি না?

উঃ—গোপনে দিলে শত্রুর হক আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু চুরির জন্য খোদার নিকট তওবা করিতে হইবে।

১১২৫। প্রঃ—জায়েদের ঘরে অনেক টাকা পড়িয়া থাকে, কাজে লাগেনা, অথচ সে অভাবগ্রস্তকে কর্জ্জে হাছনা চাহিলেও দেয়না। এজন্য ওমার জায়েদের ঘর হইতে ৮০০ টাকা চুরি করিয়া আনিয়া ৪০০ টাকা দিয়া দোকান করিয়াছে, ইহাতে ৪০০ টাকা লাভ হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪০০ টাকা দিয়ে চারি বিঘা জমি খরিদ করিয়াছে। তাহার মোটের উপর ৮ বিঘা জমি হইয়াছে। বর্ত্তমানে ওমর গোপনে ঐ দেনা হইতে নিস্কৃতি চায়, এক্ষণে ইহার উপায় কি?

উঃ—৮০০ টাকা ফেরৎ দিলে দেনা হইতে নিস্কৃতি প্রাপ্ত হইবে।

১১২৬। প্রঃ—কোন জীবন্ত জীব পানিতে ডুবিয়া মারা গোনাহ কবিয়া। কেঁচো ও তেলাপোকা বর্শীতে গাঁথিয়া মাছ মারা হয়, উহা জীবন্ত অবস্থাতে গাঁথিয়া পানিতে দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—পানিতে ডুবিইয়া মারা জায়েজ নহে। মাছ ধরিবার অন্যান্য চার (সামগ্রী) আছে, উপরোক্ত বস্তুদ্বয় বাদ দিয়া অন্য বস্তু দ্বারা উহা ধরিবে।

১১২৭। প্রঃ—মজহার অমান্য কারিদের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—স্থল বিশেষ নাজায়েজ, স্থল বিশেষ মকরুহ তহরিমি।

১১২৮। প্রঃ—রাছুলের এন্তেকালের পরে চারি এমাম পয়দা হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাদের চারি মজহার ফরজ হইবে কিরূপে?

উঃ—ইহার কয়েক প্রকার উত্তর আছে, প্রথম এই যে, পিতা, মাতা, স্বামী, প্রভু হজরতের অনেক কাল পরে পয়দা হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের আদেশ পালন ফরজ কেন হইল? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, কোরাণ ও হাদিছে তাহাদের আদেশ পালন করিতে হুকুম হইয়াছে।

এইরূপ চারি ঈমাম হজরতের কিছু কাল পরে পয়দা হইলেও কোরাণ ও হাদিছ এমামগণের মজহার মান্য করিতে আদেশ করিয়াছে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এমামগণ হজরতের জামানার পরে পয়দা হইলেও তাঁহারা মজহাবের যে মছলাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হয় কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ, না হয় অস্পষ্টাংশ। কোরআন ও হাদিছ যে সময় নাজেল ও প্রকাশিত হইয়াছে, চারি মজহারের মছলাগুলি সেই সময় সৃষ্টি হইয়াছে, কাজেই চারি মজাহার মানিলে, কোরআন ও হাদিছের উপর সম্পূর্ণ ভাবে আমল করা হইবে, উহা ত্যাগ করিলে, কোরআন ও হাদিছ, অমান্য করা হইবে।

১১২৯। প্রঃ—জেনাতে গর্ভ হইলে কি হুকুম হইবে?

উঃ—যে ব্যক্তি তাহার সহিত জেনা করিয়াছে, সেই ব্যক্তি তাহার সহিত নেকাহ করিলে, তাহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে। অন্যে তাহার সহিত নেকাহ করিলে, সন্তান প্রসব কালতক সহবাস করা নাজায়েজ হইবে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য কাজ জায়েজ হইবে।

১১৩০। প্রঃ—জেনাকারের ব্যবস্থা কি?

উঃ—জেনাকার যত দিবস খাঁটী তওবা না করে, ততদিবস তাহার সহিত সমাজ করা নাজায়েজ, তাহার পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১১৩১। প্রঃ—স্বপ্ন দোষ হইলে, পীড়া বশতঃ গোছল না করিয়া অঙ্গ ধৌত করতঃ কোরআন ও নামাজ পড়া যায় কিনা?

উঃ—যদি গোছল করিলে, পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা হয়, তবে গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মম ও ওজু করিয়া নামাজ পড়িবে ও কোরআন পড়িবে।

১১৩২। প্রঃ—কাবিননামায় স্ত্রীর উপর তালাকের ভার অর্পন করা হইয়া থাকিলে কাবিনের শর্ত্ত ভঙ্গ হওয়ার পরে, স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে কিনা?

উঃ—হাঁ শর্ত্ত ভঙ্গ হওয়ার পরে নিজের উপর তালাক বর্ত্তাইয়া এদ্দত অন্তে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

১১৩৩। প্রঃ—মহরম মাসের ১০ দিবসে অথবা বৎসরের কোন্ কোন্ দিবসে বিবাহ চলে না?

উঃ—সমস্ত সময়ে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে কোন দোষ নাই।

১১৩৪। প্রঃ—বিবাহ কালে জুমা-মছজিদের খরচ লওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—বিনা জোলম জবর দস্তি জুমার খরচ যাহা পাওয়া যায়, উহা জায়েজ।

১১৩৫। প্রঃ—জুমার ঘরে ঈদের নামাজ পড়া চলে কিনা?

উঃ—বিনা ওজরে উহা খেলাফে-ছুন্নত ও মকরুহ হইবে।

১১৩৬। প্রঃ—মছজেদের পুরাতন কাষ্ঠ খড় ইত্যাদি জ্বালান যায় কিনা?

উঃ—উহা বিক্রয় করিয়া মূল্যটি মছজেদে ব্যয় করিবে, খরিদা খড় ইত্যাদি জ্বালান জায়েজ হইবে।

১১৩৭। প্রঃ—আপন চাচিকে নেকাহ করা জায়েজ কিনা?

উঃ—শরিয়তে জায়েজ থাকিলেও সামাজিকতার দিক দিয়া উহা ভাল দেখায় না, সুতরাং একার্য্য না করাই শ্রেয়ঃ।

১১৩৮। প্রঃ—আপন স্ত্রীকে তালাক দিয়া আপন শাশুড়ীর সতিনের সহিত তাহার গর্ভাবস্থাতে নেকাহ করা কি?

উঃ—শাশুড়ীর সহিত নেকাহ হারাম, কিন্তু তাহার সতিনের সহিত নেকাহ জায়েজ। যদি সতিনের গর্ভ তাহার শ্বশুরের নেকাহতে থাকা কালে হইয়া থাকে, তবে সন্তান প্রসব কালতক নেকাহ জায়েজ হইবে না। আর জেনার গর্ভ হইলে, নেকাহ জায়েজ হইবে। তাহার দ্বারা গর্ভ হইলে, নেকাহের পর সহবাস হালাল হইবে, অন্যের দ্বারা গর্ভ হইলে সহবাস হালাল নহে।

১১৩৯। প্রঃ—স্বামী থাকা সত্ত্বেও কোন স্ত্রীলোককে অন্যের সহিত নেকাহ দিলে কি হইবে?

উঃ—আল্লাহতায়ালার হারামকে হালাল জানিয়া মোল্লা প্রভৃতি যে যে ব্যক্তি এই কার্য্যে শরিক হইবে, তাহারা কাফের হইয়া যাইবে, তাহাদের কলেমা রদ্দে-কোফর পড়িয়া নূতন ইমান আনিতে ও স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে, নচেৎ তাহাদের পাছে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না।

১১৪০। প্রঃ—কোন কোন স্থানে সন্তান হইলে, ৫ কিম্বা ৭ মাসে মছজেদে কিম্বা দরগাতে লইয়া টাকাতে ভাত রাখিয়া তাহার মুখে ভাত দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি ভাত দেয়, সেই ব্যক্তি টাকা লইয়া থাকে, উহা কিরূপ?

উঃ—ইহা বেদয়াত, এই প্রথা লোপ করার চেষ্টা করিতে হইবে।

১১৪১। প্রঃ—কেহ বুটের (ছোলার) উচিত মূল্য ৩ কাঠা এক এক টাকা ধার্য্য করিয়া দিয়া আবার বুট উৎপন্ন হইলে, উহার উচিত মূল্য ৫ কাঠা লইয়া থাকে, ইহা কিরূপ?

উঃ—টাকাই লইতে হইবে, ৩ কাঠা দিয়া ৫ কাঠা লওয়া জায়েজ হইবে না।

১১৪২। প্রঃ—একজন আলেম গরুর খোয়াড় রাখে, ইহা কিরূপ?

উঃ—গরুর খোয়াড় ইজারা লওয়া জায়েজ নহে।

১১৪৩। প্রঃ—নামাজের সময়ে পুরুষে নাভীর নীচে হাত বাঁধে, আর স্ত্রীলোক বুকের উপর, ইহার কারণ কি?

উঃ—পুরুষের হাত বাঁধিবার স্থান হাদিছ ও ছাহাবাগণের তরিকা হইতে প্রমানিত হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকের হাত বাঁধিবার স্থানের কোন প্রমান নাই, কাজেই এমামগণ পর্দ্দা রক্ষা হওয়ার জন্য বুকে হাত বাধিতে হুকুম দিয়াছেন।

১১৪৪। প্রঃ—কোন কোন পীর বাড়ীতে আসিলে স্ত্রীলোকেরা হাত পা টিপিয়া দেয়, ইহা কিরূপ?

উঃ—নাজায়েজ ও হারাম।

১১৪৫। প্রঃ—কোন বর পক্ষের নিকট হইতে ২০ টাকা মছজেদের খরচ বাবৎ লইয়া মছজেদ মেরামত করিলে উক্ত মছজেদে নামাজ জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহা জবরদস্তি, স্বেচ্ছায় কেহ ২০ টাকা মছজেদে দিতে চাহে না, কাজেই এই টাকা সকলে চাঁদা করিয়া ফেরত দিলে, মছজেদ নির্দোষ হইবে। যদি গ্রামের লোক হালাল পয়সার চাঁদা দিতে অক্ষম হয়, তবে সেই অঞ্চলের মুসলমানদিগের নিকট হইতে হালাল পয়সার চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দেনা পরিশোধ করিবে।

১১৪৬। প্রঃ—যদি কেহ স্ত্রীর তালাকের জন্য কোন লেখককে তালাকনামা লিখিতে বলে, তবে কি হইবে?

উঃ—যদি সে উহাতে দস্তখত করে, তবে তালাক হইয়া যাইবে। আর দস্তখত না করিলে, যদি সে একবার করে যে, আমি লিখিতে বলিয়াছি কিম্বা দুইজন লোক সাক্ষ্য দেয় যে, সে তালাকনামা লিখিতে বলিয়াছে, তবে তালাক হইয়া যাইবে। শাঃ, ২/৫৮৯, আনঃ, ১/০০৪/৪০৫।

১১৪৭। প্রঃ—যদি একজনার স্ত্রীর নাম আয়েশা হয়, কিন্তু সে বলিল আমার স্ত্রী ফাতেমাকে তালাক দিলাম, তবে কি হইবে?

উঃ—যদি সে নিজের স্ত্রীর তালাক দেওয়ার নিয়ত নাকরিয়া থাকে, তবে ইহাতে তালাক হইবে না। আর নিজের স্ত্রীর তালাক দেওয়ার নিয়ত করিয়া থাকিলে তালাক হইবে। আঃ, ১/৩৮২।

১১৪৮। প্রঃ—মৃত ব্যক্তির কাফন দফনের পর সেখানে কোন প্রকার মিষ্টান্ন বা খাদ্য প্রভৃতি খয়রাত করা কি?

উঃ—দরিদ্রদিগকে খাদ্য সামগ্রী খয়রাত করা সকল সময় উৎকৃষ্ট। ইহাতে কোন দোষ নাই। শাঃ, ১/৮৪২।

১১৪৯। প্রঃ—যে বিবাহে পণ লওয়া হইয়াছে, উক্ত বিবাহ পড়ান কি? মছজেদের খরচ বলিয়া কিছু বিবাহ কালে গ্রহণ করা যায় কি না? মোল্লারা বিবাহ পড়ান যাবৎ যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহা কি?

উঃ—নেকাহ পড়ান জায়েজ, কিন্তু তথায় কিছু খাওয়া জায়েজ নহে। স্বেচ্ছায় মছজেদের খরচ যাবৎ যাহা কিছু দেওয়া হয়, তাহা জায়েজ, জুলুম করিয়া লইলে, নাজায়েজ হইবে। বিনা জবরদস্তি যাহা স্বেচ্ছায় মোল্লাকে দেওয়া হয়, উহা জায়েজ। মাছায়েলে-আরবাইন, ২২ পৃষ্ঠা।

১১৫০। প্রঃ—বেনামাজির জানাজা, কোলখানী ও কালমাখানি কি?

উঃ—যদি শেরক বা কোফর না করিয়া মরিয়া থাকে, তবে তাহার জানাজা সাধারণ লোকে পড়িয়া দিবে, আলেম এমাম, হাজী ও পয়হেজগার তাহার জানাজা পড়িবে না। তাহার কোলখানি ও কলেমাখনি জায়েজ। বেনামাজী কোলখানি ও কলেমা-খানি করিলে কোন ছওয়াব হইবে না।

১১৫১। প্রঃ—গোরস্থানের বৃক্ষের ব্যবস্থা কি?

উঃ—গোরস্থান বানাইবার পূর্ব্বে তথায় বৃক্ষ থাকিলে, যদি উহার মালিক কেহ থাকে, তবে বৃক্ষগুলি সেই মালিকের হইবে, আর উহার মালিক না থাকিলে কিম্বা নিস্কর পতিত জমিকে মুছলমানগণ গোরস্থান বানাইয়া থাকিলে, তবে উহার বৃক্ষগুলির মালিক কেহই হইবে না আর গোরস্তান বানাইবার পরে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে, যদি উহার রোপনকারি কেহ থাকে তবে সেই উহার মালিক হইবে। আর কেহ উহার রোপনকারি না হইলে, শরিয়তের কাজির মতের উপর ন্যস্ত করা হইবে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, উহা বিক্রয় করিয়া গোরস্তানের মেরামত কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন। আঃ, ২/৩৫৪/৪৫৫।

১১৫২। প্রঃ—কোন আলেম বলে ৪৮ মাইলের বাহিরে কোন অলী লোকের গোর জিয়ারত করিতে যাওয়া হারাম, ইহা ঠিক কিনা?

উঃ—ইহা বাতিল কথা, ইহা জায়েজ হওয়ার দলীল মৎপ্রণীত জরুরি মছলা ৩য় ভাগের ২৩—২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

১১৫৩। প্রঃ—কেহ কেহ বলে, দরিদ্রলোকের ইহকাল নাই, পরকালে বেহেশতও নাই। ইহা কিরূপ?

উঃ—ইহা বাতীল কথা, ইমান আমল থাকিলে পরকালে সকলেই বেহেশত পাইবে। হজরত বলিয়াছিলেন, খোদা আমাকে দরিদ্র অবস্থাতে জীবিত রাখ, দরিদ্র অবস্থাতে মারিয়া ফেলিও ও পরকালে দরিদ্রদিগের সঙ্গে আমাকে সমুত্থিত করিও। হজরত আএশা বলিলেন, ইহা কিসের জন্য? হজরত বলিলেন, দরিদ্রেরা ধনিদিগের ৪০ বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

১১৫৪। প্রঃ—ওয়াদা ভঙ্গকারী আলেমের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—হজরতের হাদিছে আছে, ওজোরে ওয়াদা ভঙ্গ করিলে, গোনাহ হইবে না। বিনা ওজোরে ওয়াদা খেলাফ করিলে, গোনাহ হইবে।

বিনা ওজোরে যে আলেম ওয়াদা খেলাফ করে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ।

১১৫৫। প্রঃ—যে আলেম দোকানদারি করে, একদরে কেনা বেচা করে না, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—যদি ওজনে কম বেশী না করে, প্রবঞ্চনা না করে, মিথ্যা কথা না বলে, তবে তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ।

১১৫৬। প্রঃ—স্ত্রীলোকের পর্দ্দা কত বৎসর পর্য্যন্ত পালন করিতে হইবে?

উঃ—কোনআন শরীফের ছুরা নুরের ৭ রুকুতে আছে ঃ— 'আর যে সমস্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নেকাহ করার আশা রাখেনা, তাহাদের পক্ষে

ইহা গোনাহ হইবে না যে তাহারা নিজেদের (বিশিষ্ট বিশিষ্ট) বস্ত্রগুলি খুলিয়া রাখে এই শর্ত্তে যে, সৌন্দর্যের স্থানগুলি প্রকাশ না করে। আর যদি (ইহা হইতে) বিরত থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে সমধিক উৎকৃষ্ট।"

বিশিষ্ট বস্ত্রগুলির অর্থ অতিরিক্ত বস্ত্রগুলি যে সমস্তের দ্বারা মুখমণ্ডল হস্ত ঢাকা হইয়া থাকে, কেননা মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য শরীর ঢাকা যুবতী ও বৃদ্ধা সকলের পক্ষে ফরজ, ইহা ☆ غير متبرجات بزينة এই শর্ত্ত হইতে বুঝা যায়।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিবাহের উপযুক্ত যুবতী ও মধ্যম বয়োপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে বিনা জরুরত আজনবি পুরুষের সম্মুখে যাওয়ার অনুমতি নাই, অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের পক্ষে চেহারা ও হস্তদ্বয় খুলিয়া রাখা জায়েজ। রুহোল-মায়ানী, ৬/১০৯ ও বায়ানোল-কোরান, ৮/২৯।

১১৫৭। প্রঃ—কোন হিন্দু বেশ্যাকে মুছলমান করিলে তাহার মাল-পত্র এবং টাকা পয়সা খাওয়া জায়েজ কি না? ঐ সমস্ত মাল পত্র কি করিতে হইবে?

উঃ—হারাম, যাহাদের স্ত্রী পরিজন অনাহারে মরণাপন্ন তাহাদিগকে উহা বিলাইয়া দিতে হইবে।

১১৫৮। প্রঃ—যদি কোন মাতব্বর মছজেদের বাহির হইতে একজন নির্দ্দোষ মুছুল্লিকে জুতা ফেলিয়া মারে, তবে কি হইবে?

উঃ—হারাম ও গোনাহ কবিরা, তওবা না করা পর্য্যন্ত ও প্রহৃত ব্যক্তির নিকট হইতে মা'ফ না লওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ লোকের সংশ্রব ত্যাগ করা ওয়াজের।

১১৫৯। প্রঃ—কোন স্ত্রীলোকের হারামের গর্ভ হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহার সহিত জেনা করিয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য লোকে তাহার সঙ্গে নেকাহ করিলে, জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ। ইহা সমস্ত ফেকহের কেতাবে আছে, কিন্তু সে সন্তান প্রসবকাল পর্য্যন্ত এবং নেফাসের এদ্দত না গেলে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে পারিবে না।

১১৬০। প্রঃ—কোন মজলিসে জুমা শেষ হইয়া গেলে তথায় ১০ জন লোক উপস্থিত হইল, তাহারা জোহরের নামাজ জমায়াতে পড়িতে পারে কি না?

উঃ—মকরুহ হইবে।

১১৬১। প্রঃ—বল খেলা কি?

উঃ—নাজায়েজ।

১১৬২। প্রঃ—সার্ট কোট, প্যান্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা কি? উহা তৈয়ার করা কি?

উঃ—অন্য জাতির খাস লেবাছ বিনা জরূরত ব্যবহার করা মকরূহ তহরিমি, উহা তৈয়ারী করাও ঐরূপ।

১১৬৩। প্রঃ—কোন ব্যক্তিকে শয়তান বলা কি?

উঃ—নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে শয়তান বলা ফাছেকি কার্য্য, বিনা তওবা তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরূহ।

১১৬৪। প্রঃ—পুং সঙ্গম করা কি?

উঃ—হারাম, এইরূপ ব্যক্তির পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরূহ তহরিমি।

১১৬৫। প্রঃ—২৫/৩০ বৎসর বয়সের ছেলেকে পিতা, মাতা ও বড় ভাই বিবাহ না দিলে কি হইবে?

উঃ—শক্তি থাকিতে ইহা না করিলে, তাহারা উক্ত ছেলের জেনার গোনাহর অংশ গ্রহণ করিবে।

১১৬৬। প্রঃ—প্রস্রাব করিতে করিতে মেছওয়াক করা কি?

উঃ—মকরুহ।

১১৬৭। প্রঃ—রাত্রি কালে একটি শৃগালকে খরগোশ মনে করিয়া খাইয়া ফেলিলে, কি হইবে?

উঃ—হারাম খাওয়া হইয়াছে, অজানিত ভাবে হারাম খাইলে খোদা তাহার গোনাহ মা'ফ করিতে পারেন, আল্লাহতায়ালার নিকট তওবা করা ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত আর ইহার ঔষধ কি?

১১৬৮। প্রঃ—কেহ বলেন, ১৮ হাজার আলমের মধ্যে ৬ হাজার ডিম হইতে, আর ৬ হাজার পানি হইতে, আর ৬ হাজার মাটি হইতে, উদ্ভুত ইহা সত্য কি না?

উঃ—আলমের সংখ্যা কত, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, আবুল-আলিয়া বলিয়াছেন, মনুষ্য একটি আলম, জ্বেন জাতি একটি আলম, ইহা ব্যতীত জমিনে ফেরেশতাগণের মধ্য হইতে ১৮ হাজার কিম্বা ১৪ হাজার আলম। জমিনের চারি কোণের প্রত্যেক কোণে সাড়ে তিন হাজার আলম, এই কথার ছহিহ দলীল নাই। ছঈদ বেনে মোছাইয়েব বলিয়াছেন, এক সহস্র আলম, ৬ শত সমুদ্রে ও ৪ শত ভুমিতে আছে। একটি জইফ ছনদের হাদিছ এই মতের সমর্থন করে।

অহাব বেনে-মোনাব্বাহ বলিয়াছেন, আল্লাহ ১৮ সহস্র আলম সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুনিয়া একটি আলম। মোকাতেল ৮০ হাজার আলমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কা'ব বেনেল-আহবার বলিয়াছেন, আলমগুলির সংখ্যা খোদা ব্যতীত কেহই জানে না। আবু ছইদ খুদরি বলিয়াছেন, ৪০ হাজার আলম, সমস্ত দুনইয়া একটি আলম। এবনো-কছির, ১৪১ দোর্রাল-মনছুর, ১/১৩ পৃষ্ঠা মূল কথা, নিশ্চিতরূপে আলমগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে, সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত কথার কোন দলীল নাই।

১১৬৯। প্রঃ—বানর ও হস্তী নাকি মানুষ ছিল?

উঃ—ইহা বাতীল কথা।

১১৭০। প্রঃ—ব্যায়াম ও খেলাতে প্রভেদ কি?

উঃ—যে কার্য্যে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং শত্রুর সহিত

সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয়, যথা—লাঠি খেলা, ঘোড় দৌড়, তীর ছোড়া, গুলি ছোড়া ইত্যাদি, এই সমস্ত জায়েজ ব্যায়াম। তাশ, পাশা, শতরঞ্চ, ফুটবল নাজায়েজ খেলা, ফুটবল খেলা একেত খৃষ্টানদিগের অনুকরণ আরও উহাতে লোকে এরূপ নিমগ্ন হয় যে, দীন দুনিয়া নামাজ, দুনইয়ার অন্যান্য কার্য্য ভুলিয়া যায়, টাকা কড়ি অপব্যয় করা হয়, খেলাতে হাটুর উপরি অংশ খুলিয়া রাখিয়া ফরজ তরক করা হয়, হাত পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়, বিশেষতঃ শত্রুদের সহিত সংগ্রাম কালে উহা দ্বারা কোন উপকার হয় না, এইহেতু ফুটবল খেলা নাজায়েজ।

১১৭১। প্রঃ—এমাম ছুরা বনি ইছরাইলের ☆ اقم الصلوة দুইবার পড়িলেন, একজন মোক্তাদী ☆ لدلوك الشمس স্মরণ করাইয়া দিলে, অতঃপর তিনি শেষ কয়েক আয়ত পড়িলেন, ইহাতে ছোহ ছেজদা ওয়াজেব হইবে কি না?

উঃ—ওয়াজেব হইবে না।

১১৭২। প্রঃ—কোন হিন্দুর বাড়ীতে বিবাহ, উপলক্ষে যদি কোন মুছলমানের স্ত্রী উপস্থিত হয়, তবে কি হুকুম হইবে?

উঃ—সেই স্ত্রীলোকটিকে তওবা করা জরুরী। স্বামীর জ্ঞাতসারে ইহা হইয়া থাকিলে, তাহাকেও তওবা করিতে হইবে।

১১৭৩। প্রঃ—গায়ের মোকাল্লেদের পাছে নামাজ পড়া কি?

উঃ—একাধিকবার ইহার জওয়াব লেখা হইয়াছে।

১১৭৪। প্রঃ—গরু জবাহ করা অন্তে তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া খাওয়া কি?

উঃ—দুধ গোশতের একাংশ, যখন উহার গোশত হালাল, তখন উহার দুধও হালাল।

১১৭৫। প্রঃ—সুদখোরের ও বেশ্যা বৃত্তির টাকার মধ্যে প্রভেদ কি?

উঃ—উভয়ই হারাম, সুদের টাকার জিয়াফত খাওয়া যেরূপ

হারাম, সেইরূপ বেশ্যার টাকার জিয়াফত খাওয়া হারাম।

১১৭৬। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোক স্বামী থাকিতে দুই বৎসর কাল অন্য লোকের সহিত জেনা করিতেছে, এখন তাহার পক্ষীয় লোক তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া একখানা তালাক নামা পেশ করিতেছে, এই তালাক নামা দেখিয়া স্ত্রী লোকটির নেকাহ দেওয়া জায়েজ হইবে কি?

উঃ—তালাক নামা সত্য কি না, ইহাতে তাহার স্বামীর নিকট হইতে তদন্ত করিয়া অবশেষে ব্যবস্থা করিতে হইবে। তালাক নামা জাল হইতেও পারে।

১১৭৭। প্রঃ—আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যকে অছিলা স্থির করা জায়েজ কি না?

উঃ—নবি, অলি ও পীরকে অছিলা ধরা জায়েজ। মেশকাতের ২১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

ওছমান বেনে হোনাএফ বলিয়াছেন, নিশ্চয় একজন অন্ধ লোক নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি আল্লাহ-তায়ালার নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি আমার (চক্ষের) রোগ মুক্ত করেন।

ইহাতে হজরত বলিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে দোয়া করিতে পারি। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে ধৈর্য্যধারণ করিতে পার, ইহাই তোমার পক্ষে কল্যাণজনক। সে ব্যক্তি বলিল, আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করুন। রাবি বলিয়াছেন, তখন তাহার প্রতি আদেশ দিলেন, যেন সে ব্যক্তি ওজু করে, সুন্দর ভাবে ওজু করিয়া এই দোয়াটি পড়িবে ;—

اللهم انى اسالك وتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة انى توجهت بك الى ربى ليقضىٰ لى فى حاجتى هذه اللهم فشفعه فى رواه الترمذى ☆

হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ছওয়াল করিতেছি, তোমার নবি রহমতের নবি মোহম্মদ (ছাঃ)এর অছিলাতে তোমার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইতেছি। নিশ্চয় আমি তোমার অছিলাতে আমার প্রতিপালকের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইলাম যেন আল্লাহ আমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ আমার সম্বন্ধে তাহার শাফায়াত কবুল কর। তেরমেজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত নবি (আঃ) এর অছিলা ধরা জায়েজ। মেশকাত, ১৩২ পৃষ্ঠা —

عـن انـس ان عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بـن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نترسل اليك بنبينا فتسقينا انا نسترسل اليك بعم نبينا فسقنا فيسقوا رواه البخاري ☆

"(হজরত) অনাছের উক্তি : নিশ্চয় ওমার বেনে খাত্তাব যখন লোকেরা অনাবৃষ্টিতে বিপন্ন হইত, তখন আব্বাছ বেনে আবদুল মোত্তালেবের অছিলা ধরিয়া পানি প্রার্থনা করিতেন।

এমতাবস্থায় তিনি বলিতেন, হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমাদের নবী দ্বারা তোমার নিকট 'অছিলা' ধরিতাম, ইহাতে তুমি আমাদিগকে পানি দিতে। (এখনে) নিশ্চয় আমরা আমাদের নবীর চাচাকে তোমার নিকট অছিলা ধরিতেছি, তুমি আমাদিগকে পানি দান কর। অমনি তাহাদের উপর পানি বর্ষণ হইত।

বোখারি উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

উপরোক্ত দুইটি ছহিহ হাদিছে বুঝা যাইতেছে, স্বয়ং নবি (ছাঃ) আল্লাহতায়ালার নিকট নিজেকে অছিলা স্থির করিতে আদেশ করিয়াছেন। হজরত ওমার (রাঃ) ইহাতে বুঝিয়াছিলেন যে, যখন নবীকে অছিলা ধরা জায়েজ, তখন পীর বোজর্গদিগকে অছিলা ধরা জায়েজ, এই

হেতু হজরতের চাচাকে অছিলা ধরিয়াছিলেন, সেই সময়ের সহস্র সহস্র ছাহাবা তাঁহার সঙ্গে এই 'এস্তেছকা' নামাজে শরিক হইয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি পীর বোজর্গদিগের অছিলা ধরা শেরেক বলিয়া প্রচার করে, সে ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ) ও ছাহাবগণকে মোশরেক বলিয়া দাবি করিলেন। এইরূপ ব্যক্তি কি সত্যপরায়ণ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন?

১১৭৮। প্রঃ—হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি বা কোন পীর বোজর্গ কিম্বা নবি (ছাঃ)-এর দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়া বেলাএত ইত্যাদি ফয়েজ আকর্ষণ করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহা জায়েজ।

ছুরা বাকারের ১৭ রুকুতে আছে ;—

فول و جبك شطر المسجد الحرام ☆

এই আয়াতে বুঝা যায় যে, খোদার খাস রহমত আকর্ষণ করা উদ্দেশ্যে নামাজের মধ্যে কা'বা শরিফের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হওয়া শরিয়তের হুকুম।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব 'কওলোল জমিল' কেতাবের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

فلا عليك ان لا تتوجه لى الله ولا تربط قلبك الا به و لو بالتوجه
لى العرش و تصور النور الذى و ضعه عليه و هو ازهر اللون
كمثل لون القمر او بالتوجه الى القبلة كما اشارا ليه النبى صلعم

"হে তরিকতপন্থী, তোমার পক্ষে ইহা ক্ষতিকর নহে যে, তুমি কেবল আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইবে এবং কেবল

তাঁহার প্রেমে তুমি তোমার অন্তরকে সংশ্লিষ্ট রাখিবে— যদিও আরশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়া এবং উক্ত নুরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহা আল্লাহ উহার উপর স্থাপন করিয়াছেন। উহা চন্দ্রের রঙের তুলা উজ্জ্বল রঙ। যদিও কেবলার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়া যেরূপ নবি (ছাঃ) উহার উপর ইশারা করিয়াছেন।"

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেবের কথার মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতায়ালার দিকে মাতাওয়াজ্জেহ হওয়াই মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু আরশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইলে, আরশের উপরস্থিত নুর তাহার উপর পতিত হইতে থাকিবে। অথবা কেবলার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইলে, রহমতের ফএজ-তাহার উপর পতিত হইতে থাকিবে।

উহাতে প্রমাণিত হইতেছে, শীর অলিউল্লাহদিগের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইলে, তাঁহাদের অছিলাতে মুরিদের অন্তরে আরশের জ্যোতিঃ, বেলাএতের নুর, কামালাত, হকিকত, মা'রেফ'তেনুর পতিত হইতে থাকে। ইহা নাজায়েজ হইবে কেন?

১১৭৯। প্রঃ—রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নবী বলা কি?

উঃ—কোরআন, হাদিছ কিম্বা আছমানি কেতাব সমূহে যে ব্যক্তিগণ নবী নামে অভিহিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগকে নবী বলা হইবে। যেহেতু কোরআন, হাদিছ ও আছমানি কেতাবগুলিতে রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের নাম নাই, কাজেই উভয়কে নবী বলা জায়েজ হইবে না। রামচন্দ্র প্রতিমা পূজার প্রবর্ত্তক ও শ্রীকৃষ্ণ ১৬ শত গোপিনীর সহিত নীলীকারী, এরূপ লোককে নবী বলিলে, প্রতিমা পূজা ও জেনা (ব্যভিচার) আছমানি কেতাবের ধর্ম্ম হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে নবী বলিলে, কাফের হইতে হইবে।

১১৮০। প্রঃ—নক্‌শ বন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকা বাতীল কিনা?

উঃ—দুনইয়ার সমস্ত গণ্যমান্য আলেম, এমাম ও দরবেশ যে তরিকাদ্বয় সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, উহা বাতীল হইতে পারে

না! এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে আলফে ছানি (রঃ) লিখিয়াছেন ঃ—

همه شیران جهان بستئه این سلسله فد
روبه چسمان بگسلد ایبن سلسله را

জগতের সমস্ত ব্যাঘ্রগুলি এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে, শৃগাল কিরূপে এই শৃঙ্খলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে?

১১৮১। প্রঃ—৮/৯ হাত লম্বা ও ৫/৬ হাত প্রস্থ একটি ঘরকে "হুদাইসি" ঘর বলিয়া ইহার ভিতরে রুমাল দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাত্তি দেওয়া এবং মহরমের ৯ তারিখে নিশান হাতে লইয়া ঐ ঘরে তওয়াফ এবং ছেজ্‌দা করা ও ১০ই মহরম তাবুত, ঘোড়া বানাইয়া মঞ্জিল পৌছান দুরস্ত কিনা? কোন তরিকাতে এই কার্য্যগুলি আছে কিনা?

উঃ—শাহ আবদুল আজিজ সাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজির ১৬৮/৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

দশই মহরমে তা'জিয়া করা জায়েজ নহে, কেননা তা'জিয়ার অর্থ সুখাদ্য ও সৌন্দর্য্যের বস্তু ত্যাগ করতঃ শোক প্রকাশ করা— যেরূপ স্ত্রীলোকেরা শোক প্রকাশ করিয়া থাকে, পুরুষের পক্ষে কোন স্থানে এইরূপ শোক প্রকাশ করার কথা শরিয়তে সপ্রমাণ হয় নাই। স্ত্রীলোকদের স্বামীর মৃত্যুতে চারিমাস দশ দিবস শোক করার কথা আছে। স্বামী ব্যতীত অন্য কোন আত্মীয় মরিয়া গেলে, তিন দিবস সৌন্দর্য্য (জিনাত) ত্যাগ করা জায়েজ হইবে, ইহার পরে উহা জায়েজ নহে।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

لا تحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الاخر ان تحد على
ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهرو عشرآ ☆

"যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কেয়ামতের দিবসের উপর ইমান আনে তাহার পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন রাত্রির অধিক শোক করা হালাল নহে, কেবল স্বামীর মৃত্যুতে চারি মাস দশ দিবস শোক করা জায়েজ।

বেদয়াতি সম্প্রদায় যেরূপ তা'জিয়া দাবি করিয়া থাকে ইহা বেদয়াত। এইরূপ ঘোড়া প্রস্তুত করা, কবরের মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করা ও পতাকা ইত্যাদি বেদয়াতে ছাইয়েয়া, হজরত বলিয়াছেন, নূতন সৃজিত বিষয়গুলি দুষিত বিষয়, প্রত্যেক বেদয়াতে (ছাইয়েয়া) গোমরাহি।— মোছলেম এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন। ইহা বেদয়াতে-ছাইয়েয়ার অবস্থা।

আরও হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন—

"যে ব্যক্তি বেদয়াত কার্য্যের সৃষ্টি করে কিম্বা কোন বেদয়াতিকে আশ্রয় প্রদান করে, তাহার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সমস্ত লোকের লানত (অভিসম্পাত) হইবে। আল্লাহতায়ালা তাহার কোন ফরজ ও নফল কার্য্য কবুল করেন না। তেবরাণি ইহা এবনো-আব্বাছ কর্ত্তৃক ও বাজাজ ইহা ছওবান কর্ত্তৃক রেওয়াএত করিয়াছেন।

আরও হজরত বলিয়াছেন ঃ—

"যে, ব্যক্তি আমার এই দীনে এরূপ বেদয়াত কার্য্য সৃষ্টি করে যাহা উহার অন্তর্গত নহে, উহা বাতীল।" বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ ও এবনো-মাজা হজরত আএশা (রাঃ) হইতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

আরও হজরত বলিয়াছেন ঃ—

যে ব্যক্তি কোন গোমরাহি মূলক বেদয়াতের সৃষ্টি করে যাহার উপর আল্লাহ ও তাহার রাছুল রাজি নহেন, সে ব্যক্তি উহার সমস্ত অনুষ্ঠান কারীর গোনার পরিমাণ গোনাহগার হইবে। এবনো-মাজা এই হাদিছটি রেওয়ায়ত করিয়াছেন?

ফাতাওয়ায় কেয়ামোল মিল্লাতে অদ্দিন, ২৯১ পৃষ্ঠা ঃ—

فتاری غرر الدر را اتخاذ القبور الكاذبه و زيارتها و تعظيمها كما يفعله الرفضة في ايام عاشوراء حرم و فاعلها آثم و مستحلها كافر ☆

ফাতাওয়ায় গোরাবোর দোরারে আছে, জাল কবর প্রস্তুত করা, উহার জিয়ারত ও সম্মান করা যেরূপ শিয়ারা আশুরার দিবস গুলিতে করিয়া থাকে, হারাম, উহার অনুষ্ঠানকারি গোনাহগার এবং যে ব্যক্তি উহা হালাল জানে সে কাফের।

শরহে-বার জাখে আছে ;—

من زار قبرا بلا مقبور فكانما عبدالصنم ☆

"যে ব্যক্তি লাশ বিহীন গোরের জিয়ারত করে, সে যেন প্রতিমা পূজা করিল।"

তারিখে-এবনো-খলদুন, ৩/২৮, এবনো-জরির তাবারি, ৭/১৪০ পৃষ্ঠা, কামেল, ৪/১২৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, মোখতার বেনে ওবাএদ ছাকাফি প্রথমে শিয়াদের তাবুতের সৃষ্টি করে।

তারেখোল-খমিছ ২/৩৪৪ পৃষ্ঠা ;—

"মোখতার দাবি করিত যে, হজরত জিবরাইল (আঃ) তাহার উপর নাজেল হইত।"

এবনো-জারির, ৭/১৫৮ পৃষ্ঠা ;—

"মোখতারের স্ত্রী ওমরা তাহাকে নবি বলিয়া দাবি করিত।"

ফুরফুরার মধ্যম পীরজাদা মাওলানা আবুজাফর ছাহেব (মুফতিয়ে-জামিয়া-তোল ওলামা) "বাতেল দলের মতামত" কেতাবের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"তাবুত ও তাজিয়া মোক্তার নামক জনৈক রাফেজি এমাম হোসেন (রাঃ) শহিদ হওয়ার পর সর্ব্ব প্রথমে বাহির করে। হজরত আবদুল্লাহ বেনে জোবাএর যখন খলিফা ছিলেন মোক্তার কয়েদী হইয়া তাহার নিকট আসেন। তিনি উক্ত তাবুত তাজিয়ার সহিত মুর্ত্তি পূজকদের ন্যায় ব্যবহার করেন। একদিন খলিফা সাহেব তাহার পরিবারের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী এই প্রকার পূর্ত্তি পূজার নিয়ম কি করিয়া বাহির করিল? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এই তাজিয়ার মধ্যে অহি নাজেল হইত এবং আমার স্বামী নবি ছিলেন।" তথায় ওয়াফ ও ছেজ্‌দা করা হারাম। মেয়াতো-মাছায়েল, ৬৮-৭৫ পৃষ্ঠা।

১১৮২। প্রঃ—মহর্রমে জারি (মরছিয়া) গাওয়া, হায় হোছেন হায় হোছেন করিয়া ক্রন্দন করা, বক্ষে চপেটাঘাত করা ও কাপড় ছেঁড়া জায়েজ কিনা?

উঃ—ফতোওয়ায় আজিজি, ১/৬৯ পৃষ্ঠা ;—

ـن ابى اوفى قال نهى رسول الله صلعم عن المراثى رواه بن
ـاجد ☆

এবনোমাজা, আবি আওফার রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবি (ছাঃ) মরছিয়া (জারি) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আরও উহাতে অমূলক কথা ও বোজর্গানে দীনের অবমাননা সূচক নিন্দা থাকে, কাজেই ইহা নাজায়েজ।

ছহিহ মোছলেম ;—

اثنتان هما بهم كفر الطعن فى النسب و النياحة ☆

'দুইটি কার্য্য তাহাদের মধ্যে কাফেরদের রীতি, যথা বংশ নিন্দা মৃতের জন্য উচ্চ শব্দে ক্রন্দন করা।"

মেশকাত, ১৫০ পৃষ্ঠা ঃ—

ليس منامن ضرب الخدرد و شق الجيوب متفق عليه ☆

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করে ও গলার কাপড় ছেঁড়ে, সে আমার তরিকা ভ্রষ্ট। —ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

قال انا برى ممن حلق و صلق و خرق متفق عليه ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (বিপদকালে) চুল মুণ্ডল করে, উচ্চশব্দে ক্রন্দন করে এবং কাপড় ছেঁড়ে, আমি তাহা হইতে নারাজ।—বোখারি ও মোছলেম

১১৮৩। প্রঃ —মহর্রমের ১০ দিবস নিরামিষ খাদ্য খাওয়া, টুপি মাথায় না দেওয়া, খড়ম জুতা ব্যবহার না করা এবং যাহারা এই রীতিগুলিকে পালন না করে তাহাদিগকে মন্দ জানা এবং সময় পাইলে, তাহাদের নিকট হইতে জোর করিয়া টুপি খড়ম কাড়িয়া লওয়া কি?

উঃ—এই সমস্ত বেদয়াত ও নাজায়েজ রীতি, যাহারা এই সমস্ত পালন করে, তাহারা বেদয়াতি, ইহার বিপরীত মতাবলম্বিগণ ছুন্নত-অল-জামায়াত ভুক্ত, তাহাদিগকে মন্দ জানা ও তাহাদের সহিত উল্লিখিত ব্যবহার করা গোনাহ ও নাজায়েজ।

১১৮৪। প্রঃ—কেহ বলে যে, প্রচলিত কোরআন শরিফ ওছমানি কোরআন, ইহাতে রদ-বদল, ভুল-চুক ও কম-বেসী আছে। আসল ছহিফা (কোরআন) হজরত আলী (রাজি)র নিকট ছিল, উহা এখন এদেশে নাই। হজরতের এন্তেকালের পর বিরুদ্ধপক্ষ অন্যায় ভাবে হযরত আলি (রাঃ) র খেলাফত কাড়িয়া লইয়া হজরত আবুবকর

(রাঃ)কে দিয়াছিলেন, এজন্য তাহারা হজরত নবি (ছাঃ)-এর জানাজাতে শরিক হয় নাই। যখন হজরত আলি (রাঃ) হজরতকে দফন করিয়া আসিলেন, তখন হজরত আবুবকর, ওমার ও ওছমান (রাঃ) তাঁহার লাশ মোবারক গোর হইতে উঠাইতে চাহেন, কিন্তু হজরত আলি (রাঃ) উহা করিতে বাধা দেন। এই কথাগুলি সত্য কিনা? যে এইরূপ মত পোষণ করে, সে ব্যক্তি কোন্ মতাবলম্বীয় তাহার পক্ষে ছুন্নি দাবি করা কি? এইরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত?

উঃ—হজরত নবি (ছাঃ) যে কোরআন লেখকগণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, হজরত আবুবকর এবং ওছমান (রাঃ) অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলে। নবি (ছাঃ)-এর সময় সহস্রাধিক "হাফেজে কোরআন" বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তাবেয়িগণ কোরআন শিক্ষা করেন এবং এইরূপে পরবর্ত্তী হাফেজগণও উহা স্মরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কাজেই কোরআন শরিফের অবিকৃত হওয়ার কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ ইহা এক তিল বিন্দু কম বেশী হইতে পারে না। যদি হজরত আবুবকর ও ওছমান সঙ্কলিত কোরআন কিছু কম বেশী হইত, তবে সহস্রাধিক হাফেজ হজরত ওছমানের উপর দোষারোপ করিতেন এবং হজরত আলিও এই ভ্রম প্রকাশ করিয়া দিতেন। এইরূপ দাবি কতগুলি শিয়ারা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের বিচক্ষণ আলেমাদের মতে ইহা বাতীল কথা বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে

عن على انه قال من زعم ان عندنا شيا فقرؤه الا كتاب الله فقد كذب ☆

"(হজরত) আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আমাদের নিকট প্রচলিত কোরআন ব্যতীত আরও বেশী আয়াত আছে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী।"

শিযাদের তফছিরে-মাজমায়োল বায়ানে আছে—

ذكر السيد مرتفى ان القران كان على عهد رسول الله صلعم مجموعا مولفا على ماهو الان و استدل على ذلك بان القران كان يدرس ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان هتى عين على جماعة من الصحابة فى حفظهم و انهكان يعرض على النبى صلعم و يتلى و ان جماعة من الصحابة ختموا القرن على النبى صلعم عدة ختمات وكل ذلك بانتى تامل يدل على انه كان مجموعا مرتبا غير مشورو لا مثبت ذكران من خالف من الامامية و الحشوية لا يعتد بخلافهم☆

শিয়া মতাবলম্বী সৈয়দ মোরতজা উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিশ্চয় কোর-আন বর্ত্তমানে যেরূপ আছে, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামানায় সেইরূপ সংগৃহীত ছিল। ইহার প্রমান স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, কোরআনের সমস্ত অংশ সেই সময় শিক্ষা প্রদান করা হইত। এমন কি একদল ছাহাবাকে কোরআন কণ্ঠস্থ করিতে নিয়োজিত করা হইয়াছিল এবং নবি (ছাঃ)-এর নিকট উহা পেশ করা হইত এবং পাট করা হইত। একদল ছাহাবা নবি (ছাঃ) এবং সমক্ষে কয়েক খতম কোরআন শেষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারে সামান্য চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হয় যে, নিশ্চয়ই উক্ত কোরআন নিয়মিত ভাবে সংগৃহীত ছিল, উহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল না।

আরও তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন, নিশ্চয় এমামিয়া ও হাশরিয়াদিগের

মধ্যে কেহ কেহ ইহার বিপরীত মতাবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের এই বিপরীত মত অগ্রাহ্য।"

শিয়াদের 'মাছায়েবোল নাওয়াছেব' কেতাব আছে: —

قال القاضى نور الله شوشترى مانسب الى الشيعة و الا مامية بوقوع التغير فى القران ليس مما قال به جمهور الا مامية ☆

"(শিয়া) কাজি নুরোল্লাহ সুততরি বলিয়াছেন, কোরআনের পরিবর্ত্তন হওয়ায় যে মত শিয়া ও এমামিয়াদিগের উপর আরোপিত করা হয়, ইহা অধিকাংশ এমামিয়া) দিগের মত নহে।"

শিয়াদের কাফি কোলায়নির টীকা ;

قال الملا صادق فى شرح الكلينى يظهر القران بهذا الترتيب عند ظهور الا مام الثاني عشرو يشهر به ☆

(শিয়া) মোল্লা ছাদেক কোলায়নির টীকায় বলিয়াছেন, এই (প্রচলিত) কোরআন দ্বাদশ-এমামের (এমাম মাহদীর) প্রকাশিত হওয়ার সময়ও এই নিয়ম প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হইবে।"

শিয়া মোহম্মদ বেনে হাছান আপন কেতাবে লিখিয়াছেন;—

اینکه هر کسي که تتبع اخبار و تفحص تواريخ و اثار نمرده بعلم يقيني مي داند ☆قرأن در غايت اعلي درجه تواتر برده و الف صحابه حفظ و نقل مي كر دند آن در عهد رسول خدا صلعم مجموع و مولف بود☆

"যে ব্যক্তি হাদিছ, ইতিহাস ও ছাহাবাগণের মত অনুসন্ধান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি নিশ্চিত জ্ঞানে অবগত হইবে যে, কোরআন 'তাওয়াতোর' এর উচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ছাহাবা উক্ত কোরআনকে কণ্ঠস্থ ও লিপিবদ্ধ করিতেন—যাহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামানাতে সংগৃহীত ছিল।"

ছুরা হেজরে আছে:—

انا نحن نزلنا الذكرو اناله لحفظون ☆

"নিশ্চয় আমি কোরআন নাজেল করিয়াছি এবং আমি উহার রক্ষক।"

যে ব্যক্তি কোরআনের হ্রাস বৃদ্ধির দাবি করে, সে এই আয়াতের মোনকের হইয়া কাফের হইবে।

এতদ্ব্যতীত বিরুদ্ধ পক্ষ হজরত আলির খেলাফত কাড়িয়া লইয়া হজরত আবুবকর দিয়াছিলেন, ইহা বাতীল কথা, ইতিহাসে ইহার কোন প্রমাণ নাই।

শিয়াদের নহজোল-বালাগাত'-এর ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

انه بايعنى القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما
بايعوهم عليه فلم يكن لنشاهدان يختار و لا للغائب ان يرد و
انما الشورى للمهاجرين و الا نصار فان اجتمعوا على رجل و
سموه اماما كان ذلك لله رضى فان خرج عن امر هم خارج

بطعن اوبدعة ردوه الى ما خرج منه فان ابي قتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ☆

"হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সম্প্রদায় যে শর্ত্তের উপর আবুবকর, ওমার ও ওছমানের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন, আমার নিকট সেই সম্প্রদায় সেই শর্ত্তের সহিত বয়য়ত করিয়াছেন, কাজেই উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে অন্যাকে মনোনীত করার এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উহা রদ করার অধিকার নাই। মোহাজের ও আনছার সম্প্রদায়ের উপর পরামর্শ করিয়া মীমাংসার ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। যদি তাঁহারা সম্মিলিত মতামত অনুসারে কোন ব্যক্তিকে এমাম নামে অভিহিত করেন, তাহাতে আল্লাহতায়ালার সম্মতি আছে। যদি কেহ দোষারোপ করতঃ কিম্বা বেদয়াত মত অবলম্বন করতঃ তাহাদের হুকুম হইতে বাহির হইয়া যায়, যে স্থান হইতে সে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও। যদি সে অস্বীকার করে, তবে সে মুছলমান দিগের পথের বিপরীত পথের অনুসরণ করার জন্য তাহার সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

ইহাতে বুঝা যায় হজরত আবুবকর, ওমর ও ওছমানের খেলাফত সত্য।

শিয়াদের নহজোল-বালাগতের টীকার ৬১৮ পৃষ্ঠায় এবনে—আবিল-হাদিদ হইতে লিখিয়াছেন;—

لما مرض رسول الله مرضه الذى مات فيه اتاه بلال يؤ ذنه بالصلاة (الى) فقال مروا ابابكر فليصل بالناس ☆

যখন হজরত রাছুল (সঃ) অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার নিকট বেলাল আসিয়া নামাজের আজান দিলেন, তখন হজরত

বলিলেন, তোমরা আবুবকরকে হুকুম কর যেন তিনি লোকদিগকে নামাজ পড়াইয়া দেন।"

যদি হজরত আলি (রাঃ) প্রথম খেলাফতের হকদার হইতেন, তবে হজরত তাঁহাকে নামাজের এমাম হইতে আদেশ দিল না কেন?

আরও ৬/১৯ পৃষ্ঠা ;—

قال علی و الزبیر ما غضبنا الا في المشورة انا لنری ابا بکر احق الناس بها انه لصاحب الغار ثاني اثنین و انا لنعرف له سنه و لقدامره رسول الله صلعم امالصلاة وهو حي ☆

"আলি ও জোবাএর বলিয়াছেন, (আমাদিগকে) পরামর্শ সভাতে শরিক করা হয় নাই, এতে হেতু আমরা রাগান্বিত হইয়াছিলাম, নিশ্চয় আমরা আবুবকরকে লোকদের মধ্যে খেলাফতের সমধিক উপযুক্ত ধারনা করিয়া থাকি। তিনিই নবি (ছাঃ) এর (ছওর) গর্ত্তের সহচর দুইজনের দ্বিতীয়। আরও আমরা তাঁহার বয়োবৃদ্ধির কথা জানি। নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিতবস্থায় তাঁহাকেই নামাজের এমামতে আদেশ দিয়াছিলেন।"

আরও ১৬ পৃষ্ঠা;—

لما بویع ابو بکر جاء ابو سفیان الی علي فقال اغلبکم علي هذا الامر اذل بیت من قریش و اقلها اما و الله لئن شئت للمعلأ تها علي ابي فضیل خیال و رجلا و لا سیدنها علیه من اقطار ها

فقال على يا ابا سفيان طالما كدت الاسلام و اهلها فما ضررتهم شيأ امسك عليك فانا راينا ابا بكر لها اهلا ☆

"যে সময় আবুবকরের নিকট বয়য়ত করা হইয়াছিল, সেই সময় আবু ছুফইয়ান আলির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, কোরাএশ দিগের মধ্যে বংশে সমধিক হীন ও সংখ্যায় অল্প এরূপ ব্যক্তি এই খেলাফত কার্য্যে তোমাদের উপর প্রবল হইয়া পড়িল! খোদার কছম, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি আবুবকরের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা ময়দান পূর্ণ করিয়া দিতে পারি। এবং উহাকে চারিদিক হইতে অবরুদ্ধ করিতে পারি। ইহাতে আলি বলিলেন, হে আবু ছুফইয়ান, তুমি অনেক সময় ইছলাম ও মুছলমানদিগের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছ, কিন্তু তুমি তাহাদের কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পার নাই। তুমি তোমার সংকল্প হইতে বিরত থাক, কেননা আমরা আবুবকরকে যোগ্য ধারনা করি।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত আবুবকর খেলাফতের যোগ্যতম ছিলেন, এই হেতু সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাঁহাকেই খলিফা স্থির করা হইয়াছিল, অন্যায় ভাবে উহা করা হয় নাই। যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত মত পোষণ করে, সে ব্যক্তি এক নম্বর শিয়া, ইহার বিস্তারিত প্রতিবাদ জানার জন্যমৎপ্রণীত "রদ্দে শিয়া" কেতাব পাঠ করুন।

হজরত আবুবকর নবি (ছাঃ) এর জানাজাতে শরিক হন নাই, ইহা একেবারে বাতীল কথা, ইহা ইতিহাসের বিপরীত মত।

তারিখে এবনো-জরির তাবারি, ৩।১০৫ পৃষ্ঠা;—

"নবি (ছাঃ) এর লাশকে তাঁহার গৃহে তক্তার উপর স্থাপন করা হইল, মুছলমানগণ ইহাতে মতভেদ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিতে লাগিল যে, আমরা তাঁহাকে মছজেদে দফন করিব। আর কেহ বলিতে লাগিল যে, তাঁহার ছাহাবাগণের সঙ্গে দখল করিব। ইহাতে হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, আমি নবি (ছাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে,

কোন নবী যে স্থানে এন্তেকাল করেন. সেই স্থানে তাহাকে দফন করিতে হইবে। তখন হজরতের শয্য স্থানান্তরিত করা হইল, উহার নীচে গোর খনন করা হইল। লোকের দলে দলে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার জানাজা পড়িতে ছিলেন, পুরুষদের জানাজা পড়া শেষ হইলে, স্ত্রীলোকেরা জানাজা পড়িতে লাগিল। তাহাদের জানাজা শেষ হইলে, নামালেগেরা আসিয়া জানাজা পড়িতে লাগিল, তাহাদের জানাজা শেষ হইলে গোলামেরা জানাজা পড়িতে লাগিল। তাহাদের জানাজাতে কেহ এমামতি করে নাই। তৎপরে বুধবারের মধ্য রাত্রে তাঁহাকে দফন করা হইল।"

যদি হজরত আবুবকর জানাজা না পড়িত, তবে নিশ্চয় উল্লেখ থাকিত. হজরত আবুবকর, ওমার ও ওছমানের হজরতের লাশ মোবারক উঠাইবার কথা একেবারে বাতীল।

১১৮৫। প্রঃ—যে ব্যক্তি নিজের মুরিদগণকে চারিটি প্রশ্নের বিষয়গুলি শিক্ষা দেয় এবং নিজেও করে, বেগানা স্ত্রীলোকদের খেদমত লয়, গ্রামোফোনের রেকর্ড দ্বারা কোরআন শরীফ পাঠ করাইয়া থাকে, সঙ্গীত করাইয়া থাকে এবং মুরিদগণকে বলে, এই সমস্ত কার্য্য শরীয়তের দুরস্ত নাই, কিন্তু তরিকত কিম্বা মারেফাতে দুরস্ত কার্য্য শরীয়তে দুরস্ত নাই, কিন্তু তরিকত কিম্বা মারেফাতে দুরস্ত আছে, তোমরা ইহা কর, এই জন্য দোজখে যাইতে হইলে, আমার পিতা, মাতা, দাদা ও আমি প্রথমেই যাইব। কোন পীর ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ কথা বলা দুরস্ত হইবে কিনা? এইরূপ ব্যক্তি ওলিপীর হইতে পারে কিনা?

উঃ—যে ব্যক্তি নিজের মুরিদগণকে উল্লিখিত কার্য্যগুলি শিক্ষা দেয় এবং নিজেও করে; যে ব্যক্তি শক্ত রাফিজি, শিয়া বেদয়াতি। বেগানা স্ত্রীলোকদের খেদমত লওয়া হারাম। গ্রামোফোনের রেকর্ড দ্বারা কোরআন পাঠ করাইলে ও মিলাদ পাঠ করাইলে, কোরআন ও রাছুলকে অবমাননা করা হইবে। ইহা কাফেরি কার্য্য, এতৎসম্বন্ধে

হিন্দুস্তানের মুফতিগণের ফৎওয়া এই ছুন্নত-অল-জামায়াতে মুদ্রিত হইয়াছে। সঙ্গীত করাও হারাম। কোন পীর'ত এরূপ কথা বলিতে পারেন না। একজন ইমানদার ব্যক্তিও ইহা বলিতে পারে না এইরূপ লোক পীর ওলি কিছুই হইতে পারে না। এইরূপ লোককে তওবা করা ও নুতন করিয়া ইমান আনা ওয়াজেব।

১১৮৬। প্রঃ—দেওবন্দ মাদ্রাছা অহাবিদের নাকি? মৌলানা আশরাফ আলি থানাবী, মৌঃ রসিদ আহমদ গাঙ্গুহি, মৌঃ সৈয়দ আহমদ বেরেলবী, মৌঃ কাছেম, মৌঃ খলিলোর রহমান, মৌঃ কারামত আলি জৌনপূরী, মৌঃ এছমাইল শহিদ — সাহেবগণ অহাবি, কিম্বা ছুন্নি? অহাবিদিগের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং তাহাদের চিহ্ন কি?

উঃ—দেওবন্দ মাদ্রাছা অহাবিদিগের মাদ্রাছা নহে। যাহারা মজহাব অমান্য করিয়া থাকে, এমামগণের মজহাব মান্য করা শেরক বলে, তাহারা অহাবি। উল্লিখিত আলেমগণ কেহই এই শ্রেণীভুক্ত নহেন। মাওলানা এছমাইল শহিদ প্রথমে অহাবি ছিলেন, সেই সময় তিনি তন্‌বিরোল-আএনাএন ইত্যাদি কেতাবে লিখিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি হজরত সৈয়দ আহমদ মোজাদ্দেদে-বেরেলবি (রঃ) এর নিকট মুরিদ হইয়া তরিকতপন্থি হন এবং তাঁহার উপদেশ মতে তিনি অহাবি মত পরিত্যাগ করতঃ হানাফি হইয়াছিলেন। মাওলানা করামত আলি জৌনপুরী সাহেব খাঁটী ছুন্নি ছিলেন, তিনি মজহাব অমান্যকারী অহাবিদের সহিত লেখনী-যুদ্ধ করিতে করিতে জীবন লীলা সম্বরন করিয়া গিয়াছেন। দেওবন্দী মাওলানাগণের সহিত আমাদের কয়েকটি ফরুহাত মছলা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, আমারা মিলাদ শরিফের কেয়াম, মোস্তাহাব বলি, তাঁহারা নাজায়েজ হারাম ও শেরক বলেন। আমরা আখেরে-জোহর পড়িয়া থাকি, তাহারা উহা পড়িতে নিষেধ করিয়া থাকেন। আমরা কাপেযারের অর্থ দ্বারা মছজেদ প্রস্তুত করা নাজায়েজ বলি, তাঁহারা উহা জায়েজ বলেন। মাওলানা রসিদ আহমদ

গাঙ্গুহি অহাবিদের প্রশংসা করিয়াছেন, আমরা তাহাদিকে বেদয়াতি জানি। মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহেব হেফজোল ইমানের ৮ পৃষ্ঠায় জায়েদ, ওমর, বলক, উম্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের এলেমের সহিত হজরত নবি (ছাঃ) এর এলেমের তুলনা দিয়াছেন।

মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি সাহেব ফাতাওয়ায় মিলাদ শরিফের ১৩ পৃষ্ঠায় নবি (ছাঃ) এর মিলাদ শরিফকে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ করার সহিত তুলনা দিয়াছেন। মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেব বারাহিনে-কাতেয়া'র ৫১ পৃষ্ঠায় শয়তানের এলম নবি (ছাঃ) এর এলম অপেক্ষা। অধিকতর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ আরও কতিপয় মছলাতে তাঁহারা দুনইয়ার বিরাট ছুন্নী আলেমদের বিপরীত মত ধারণ করিয়াছেন, এজন্য হয়ত হিন্দুস্তানের একদল আলেম তাহাদের উপর কাফেরি ফৎওয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

আমরা বলি, মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি আছে, তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক মছলাগুলির উপর আমরা আমল করিব না, কিন্তু তাহাদিগকে কাফের, অহাবি ইত্যাদি বলিয়া নিজের রসনাকে কলুষিত করা উচিত নহে।

আহাবিদিগের উৎপত্তি নজদ হইতে হইয়াছে। মেশকাতের ৫৮২ পৃষ্ঠাতে ছহিহ, বোখারি হইতে এই হাদিছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

قالو يا رسول الله وفى نجدنا قال فى الثالثة هناك الزلازل و الفتن وبها يطلع قرن الشيطان ☆

তাহারা বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ আমাদের নজদের জন্য দোয়া করুন। হজরত তৃতীয় বারে বলিলেন, তথায় ভূমিকম্প এবং বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং তথায় শয়তানের শিং উদয় হইবে।"

শামি, ৩।৪২৭।৪২৮ পৃষ্ঠা;—

আবদুল অহাব নজদির দলকে অহাবি বলা হয়, তাহারা ছুন্নত-অল জামায়াতকে কাফের বলে এবং তাহাদিগকে হত্যা করা হালাল জানে।

বর্ত্তমান হেজাজের সুলতান আবদুল আজিজ এবনো ছউদ অহাবী নহেন, অবশ্য তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে কতক অহাবী ও কতক হাম্বলী আছে। স্বয়ং সুলতান আবদুল আজিজ এবনে ছউদ হাম্বলী—মতাবলম্বী। তিনি 'ওম্মোল কোরা' নামক তাঁহার সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন;—

ان ابا حنيفة على حق و ان الشافعى علي حق و ان مالكا على حق و ان احمد بن حنبل علي حق و انا اختار راى احمد بن حنبل رح ☆

"নিশ্চয় আবু হানিফা সত্যের উপর আছেন, নিশ্চয় শাফেরি সত্যের উপর আছেন, নিশ্চয় মালেক সত্যের উপর আছেন এবং নিশ্চয় আহমদ বেনে হাম্বল সত্যের উপর আছেন, আর আমি আহমদ বেনে হাম্বলের মত অবলম্বন করিয়া থাকি।

সুলতান আবদুল আজিজ এবনে ছউদ যখন হেজাজ অধিকার করেন, সেই সময় জেদ্দার প্রতিনিধিকে সুলতান এবনো ছউদের মজহাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, ইহাতে তিনি বলেন যে, তিনি হাম্বলী মজহাবালম্বী। সেই সময়কার মোহাম্মদী সপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ও মৌলবী আবদুল্লাহেল কাফি সাহেবের অধুনালুপ্ত সত্যগ্রাহী সংবাদপত্রে তাহার হাম্বলী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। পুরাতন ফাইল চেষ্টা করিলে, ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

১১৮৭। প্রঃ—মৌলনা আহমদ রেজা খান সাহেব কেমন লোক ছিলেন, তাঁহার মাদ্রাছাতে পড়া কি?

উঃ—তিনি অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন, তিনি মিলাদের কেয়াম জায়েজ বলিতেন, আমাদের অনেক মতের সহিত তাঁহার মতের মিল ছিল তাঁহার শাগ্‌রেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন, দেওবন্দীদিগের কতক আলেমকে তিনি কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাঁহার এই ফৎওয়ার প্রতি আমল করি না। আমরা দেওবন্দী—আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতেহাদী ভ্রমের তুল্য ধারণা করি।

১১৮৮। প্রঃ—কবর পোখ্‌তা করা কি?

উঃ—গোর হেফাজতের জন্য উহার চারিদিকে পোখতা প্রাচীর করিয়া দেওয়াতে দোষ নাই। মূল গোরটী পোখতা করা এবং উপরি অংশে ছাদ বানান সৌন্দর্য্যের জন্য হারাম হইবে, মজবুতের জন্য মকরুহ হইবে। দাফনের পুর্ব্বে উহা বানাইলে, দোষ হইবে না। ইহা এমদাদে আছে। জামেয়োল-ফাতাওয়া হইতে এহকামে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, মৃত ব্যক্তি আলেম, পীর বোজর্গ ও সৈয়দ হইলে, তাঁহার কবর পোখতা করাতে দোষ নাই—শাঃ ১।৮৩৯;

১১৮৯। প্রঃ—চাউলের গুঁড়া ও কলা দ্বারা শনিবারে শনির শিন্নি করা কি?

উঃ—ইহা হারাম ও শেরক।

১১৯০। প্রঃ—কোন জিনিষ হারাইয়া গেলে, তিল্লাতের মেলা হয়, এক পয়সার পান সুপারী, এক পয়সার তৈল, আর এক পয়সার পান সুপারী, এক পয়সার তৈল, আর এক পয়সার গাঁজা হইলে, তিল্লাতের মেলা হয়। 'সাধুরে ভাই' এই ভাবের গান বাদ্য দ্বারা মেলা সম্পাদন করা হয়। কেহ এইরূপ কার্য্য নিষেধ করিলে, বলে, ইহা তিন লক্ষ পীরের মেলা। নিষেধকারী বলেন ইহা শ্রীকৃষ্ণের মেলা। এই তিল্লাতের মেলা করা কি? নিষেধকারীর কথা সত্য কি না?

উঃ—এই রূপ মেলা শ্রীকৃষ্ণের খেলা হউক, আর নাই হউক,

হারাম ও নাজায়েজ মেলা, এইরূপ মেলাতে উপস্থিত হওয়া নাজায়েজ।

১১৯১। প্রঃ—স্ত্রীলোকের গর্ভকালে গাজির গানের পালা মানশা করে, পরে গান বাদ্য ও নাচ দ্বারা ইহা সম্পাদন করা হয়, ইহা কি?

উঃ—ইহা হারাম ও নাজায়েজ।

১১৯২। প্রঃ—জিয়াফত, উরছ ইত্যাদিতে খাওয়ার সামগ্রী কেহ কেহ সম্মুখে আনিয়া, কেহ না আনিয়া ফাতেহা ছুরার দ্বারা ফাতেহা খানির পর খাওয়া আরম্ভ করে, এই ফাতেহা পড়া কি? জখিরায় কারামতে এসম্বন্ধে কি লেখা হইয়াছে?

উঃ—খাদ্য সামগ্রী-সম্মুখে বলিয়া ছুরা ফাতেহা পড়িয়া হাত উঠাইয়া দোয়া করা মকরুহ, ইহা জখিরায় কারামতের ২৬৪ পৃষ্ঠায় আছে। শাওয়ারেকে-মক্কিয়ার ৩০ পৃষ্ঠায় উহা মন্দ বেদয়াত বলা হইয়াছে।

মেয়াতো-মাছায়েলের ৮৫-৮৭ পৃষ্ঠায় উহা বেদয়াত ও মকরুহ লিখিত হইয়াছে।

জাদোল-আখেরাতের ১৯৫ পৃষ্ঠায় রাছমি ফাতেহাকে বেদয়াতে-ছাইয়েয়া বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

১১৯৩। প্রঃ—হিন্দুকে হিন্দু ধর্ম্মে রাখিয়া মুরিদ করা এবং তাহার দান খয়রাত গ্রহণ করা ও তাহাকে জিয়াফত খাওয়ান দাওয়াত দেওয়া কি?

এইরূপ মুরিদ করা বাতীল, অবশিষ্ট কার্য্যগুলি মকরুহ ও নিষিদ্ধ।

১১৯৪ প্রঃ—কোন ৬০।৭০ বৎসর বয়স্ক পীরকে বাড়ীর ভিতরে স্থান দিয়া নিজের যুবতী স্ত্রী বা কন্যা দারা তাহার গোছল করান ও পায়ে তেল মাখান জায়েজ কি না?

উঃ—হারাম।

১১৯৫। কোন পীর সাহেব সম্পূর্ণ রাত্রি কেবল গজল পাঠে লোককে মাতাইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিলে এবং সংসারের আবশ্যকীয় কার্য্যগুলি বুলাইয়া কেবল দরবেশী শিক্ষা দিলে, গোনাহগার হইবে কি না?

উঃ—রাগ রাগিনী সহ গজল পাঠ নাজায়েজ। বিনা রাগ রাগিনী 'ছামা'। কয়েকটি শর্ত্ত জায়েজ হইলেও বর্ত্তমান জামানাতে উক্ত শর্ত্তগুলি পাওয়া যায় না, এইহেতু নাজায়েজ। সংসার নষ্ট করিয়া কেবল দরবেশী শিক্ষা দেওয়া

এই হাদিছের বিপরীত হওয়ায় নাজায়েজ।

১১৯৬। প্রঃ — মুছলমানদিগের একতা বৃদ্ধি না করিয়া নষ্ট করা কি?

উঃ—মছলমানদিগের একটা নষ্ট করা কোরআন ও হাদিছের হুকুম অনুসারে হারাম ও নাজায়েজ।

১১৯৭। প্রঃ—ইংরাজি ও বাংলা স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা এবং মাদ্রাছা স্থাপন ও পরিচালনের মধ্যে প্রভেদ কি?

উঃ—ইংরাজি ও বাংলা স্কুল দুনইয়াবী হিসাবে জরুরি হইলে মাদ্রাছা স্থাপন অতি মহান কার্য্য, ইহাতে অসীম ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে।

১১৯৮। প্রঃ—লীগে যোগদান করা কি রূপ?

উঃ—জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে গেলে লীগে যোগদান করা জরুরি।

১১৯৯। প্রঃ—মৌ আকরাম খাঁ সাহেব কোন্ মতাবলম্বী? তাঁহার লিখিত ছুরা বাকারা ও আল এমরাণ তফছির কিরূপ?

উঃ—তিনি আহলে হাদিছ (মজাহাব বিদ্বেষী) হইলেও এখন তিনি নেচারি ও কাদিয়ানি হইয়া গিয়াছেন, যদিও ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রবর্ত্তিত মোহাম্মদী কাগজে কাদিয়ানির বিরুদ্ধে অনেক কিছু লেখা হইয়াছিল,

কিন্তু এখন দেখছি, তিনি কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলীর লিখিত অনেক মতের অনুসরণ করিয়াছেন, কাজেই এখন তাঁহাকে কাদিয়ানি বলা সঙ্গত, কেননা তিনি দুনইয়ার ছুন্নত-অল-জামায়াতের তফছির, এমন কি অহাবি আলেমদের লিখিত তফছির করতঃ একমাত্র মিঃ মোহাম্মদ আলি কাদিয়ানির মতকে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। খোদা চাহেন'ত অতি সত্বর তাঁহার কাদিয়ানি মত সমর্থন করার প্রমাণ এই মাসিকে প্রমাণ করিব। কোন খাঁটি ছুন্নত অল-জামায়াতের লোক তাঁহার লিখিত তফছিরের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

১২০০। প্রঃ—আবুশাহমা কে? হজরত ওমার (রাঃ) নাকি তাহার উপর ব্যভিচারের হদ জারি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া ছিলেন, ইহা সত্য কি না?

উঃ—তারিখোল-খমিছের ২।২৮১।২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ইহার নাম আবদুর রহমান আওছাত, ইনি হজরত ওমারের পুত্র। দয়লমিতে তাঁহার জেনা করার ও হজরত ওমারের আদেশে তাঁহার কোড়া খাইয়া মরিবার ঘটনা লিখিত আছে। উহার ২৮১ পৃষ্ঠায় আছে, তিনি মিশরে সুরা পান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তথাকার শাসন কর্ত্তা হজরত আমর বেনেল আছ তাহার উপর হদ জারি করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন তিনি মদিনাতে উপস্থিত হন, তখন স্বয়ং হজরত ওমার তাহার উপর দ্বিতীয়বার শরাব খাওয়ার হদ জারি করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখেন, ইহাতে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, এই পীড়ায় তিন এন্তেকাল করেন।

এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি 'এছাবা' কেতাবের ২।৪১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

হজরত ওমারের এক পুত্রের নাম ছিল বড় আবদুর রহমান, ইনি হজরত হত্রিছা ও আবদুল্লার সহদর ভাই ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রে নাম মধ্যম আবদুর রহমান, ইহার কুনইয়াতি নাম আবু শাহমা, তৃতীয় পুত্রের নাম ছোট আবদুর রহমান। সুরা পানের জন্য মিশরে তাহার

উপর হদ জারি করা হইয়াছিল।

আরও এমাম এবনে-হাজার অস্কোলানি এ ছাবার ৪।১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

আবুশাহমা হজরত ওমারের পুত্র, অতি জইফ ছনদে আসিয়াছে যে, জেনার হদ জারি করার তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন। জাওমকানি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

আল্লামা এবনো-আছির জজরি 'ওছুদোল গাবার ৩।২১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

আবুশাহমা মিশরে সুরা পান করার জন্য আমর বেনেল আছ তাহার উপর হদ জারি করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি তাহাকে মদিনা শরিফে লইয়া যান, পরে ওমার বেনেল-খাত্তার আদবের জন্য দ্বিতীয়বার উপর তাহার হদ জারি করেন। ইহাতে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন, ইহার একমাস পরে তিনি এন্তেকাল করেন। ইহা মোয়াম্মার জুহরি হইতে, তিনি ছালেম হইতে, তিনি আবদুল্লাহ হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন। এরাকিরা বলেন, তিনি (জেনার জন্য) কোড়া খাইয়া মারা গিয়াছিলেন, ইহা ভ্রান্তিমূলক কথা।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, আবুশাহমার জেনার কথা এবং তজন্য কোড়া খাইয়া মরার কথা একেবারে বাতীল।

১২০১। প্রঃ—খ্রীষ্টান পাদরী গোল্ডসেক সাহেব ছুরা নেছার আয়তের টীকায় কোরআন অনুবাদের ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

কোরআনের এই ব্যবস্থা অদ্য পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে এবং তাহারা এখনও চারটি পর্য্যন্ত স্ত্রী রাখিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই ব্যবস্থাটি সেই সময়ের জন্য একটি সংস্কার বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর পক্ষে একটি কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এছলাম সমাজের এই কলঙ্কের কোন প্রতিকার হইতে পারে না? ইহার উত্তর কি?

আমাদের উত্তর ঃ—

(১) কতক ক্ষেত্রে স্ত্রী পীড়িত হইয়া এরূপ শয্যাশায়িতা হইয়া পড়ে যে, তাহার পক্ষে স্বামী সঙ্গম করার ও সংসার পরিচালনা করার শক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় নেকাহ করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

(২) কতক স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হওয়ার সন্তানের আশা রহিত হইয়া যায়, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় নেকাহ করার আবশ্যকতা আছে।

উভয় ক্ষেত্রে যদি প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়, তবে নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যবহার করা হইবে। শরিয়ত ও বিশুদ্ধ বিবেক এইরূপ ব্যবস্থা দিতে পারে না।

(৩) গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে দশ পাঁচটি সন্তান প্রসব করাতে স্ত্রীলোক বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, পক্ষান্তরে পুরুষদের ঐ সময়ে পূর্ণ যৌবন ও বলবীর্য অটুট থাকে। যদি এই সময়ে তাহা দিগকে সেই বৃদ্ধ স্ত্রীকে লইয়া কালযাপন করার হুকুম দেওয়া হয়, তবে সহজ শরিয়তকে কঠিন শরিয়তে পরিণত করিয়া ফেলিতে হয়।

(৪) স্ত্রীলোকের হায়েজ, নেফাছ, গর্ভ ও সন্তানকে দুগ্ধ পান করালে শক্তিশালী পুরুষদের কামরিপু চরিতার্থ করার সুযোগ ঘটে না, বিশেষতঃ গরম দেশের লোকের পক্ষে যাহারা এক দিবসও বিনা স্ত্রী সঙ্গমে শান্তিলাভ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে হারাম কারীর পক্ষে এত কাঠোর নিষেধাজ্ঞা যে, কোন স্ত্রীলোককে কুনজরে দেখিলে স্পর্শ করিলে ও নির্জন তাহার সঙ্গে আলাপ করিলে দুনইয়ার শাস্তি ও আখেরাতের আজাব ভোগ করিতে হইবে, এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক স্ত্রী লইয়া আজীবন কালযাপন করার ব্যবস্থা দেওয়া খোদায়ি হেকমতের বিপরীত।

(৫) মানুষ্যের বংশ বৃদ্ধির জন্য স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইউরোপে পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা অধিক,

বিশেষতঃ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, পুরুষদের সংখ্যা খুব কমিয়া যায়। এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য যে, কি উপায়ে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি সম্ভব হইবে? অতিরিক্ত স্ত্রীলোকদের ভরণ পোষণ ও সতীত্ব রক্ষারই বা কি উপায় হইবে? কোন কোন দেশে ব্যভিচার করা আইন সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, বরং বিহাহ ও ব্যভিচারকে একই পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ইছলাম স্ত্রীলোকের সম্মান ও সতীত্বের রক্ষক, এইহেতু ইসলাম স্ত্রীলোকদের পক্ষে দেহ দান বা সতীত্ব বিক্রয় করা সমর্থন করিতে পারে না। ইছলাম একাধিক বিবাহ সমর্থন করিয়া সমস্ত জটীল সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে। ইউরোপে একাধিক বিবাহ অস্বীকার করিয়া থাকে, কাজেই তাহাদের পক্ষে বংশ বৃদ্ধির উপায় একাধিক বিবাহ ব্যতীত আর কি হইবে?

অবশ্য ব্যভিচার করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে অনুমতি দিলে, ইহা একেত সমাজ ও জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক, পক্ষান্তরে ইহা মাতৃজাতির পক্ষে অত্যন্ত অবমাননা ও লাঞ্ছনায় বিষয়। এতদ্বারা যে সন্তান সন্ততি পয়দা হইয়া থাকে, তাহাদের তত্ত্বাবধানকারী না থাকায় বহু ক্ষেত্রে তাহারা বয়ঃ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে জীবন-লীলা সাঙ্গ করিয়া ফেলে এই হেতু ইউরোপের বুদ্ধিমান সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কোন কোন সময় ক্ষেত্র বিশেষ একাধিক বিবাহ জাতির পক্ষে অপরিহায্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। গোল্ডসেক সাহেব যে একাধিক বিবাহকে ইছলামের কলঙ্ক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসার উক্তি এবং ভ্রান্ত যুক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইসলামের একাধিক বিবাহ ব্যবস্থাটী খোদার পক্ষ হইতে অবতারিত ব্যবস্থা হওয়া সপ্রমাণ হইতেছে, কেননা, দুনইবার কোন এলহামি কেতাবে একাধিক বিবাহ নাজায়েজ হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যেক জাতির প্রধান প্রধান পবিত্র ও বোজর্গ লোকদের দ্বারা এইরূপ কার্য্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হজরত এবরাহিম, ইয়াকুব, দাউদ ও ছোলায়মান (আঃ)

একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলে।

হজরত এররাহিম (ছাঃ)-এর ছারা হাজেরা ও কুটবা এই তিন স্ত্রী ছিল। আদি পুস্তক ১১ অঃ ২৯ পদ-শাদ আঃ) ১৬ অঃ ৩ পদ-শাদ ও ২৫ অঃ ১ পদ দ্রষ্টব্য।

হজরত ইয়াকুব (আঃ)-এর লেয়া রহিল, বিলহা ও সিল্লা এই চারি স্ত্রী ছিল আদি পুস্ত ২৯ ৩০ অঃ

হজরত দাউদ (আঃ) এর ১০০ স্ত্রী থাকার কথা কোরআন শরিফের ছুরা পদ-শাদ এর এক আয়তে আছে। ২য় শামূয়েলের ১২ অধ্যায়ে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে

হজরত ছোলায়মান (আঃ)-এর ৭শত স্ত্রী ও ৩ শত দাসী ছিল। প্রথম রাজাবলী, ১১ অঃ, ৩ পদ।

১২০২। প্রঃ— জারজ সন্তান আলেম হইলে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—অবাধে জায়েজ।—শামী।

১২০৩। প্রঃ—হারামজাদা ও হারামজাদী বলিয়া কাহাকেও গালী দেওয়া কি?

উঃ— অর্থাৎ মুছলমানকে গালি দেওয়া ফাছিকি কার্য্য ইহা হাদিছ। এক্ষেত্রে তাহাকে তওবা করিতে হইবে এবং তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লইতে হইবে।

১২০৪। প্রঃ— অজু করিয়া কপালের পানি মুছিয়া ফেলা মকরুহ তহরিমি বলিয়া মকছুদোল মো'মেনিন কেতাবে কাজি খানের বরাতে লেখা আছে. ইহা সত্য কি না?

উঃ—ইহা বাতীল কথা আলমগিরিতে আছে, ওজু র পরে রুমাল দ্বারা মুখ মুছিয়া ফেলা কোন দোষ নাই। ইহা তবইন কেতাবে আছে। কাজিখানে আছে, ওজু ও গোছলের পরে রুমাল দ্বারা মুছিয়া

ফেলাতে দোষ নাই, কেননা নবি (ছাঃ) ইহা করিতেন। কেহ কেহ উহা মকরুহ বলিয়াছেন, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই ছহিহ, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবে না, যেন ওজুর চিহ্ন বাকী থাকে।

১২০৫। প্রঃ — স্ত্রীলোক সুস্থ অবস্থাতে দাঁড়াইয়া নামাজ না পড়িলে, তাঁহার নামাজ কি হইবে?

উঃ—ফরজ ওয়াজেব বসিয়া পড়িলে, তাহাদের নামাজ নষ্ট হইবে।

১২০৬। প্রঃ—উচ্চস্বরে খুব মিষ্ট সুরে দরুদ শরীফ পাঠ করা কি?

উঃ—রাগরাগিনী সহ পড়া নাজায়েজ, অতিরিক্ত উচ্চ স্বরে উহা পড়া নিষিদ্ধ।

১২০৭। প্রঃ—মিলাদের কেয়াম কি?

উঃ—মোস্তাহাব, ইহার দলীল কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাছে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে।

১২০৮। প্রঃ—আখেরি জোহর পড়া কি?

উঃ—যে স্থানে এক শহরে একাধিক জুমা হয়, কিম্বা শহর হওয়াতে সন্দেহ আছে, তথায় উহা ওয়াজেব, আর না হইলে, উহা মোস্তাহাব হইবে।—শামি।

১২০৯। প্রঃ— কি কি কার্য্যে স্ত্রী তালাক হয়? গান বাজনাতে চাঁদা দেওয়া ও সাহাযা করা কি? নেকাহ দোহরাইতে হইলে, কিরূপে দোহরাইবে?

উঃ—শেরক কোফর করিলে, নেকাহ ফছখ হয়। গান বাজনা ভাল জানিয়া উহা করিলে, কাফের হইতে হয়, এই অবস্থাতে নেকাহ ফছহ হয়, দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে কিছু মোহর স্থির করিয়া নেকাহ দোহরাইয়া লইতে হইবে।

১২১০। প্রঃ লা-মজহাবিদের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—আমাদের দেশের অহাবিগণ মোসাব্বেহ' ও মোজাচ্ছেমা ইহারা খোদার অবয়ব, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি স্বীকার করে, এইরূপ লোকদের পশ্চাতে নামাম নাজায়েজ। — শাঃ

১২১১। প্রঃ—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কোন কোন্ নবী কিরূপে পড়িতেন?

উঃ—শরহে মোছনাদে এমাম রাফেয়ি হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত আদম (আঃ) ফজরের নামাজ, হজরত দাউদ (আঃ) জোহরের নামাজ, হজরত ছোলায়মান (আঃ) আছরের নামাজ, হজরত ইয়াকুব (আঃ) মগরের নামাজ ও হজরত ইউনেছ (আঃ) এশার নামাজ পড়িয়াছিলেন।

অন্যান্য কেতাবে দেখা যায় যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) জোহর, হজরত ইউনোছ (আঃ) এশা পড়িয়াছিলেন।

ইহার অর্থ ইহা নহে যে, তাঁহারা কেবল এক এক ওয়াক্ত নামাজ পড়িতেন, বরং বড় বড় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া উপরোক্ত সময় শুকরিয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন।

তাঁহারা তাঁহাদের শরিয়ত অনুযায়ী নমায পড়িতেন, সেই সেই নামাজগুলির ব্যবস্থা কোরআন ও হাদিছে উল্লিখিত হয় নাই।

১২১২। প্রঃ—শালীর সহিত ব্যভিচার করিলে স্ত্রী তালাক হইবে কি না? এইরূপ লোকের শাস্তি কি? তাহার সঙ্গে সমাজ করা কি?

উঃ—স্ত্রী তালাক হইবে না। এইরূপ লোককে সমাজে আবদ্ধ রাখিতে হইবে, কিছুকাল এইরূপ শাস্তি দেওয়ার পরে তওবা করাইয়া সমাজে লইতে পারে।

১২১৩। প্রঃ—যদি কেহ ক্রোধে পড়িয়া স্ত্রীকে বলে, তোমাকে ছাড়িয়া দিব কি দিলাম, তবে কি হইবে?

উঃ—'ছাড়িয়া দিব' বলিলে, তালাক হয় না, একবার ছাড়িয়া দিলাম, বলিলে, তালাক বায়েন হইয়া যাইবে। নেকাহ নষ্ট হইয়া যাইবে। নেকাহ দোহরাইয়া লইতে পারিবে।

১২১৮। প্রঃ—দরিদ্রতা হেতু জীবনের দায়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রিলিফের টাকা সুদ দিয়া কর্জ্জ কি হইবে?

উঃ—জীবন রক্ষার জন্য লইলে, ক্ষমার পাত্র হইবে। এইরূপ অবস্থাতে মৃত পশু খাওয়া হালাহ হইয়া থাকে।

১২১৫। প্রঃ—হায়েজ, নেফাছ ও গর্ভ অবস্থায় কোন স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায় কি না? জায়েজ হইলে, এদ্দত কি হইবে?

উঃ—হায়েজ ও নেফাছ অবস্থাতে তালাক দিলে, বেদয়াত তালাক হইবে, যদি তিন তালাক একসঙ্গে দিয়া থাকে তিন তালাক হইয়া যাইবে, কিন্তু লোকটি গোনাহগার হইবে।

আর এক তালাক রাজয়ি দিয়া থাকিলে, রুজু করা ওয়াজেব হইবে, তৎপরে পাক হইলে, ইচ্ছা হয় তাহাকে তালাক দিতে পারে, আর ইচ্ছা হয় তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখিয়া দিতে পারে। গর্ভবস্থাতে তালাক দিলে, কোন দোষ হইবে না।

হায়েজ ও নেফাছ অবস্থাতে তালাক বায়েন দিলে, উপস্থিত হায়েজ ব্যতীত আরও হায়েজ পর্য্যন্ত এদ্দত পালন করিতে হইবে। গর্ভবতীকে তালাক দিলে, সন্তান প্রসব কাল তক এদ্দত পালন করিতে হইবে।—শাঃ ২।৫৭৬।৫৭৭।৮২৬ পৃষ্ঠা।

১২১৬। প্রঃ—যদি কোন স্ত্রীলোকের একটি সন্তান হইয়া ১ দিন, কি দুই দিন পরে নেফাছের রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে কি হইবে? ইহার পরে ৪০।৫০ দিন সুস্থ থাকিয়া পুনরায় রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে, কি হইবে?

উঃ—গোছল করিয়া নামাজ রোজা করিতে হইবে। ৪০।৫০ দিন পরে সুস্থ থাকিয়া পুনরায় রক্তস্রাব হইলে, উহা নেফাছ হইবে না,

উহা এস্তেহাজা হইবে। এই অবস্থাতে নামাজ, রোজা ও স্ত্রী সঙ্গম জায়েজ হইবে।

১২১৭। প্রঃ—যদি কোন স্ত্রীলোকের তিন দিন হায়েজ হওয়ার পরে সে গোছল করিয়া পাক হইল, কিন্তু এক দিবস ভাল থাকিয়া পুনরায় রক্ত দেখিতে পাইল। আবার ২ দিবস পাক থাকিয়া রক্ত দেখিতে পাইল, দশ দিনের দিন পাক হইল আর রক্ত দেখিতে পাইল না, এক্ষণে যে কয়েক দিবস মধ্যে পাক থাকিল, উহা হায়েজ ধরিতে হইবে কি না?

উঃ—মধ্যবর্ত্তী কয়ে দিবসের পাকিকেও হায়েজ ধরিতে হইবে।— আলমগিরি।

১২১৮। প্রঃ—স্ত্রীকে অপরাধের জন্য, কিম্বা বিনা অপরাধে অকথ্য ভাষায় গালি দিলে, তাহার পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনকে গালি গালাজ করিলে ও পশুর ন্যায় নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট ও অঙ্গ হানি করিলে, কি হইবে?

উঃ—গোনাহ কবিরা হইবে। হাশরের ময়দানে ইহার জন্য তাহার নিকট হইতে নেকি কাড়িয়া স্ত্রীকে বা তাহার পিতা মাতাকে দেওয়া হইবে।

১২১৯। প্রঃ—স্বামীর অশ্লীল গালাগালী ও অমানুষিক প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রী পিত্রালয়ে আসিয়াছে, স্বামী পুনরায় তাহাকে লইতে আসিলে, পিতা মাতা কিছুতেই তাহাকে বুঝাইয়া জামাতার বাড়ীতে পাঠাইতে পারে না। সে বলে, আমাকে ঐ স্বামীর বাড়ী পাঠাইলে, আত্মহত্যা করিব, জামাতা তাহাকে তালাকও দিতে চাহে না, এখন কি করিতে হইবে?

উঃ—মোনছেফের নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া নেকাহ ফছখ করাইয়া লইতে হইবে।

১২২০। প্রঃ—কোন লোক পূর্বে গান বাজনা করিত ও শুনিত, বর্ত্তমানে খাঁটি তওবা করিয়া নামাজ, রোজা ইত্যাদি শরিয়তের পূর্ণ তাবেদারি করিতেছে, এখন তাহার নেকাহ দোহরাইতে হইবে কি না?

উঃ—যদি সে গান বাজনা মনে মনে ভাল জানিত কিম্বা মুখে বাহাবা দিত, তবে নেকাহ দোহরান জরুরি হইবে। নচেৎ নেকাহ দোহরান আফজল হইবে।

১২২১। প্রঃ—যদি কোন স্ত্রী সন্তুষ্ট চিত্তে স্বামীর দেনমোহর মাফ না করে এং স্বামী জোর পূর্ব্বক উহা মাফ লয়, তাহা হইলে মাফ হইবে কি না? যদি স্ত্রী অকথ্য ভাষায় গালি গালাজকারি ও প্রহারকারি স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার মোহর মাফ না করে, তবে গোনাহগার হইবে কি না? স্বামী কেয়ামতে উহার জন্য দায়ী হইবে কি না?

উঃ—(১) মোহর মাফ হইবে না। (২) স্ত্রী গোনাহগার হইবে না। (৩) স্বামী উহার জন্য দায়ী হইবে।

১২২২। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোক নামাজ রোজা করিতে চাহে ও পর্দ্দায় থাকিতে চাহে, কিন্তু তাহার জালেম স্বামী এই জন্য তাহাকে অশ্লীল গালাগালি ও অমানুষিক মারপিট করে এবং যন্ত্রণা দেয়, এই ভয়ে রীতিমত নামাজ রোজা করিতে পারে না, পর্দ্দায় থাকিতে পারে না, ইহাতে স্ত্রীলোকটি দায়ী হইতে পারে কি না?

উঃ—স্বামীর তাবেদারি করিয়া নামাজ রোজা নষ্ট করা কোন ক্ষেত্রে জায়েজ হইবে না। বাহিরে যাইতে হইলে, সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া বাহির হইবে।

১২২৩। প্রঃ—কাহারও মা ও চাচি রোজা থাকে না, নামাজ পড়ে না, তাহাদের হাতের খাওয়া কি?

উঃ—নামাজ পড়াইতে চেষ্টা করিবে, পরহেজ করিতে পারিলে ভাল, না করিতে পারিলে ওজোরের জন্য জায়েজ হইবে।

১২২৪। প্রঃ—বে-নামাজির বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া কি?

উঃ—একবার তওবা ও একরার করাইয়া খাইতে পারে, তওবা ও একবার ভঙ্গ করিলে, পরে আর খাওয়া চলিবে না।

১২২৫। প্রঃ স্বামী নামাজ পড়ে, কিন্তু তাহার স্ত্রী নামাজ পড়ে না, কিম্বা স্ত্রী নামাজ পড়ে কিন্তু তাহার স্বামী নামাজ পড়ে না, এইরূপ লোকদের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া কি?

উঃ—উক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে।

১২২৬। প্রঃ—একজন লোক অন্য লোককে ব্যবসা করিতে টাকা দেয়, সেই ব্যবসায়ের লাভের টাকা খাওয়া কি?

উঃ—জায়েজ হইবে, কিন্তু যে কি পরিমাণ লাভ লইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট রূপে বলিয়া দিতে হইবে। আরও লাভ এবং ক্ষতির ভাগ লইতে হইবে।

১২২৭। প্রঃ—বেনামাজির জানাজার পূর্বে কোরআনের মূল্য কাফ্‌ফারা দেওয়া কি? আলেমদের পক্ষে ঐ টাকা লওয়া কি?

উঃ—নামাজি ব্যক্তির নামাজ কাজা থাকিলে, প্রত্যেক ফরজ ও ওয়াজের নামাজের কাফ্‌ফারা স্বরূপ এক একটি ফেৎরা পরিমাণ ফিদইয়া দরিদ্রদিগকে দান করিতে হয়। আলেমেরা দরিদ্র হইলে কাফফারার জন্য একখানা কোরআন শরিফ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বেনামাজির জন্য সমস্ত দুনইয়া কাফফারা দিলেও উপকার হইবে না।

১২২৮। প্রঃ—চারি রাকয়াত করিয়া তারাবিহ এক নিয়তে পড়িলে কি হইবে?

উঃ—দুই রাকাত করিয়া পড়া আফজল, চারি রাকয়াত করিয়া পড়া আফজল না হইলেও জায়েজ হইবে।

১২২৯। প্রঃ—কন্যার পণ খাওয়া ব্যক্তির পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরূহ তহরিমি।

১২৩০। প্রঃ—নফল রোজার নিয়ত কি?

উঃ—নফল অমুক রোজা করিব বলিয়া নিয়ত করিলে, নিয়ত হইয়া যাইবে।

১২৩১। প্রঃ—কি কি কার্য্য করিলে ফাছেক হইতে হয়?

উঃ—গোনাহ কবিরা করিলে, ফাছেক হয়। জ্বেনা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, জাদু করা, পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া, নামাজ রোজা ইত্যাদি ফরজ ত্যাগ করা চুরি করা, ডাকাতি করা, মদ খাওয়া ইত্যাদি গোনাহ কবিরা।

১২৩২। প্রঃ—একজন লোক ২৫ টাকা দিয়া এক 'পাখি' জমি কট রাখিয়া ঐ জমির বাংসরিক খাজনা দিয়া ফসল খাইতে লাগিল। এইরূপ শর্ত্ত হইল যে, যে সময় জমির মালিক ঐ ২৫ টাকা পরিশোধ করিবে, সেই সময় জমি খালাস হইবে, ইহা কি?

উঃ—ইহা সুদ ও নাজায়েজ, ইহার প্রমাণ এবতালোল-বাতেলে লিখিত হইয়াছে।

১২৩৩। প্রঃ—দেশের আলেম লোকেরা বলেন যে, কলেমা লা এলাহা এল্লাল্লাহ এক শত বার পড়িয়া শেষবারে মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ পড়িলে, পূর্ণ কলেমা পড়া হইবে। ইহা কি?

উঃ—লা-এলহা ইল্লাল্লাহ অর্দ্ধেক কলেমা ইহাতে অর্দ্ধেক কলেমার ছওয়াব হইবে। মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাই যেবারে যোগ করা হইবে, সেইবারে পূর্ণ কলেমার ছওয়াব পাইবে। সুতরাং এক শত অর্দ্ধেকের ছওয়াব এক বারেই পূর্ণতায় কি করিয়া পূর্ণ হইতে পারে?

১২৩৪। প্রঃ—দেশের আলেমেরা বলেন যে, হজরত ইছা (আঃ)এর মাতা মরয়েম বিবি, তাঁহার পিতা ছিল না, আপনি লিখিয়াছেন, ইছা নবীর পিতার নাম ইউছুফ, ইহা কি?

উঃ—হজরত ইছা (আঃ) বিনা পিতায় আল্লাহতায়ালার হুকুমে পয়দা হইয়াছিলেন। ইহা কোরআন' হাদিছ ও মুছলমানদিগের মত।

য়িহুদীরা এজন্য তাঁহাকে জারজ সন্তান ও হজরত মরিয়ম বিবিকে ব্যাভিচারিণী বলিয়া দোষারোপ করিত। এই হেতু খ্রীষ্টানেরা জাল করিয়া তাঁহাকে ইউছোফ সূত্রধরের পুত্র বলিয়া এই দুর্ণাম খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কাদিয়ানী দল এই বাতীল মত পোষন করিয়া থাকে। অৰ্দ্ধ কাদিয়ানী মৌঃ আকরম খাঁ সাহেব কাদিয়ানিদের এই কুমত পোষণ করিয়াছেন। আমি কোন কেতাবে তাঁহাকে ইউছুফের পুত্র বলিয়া দাবি করি নাই। অবশ্য হহা হইতে পারে যে, খ্রীষ্টানদের প্রচলিত জাল ইঞ্জিলের উক্ত কথা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করিয়াছি, কিন্তু উহা আমার ও মুছলমান দিগের মত হইতে পারে না।

১২৩৫। প্রঃ—দেশের আলেমেরা বলেন, বেনামাজির জানাজা না পড়িলে, হানাফিগণ গোনাহগার হইবে, ইহা কি?

উঃ—যে বে-নামাজি শেরক বা কাফেরি করে, তাহার জানাজা পড়া ছুরা তওবাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর যে বেনামাজি শেরক কোফর করে না, নামাজ বা কোন ফরজ এনকার করেনা, তাহার জানাজা পড়া ফরজে কেফায়া, কোন একজন লোক উহা আদায় করিয়া দিবে, কিন্তু আলেম, মৌলবি, হাফেজ কারি, হাজী বা পয়হেজগার লোকেরা উহা আদায় করিবে না। ইহাতে দেশের বেনামাজির দল হেদাএত হইতে পারে।

১২৩৬। প্রঃ—কোন মছজেদে জুমার নামাজে হঠাৎ দুইটি জামায়াত হইল। পরের জমায়াতটীতে খোৎবা ও নামাজ কিরূপ করিতে হইবে?

উঃ—খোৎবা পড়িতে হইবে, প্রথম এমাম যে স্থানে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িয়াছিল, দ্বিতীয় এমাম সেই স্থানে না দাঁড়াইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইবে।

১২৩৭। প্রঃ—কোন মছজেদের মোয়াজ্জেনকে কোন স্ত্রীলোক ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিন্তু পুরুষ তাহা অস্বীকার করিয়া থাকে,

এখন কি হইবে?

উঃ—সাক্ষি প্রমাণ থাকিলে, তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, নচেৎ একটি স্ত্রীলোকের কথায় তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলিবে না। ব্যভিচার প্রমাণ হইলে তাহাকে তওবা করিতে হইবে ও সামাজিক শাসন মান্য করিতে হইবে। নচেৎ তাহার মোয়াজ্জেনি ও এমামত মকরুহ হইবে।

১২৩৮। প্রঃ—কোন অপরিচিত মেয়েলোকের নেকাহ দেওয়ার পরে জানা গেল যে, সে গর্ভবতী ছিল, এক্ষণে স্বামী, মোল্লা, সাক্ষী ও উকিলের ব্যবস্থা কি হইবে?

উঃ—যদি পূর্বকার স্বামী কর্ত্তৃক তাহার গর্ভ হইয়া থাকে, তবে এই নেকাহ হারাম হইয়াছে, জানামাত্র উভয়কে পৃথক করিয়া দিবে, সাক্ষী, উকিল, মোল্লা ও স্বামী অজানিত ভাবে ইহা করিয়া থাকিলে, ক্ষমার পাত্র হইবে। এদ্দত অন্তে পুনরায় নেকাহ করিতে হইবে। আর জেনার গর্ভ হইলে, নেকাহ হালাল হইয়াছে, কাহারও কোন দোষ হইবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি জেনা করিয়াছে, সেই ব্যক্তি নেকাহ করিয়া থাকিলে, সন্তান প্রসবের পূর্বে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে পারিবে। আর অন্য লোক তাহার সহিত বিবাহ করিলে প্রসব কালতক তাহার সহিত সঙ্গম করিতে পারিবে না।

১২৩৯। প্রঃ—অপরিচিত বিধবা মেয়েলোকের নিকার পরে স্বামী থাকার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, ইহার পূর্বে তাহার স্বামী নাই বলিয়া প্রমাণ হইয়াছিল। এখন কি হইবে?

উঃ—অজানিত ভাবে এইরূপ হইয়া থাকিলে তাহারা ক্ষমার পাত্র হইবে, ইহা প্রকাশ হওয়া মাত্র উভয়কে পৃথক করিয়া দিতে হইবে, নচেৎ জেনার গোনাহ লিখিত হইবে।

১২৪০। প্রঃ—একটি লোক তাহার স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হওয়ার ঘরোয়া ভাবে তিন তালাক বাএন লিখিয়া দিয়াছিল। এদ্দত অন্তে তাহাকে অন্যত্রে নেকাহ দেওয়া হয়। এখন প্রথম স্বামী বলে.

আমি তালাক দেই নাই, এখন কি হইবে?

উঃ—যদি দুইজন পুরুষ লোক সাক্ষী থাকে, তবে তিন তালাকের হুকুম থাকিলে, তাহার অস্বীকার করাতে উহা রদ হইতে পারে না।

১২৪১। প্রঃ—মোশরেক ও মোনাফেক কাহাকে বলে?

উঃ—আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানশা, রুকু ছেজদা ইত্যাদি করিলে, সে মোশরেক হইয়া যায়। মুখে মুছলমানী ও অন্তরে কাফিরী থাকিলে তাহাকে মোনাফেক বলা হয়।

মোনাফেকের অন্য এক অর্থ ফাছেক, ইহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

১২৪২। প্রঃ—আপনি লিখিয়াছেন, মেয়েলোকের জবাহ ও জামায়াত মকরুহ ; ইহা কোন্ মকরুহ।

উঃ—স্ত্রীলোকের জামায়াত মকরুহ তহরিমি, জানাজা নামাজে তাহাদের জামায়াত মকরুহ হইবে না। শামী, ১/৫২৮।

স্ত্রীলোকের জবাহ হালাল, শামি, ৫/২৫৯, দোর্রোলমোখতার, ৪/৪৪।

১২৪৩। প্রঃ—তহবন্দের নীচে হাফ প্যান্ট না পড়িলে, নামাজ পড়া ও এমামতি করা জায়েজ কিনা?

উঃ—তহবন্দ পুরু হইলে, বিনা হাফ প্যান্টে উহা জায়েজ। যদি পাৎলা তহবন্দ হয়, ও গুপ্তাঙ্গ লোকে দেখিতে পায়, তবে উহা ডবল করিয়া পরিতে হইবে। যদি এজন্য হাফ প্যান্ট ব্যবহার করে, ভাল কথা।

১২৪৪। প্রঃ—আকিকার কোরবাণী করা কি? গরুদ্বারা আকিকা করা জায়েজ কি না?

উঃ—আকিকা করা আমাদের এমামের মতে মোস্তাহাব, দুই বৎসরের গরুদ্বারা সাত জনের আকিকা করা জায়েজ। রেছালায় আকিকা।

১২৪৫। প্রঃ—ঈদের কোরবাণী ভিন্ন গরু জবাহ করিয়া খাওয়া কি?

উঃ—জায়েজ, ছুরা আনয়াম ১৭ রুকু। তোমরা আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত জীবিকা ভক্ষণ কর এবং শয়তানের অনুসরণ করিও না গো হইতে দুইটি (পুং ও স্ত্রী) মেশকাত ৩৩৯ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারির হাদিছ হইতে ইহা বুঝা যায়।

১২৪৬। প্রঃ—রোজা রাখিয়া মেছওয়াক করা যায় কি না?

উঃ—কোন দোষ হইবে না। শাঃ, ২/১৫৬।

১২৪৭। প্রঃ—নিজের আকিকা নিজে করা যায় কি না?

উঃ—জায়েজ, হজরত নবি (ছাঃ) নিজের আকিকা ৫০ বৎসর বয়সে করিয়াছিলেন। রেফাহোল-মোছলেমিন ১২ পৃষ্ঠা।

১২৪৮। প্রঃ—আকিকার গোশত পুরুষদিগকে না খাওয়াইয়া কেবল স্ত্রীলোকদিগকে খাওয়ান কি?

উঃ—ইহাও জায়েজ ইহার বিপরীতও জায়েজ এবং উভয় শ্রেণীকে খাওয়ান জায়েজ।

১২৪৯। প্রঃ—সাবান চাঁদে রুটি করা ও রুটি খাওয়া কি?

উঃ—যদি উহা জরুরি ধারণায় প্রত্যেক বৎসরে করিতে থাকে, তবে রাছমি বেদয়াত হইবে, নচেৎ দোষ হইবে না, মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাখনবি।

১২৫০। প্রঃ—যদি কেহ বলে, আমি পিতা মাতার ফাতেহা অমুক দিবস অমুক গরু দিয়া করিব, তবে ইহা কি?

উঃ—ইহাতে তো গয়রুল্লাহর নামে মানসা করা হইল না, তবে কেন জায়েজ হইবে না?

১২৫১। প্রঃ—জামায়াতে তিন ভাগের একভাগ লোক কলহ সুত্রে অন্য একটি মছজেদ তিন চারি রশি দূরে স্থাপন করে। তথায় ১৫ বৎসর নামাজ পড়ার পরে প্রথম মছজেদের পক্ষীয় লোকেরা দুর্বল হইয়া পড়ে, ফলে ১ম মছজেদের পক্ষীয় লোকে ২য় মছজেদে প্রায়

২৫/৩০ বৎসর নামাজ পড়িয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমানে চার ভাগের তিন ভাগ লোক ১ম মছজেদে নামাজ আদায় করিতেছে, কিন্তু চার ভাগের এক ভাগ লোক ১ম মছজেদে না আসিয়া ২য় মছজেদ সমর্থন পূর্বক অন্যান্য নামাজিদের বাধা প্রদান করিতেছে, এমন উভয় মছজেদের কি হুকুম।

উঃ—কলহ মূলে মছজেদ প্রস্তুত করিলে, উহাতে নামাজ পড়া ছুরা তওবার আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ছুরা তওবার ১৩ রুকুতে আছে, যে মছজেদ ☆ تفريقا بين المؤمنين মুছলমান দিগের মধ্যে দল সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহার সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন لا تقم فيه ابدا☆ তুমি, উহাতে কখনও নামাজ পড়িও না।'' ইহাতে বুঝা যায় যে, এইরূপ মছজেদে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ, নামাজ পড়িলে মকরুহ তহরিমি হইবে।

আল্লাহ বলেন—

☆ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه ☆

যে মছজেদে প্রথম দিবস হইতে পরহেজগারির উপর প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহাতে দণ্ডায়মান হওয়া (নামাজ পড়া) উচিত।

افمن اسس بنيانه على تقوىٰ من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم ☆

যে ব্যক্তি নিজের অট্টালিকার ভিত্তি আল্লাহতায়ালর ভয় ও সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করিয়াছে সেই ব্যক্তি ভাল, না যে ব্যক্তি নিজের অট্টালিকার ভিত্তি পতনোম্মুখ নদী উপকুল ভূমির উপর স্থাপন

করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ভাল, সে উহা সমেত দোজখের অগ্নিতে পতিত হইয়াছে।

আল্লাহ বলেন, নদীর উপকূল ভূমি তরঙ্গাঘাতে নিম্নদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, উহার উপরি অংশে অট্টালিকা স্থাপন করিলে যেরূপ উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ যাহারা মুছলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছে, সেই মছজেদটি দোজখের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।

এক্ষণে যদি এইরূপ কলহ মূলক মছজেদ প্রস্তুতকারি দল দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আকাঙ্খা রাখে, তাকে যেন তাহারা উহাতে নামাজ পড়ে।

১২৫২। প্রঃ—বিবাহের দিন বর আসিলে, বিবাহ পড়ানোর পূর্ব্বেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ বরের নিকট ২/১ টাকা জবরদস্তি পূর্ব্বক লইয়া বিবাহ পড়ানোর হুকুম দেয়, ইহা কি?

উঃ—উহা লওয়া জায়েজ নহে।

১২৫৩। প্রঃ—জীবনের জন্য কিম্বা কোন মছিবতে উট কিম্বা গরু মানসা করিলে, ইদোজ্জোহা অর্থাৎ ইদের ১০ই তারিখে উক্ত মানসিক কোরবানীর পশু জবাহ করিয়া বকরাঈদে কোরবাণির মাংসের সহিত মিশ্রিত করিয়া মালদার ও গরিব সকলে খাইতে পারে কিনা?

উঃ—মানসিক কোরবানীর মাংস মালদারে খাইতে পারিবে না, মানসাকারি তাহার পিতা, দাদা, পুত্র ও পৌত্র খাইতে পারিবে না। বকরাঈদের কোরবাণীর মাংস সকলেই খাইতে পারিবে, কাজেই একত্র করা অন্যায় হইবে, মানসার কোরবাণীর মাংস মালদারেরা খাইলে, উক্ত কোরবাণী আদায় হইবে না।

১২৫৪। প্রঃ—কোরবাণীর চামড়ার মূল্য গ্রামের মোল্লাজি জবাহ করিয়া দশ আনা ছয় আনা অংশ ধার্য্য করতঃ এক অংশ লয় এবং প্রত্যেক কোরবাণীর কল্লা লইয়া থাকে, তাহা না দিলে, কোরবাণী করিতে চাহেন না এবং অসন্তুষ্ট হন, তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিলে আমাদের কোরবানির কোন ক্ষতি হইবে কি না?

উঃ—পারিশ্রমিক স্বরূপ চামড়া ও কল্লা দেওয়া মকরুহ হইবে। দান স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে জবরদস্তি চলিবে না। স্বেচ্ছায় দিলে দিতে পারে।

১২৫৫। প্রঃ—কোন ব্যক্তির অবস্থা ভাল থাকিতে উট মানসা করিয়াছিল কিন্তু এখন সে দরিদ্র হইয়া গিয়াছে, উট মানসা আদায় করিতে অক্ষম, সে ব্যক্তি কি করিবে?

উঃ—সাতটি ছাগল দিলে, জায়েজ হইবে, মজমুয়োন্নাওয়াজেল, গায়াতোল আওতার।

১২৫৬। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোক একটি বকরীর বাচ্ছাকে নিজের স্তনের দুগ্ধ খাওয়াইয়া প্রতিপালন করিয়াছে, সেই বাচ্ছা এখন খুব বড় ও মোটা হইয়াছে, ঐ খাসি খাওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে।

১২৫৭। প্রঃ—গ্রামের লোক একত্রিত হইয়া মুষ্টি চাউল উঠাইয়া একটি তহবিল গঠন করিল, গরিবদিগকে ইহা দ্বারা অসময়ে ও অন্নকষ্টের অভাবে সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। গ্রহণ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে বিনা মুনাফায় আসল টাকা বা চাউল ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিবে, কিন্তু পরিশোধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আদায় না করিয়া সমস্ত মুষ্টির তহবিল বিনাশ ও আত্মসাৎ করা গরিব বলিয়া হালাল হইবে কি না? আখেরাতে তজ্জন্য দায়ী হইবে কিনা?

উঃ—এইরূপ সাধারন তহবিল বিনাশ ও আত্মসাৎ করা জায়েজ নহে, তজন্য আখেরাতে দায়ী হইবে।

১২৫৮। প্রঃ—দুই মছজেদের দুইজন এমাম শত্রুভাবে চলে, কেহ কাহারও জবাহ খায় না, সেই এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—যদি শরিয়তের খেলাপ কাজ করার কিম্বা মজহাবের বিভিন্নতা হওয়ার জন্য শত্রুতা রাখে, তবে কোন দোষ হইবে না। আর পার্থিব কারণে শত্রুতা ও মনোমালিন্য হইলে, তিন দিবসের বেশী শত্রুতা ও বিদ্বেষ ভাব অন্তরে পোষণ করা নাজায়েজ। ইহাতে মানুষ ফাছেক হইয়া যায়, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে।

১২৫৯। প্রঃ—পিতা অভাব বশতঃ নিজ ঔরস জাত ছেলেকে তাহার মাতার অসন্তুষ্টিতে অন্যের নিকট হইতে কিছু টাকা পয়সা লইয়া প্রদান করিয়াছে, ইহাতে গ্রহণকারী কিম্বা দাতার কোন দোষ হইতে পারে কি না? ছেলের বয়স তিন চার মাস।

উঃ—পুত্র কন্যাকে টাকা পয়সা লইয়া বিক্রয় করা হারাম, গ্রহণকারী ও দাতা উভয়ে গোনাহগার হইবে। বিনা টাকা পয়সা কোন দরিদ্রের পুত্রকে প্রতিপালন করা ছওয়াবের কার্য্য। জায়েদ নবি (ছাঃ)এর পোষ্য পুত্র ছিল।

১২৬০। প্রঃ—(১) একজন সিনিয়র পাস বেনামাজি, অথচ মানুষ দেখান নামাজ পড়ে, (২) আর একজন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, কিন্তু সে মুর্খ, নামাজ ছহিহ পড়িতে পারে না। (৩) আর একজন শিক্ষিত খোঁড়া, দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে পারে না। (৪) আর একজন শিক্ষিত কোরআন শরিফ খতম করিয়াছেন এবং ভাল নামাজি, বর্ত্তমানে তিনি অন্ধ এবং কোরআন হেফজ করিতেছেন। (৫) আর একজন একরকম নামাজি, অর্থাৎ ভাল নামাজি নয়, আমপারা পড়িয়াছে। উপরোক্ত পাঁচজন লোক একত্র হইলে, কে বেশী এমামতির যোগ্য হইবে?

উঃ—বেনামাজি ফাছেক, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি। মুর্খ ছহিহ পড়িতে পারে না, তাহার পশ্চাতে কারি ব্যক্তিদের নামাজ হয় না। শিক্ষিত খোঁড়া দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে পারে না, তাহার পশ্চাতে নামাজ জায়েজ, কিন্তু অন্য সুস্থ অবয়বধারির এমাম হওয়া আফজল।

শিক্ষিত অন্ধের পশ্চাতে নামাজ অবাধে জায়েজ। শামি, ১/৫৫১/৫৪৪/৫২৩। ইহাতে বুঝা যায় যে, চতুর্থ ব্যক্তিই সমধিক উপযুক্ত।

১২৬১। প্রঃ—একজন গরিব কিম্বা মিছকিন একজন বড় আলেমকে প্রকাশ্য ভাবে ছালাম জানাইল, কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন না, ইহাতে কি হইবে?

উঃ—যদি সে ব্যক্তি ভিক্ষুক না হয়, তবে তাহার ছালামের জওয়াব উচ্চশব্দে দেওয়া ওয়াজেব, জওয়াব না দিলে গোনাহগার হইবেন।

১২৬২। প্রঃ—যে ঘরে স্ত্রী সহবাস হয়, সেই ঘরে কোরআন, হাদিছ ও আরবি উর্দ্দু কেতাব রাখা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ তবে কোরআন, হাদিছ ও কেতাবের দিকে পা করিয়া শুইবে না।

১২৬৩। প্রঃ—এক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, জুমার নামাজ পড়ে, কলেমা পড়ে, কোরআন শরিফ তেলওয়াত করে, তাহার স্ত্রী নামাজ ও রোজা করে না। কোরআন শরিফ জানেনা, কলেমা পড়েনা, বেপর্দ্দায় থাকে, এইরূপ স্ত্রীর হাতের পাক খাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—সর্ব্বদা তাড়না করিতে থাকিবে ; শিক্ষা দিতে থাকিবে, এই অবস্থায় তাহার পাক খাওয়া নাজায়েজ হইবে না। খাওয়া ত্যাগ করিতে পারিলে, পরহেজগারি হইবে।

১২৬৪। প্রঃ—ধান্যের বাজার মনকরা দেড়টাকা, বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত প্রতিটাকা একমন পাঁচ সের ধান্য বন্দবস্ত টাকা দাদন দেয়, পৌষ মাসের বাজার মনকরা ১/৯০ হইলে, উক্ত ধান্য বুঝিয়া লওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—মকরুহ হইবে। দোর্রোল মোখতার ও শামি।

১২৬৫। প্রঃ—বগুড়া জেলার তালোড়া ষ্টেসনের নিকট পাবনা গ্রামে রামকৃষ্ট শীলের একটি গাভী আছে, গাভীটি কোন দিনে বাছুর প্রসব করে নাই, কিন্তু উক্ত গাভীর প্রচুর পরিমান দুগ্ধ হইতেছে, রামকৃষ্ট বলিতেছে, যে রোগী এই ধেনু গাভীর দুধ খাইবে, তাহার যে কোন রোগ হউক না কেন সমস্তই ভাল হইবে। ঐ গাভীর দুধ তিনদিন খাইতে হয়, প্রথম দিবসে গাভীকে শওয়াসের চাউল খাবার দিয়া দুধ খাইয়া গাভীর কদমে ছালাম করিতে হয়, দ্বিতীয় দিবসে গাভীকে শওয়াসের খইল খাবার দিয়া গাভীর দুধ খাইয়া কদমে ছালাম করিয়া গাভীর নিকট মানসা করিতে হয়, দেখ গাভী, এই দুধ খাইয়া

যদি আমার রোগ ভাল হয়, তবে তোমাকে ১ কিম্বা ।।০ আনা পয়সা দিব, তৃতীয় দিবসে মানসার পয়সা রাম কৃষ্টকে দিয়া গাভীর দুধ খাইয়া গাভীকে হাজার হাজার ছালাম দিতে হয়, কিন্তু রাম কৃষ্ট রোগীকে বলে, যাহারা আমার গাভীর দুধ খাইয়াছে, তাহারা জীবনে কোন দিন গোমাংস খাইবে না, খাইলে, রোগ বেশী হইবে, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—ইহা শেরক, বেদয়াত ও গোনাহ কবিরা, কোন মুছলমান এইরূপ কার্য্যে যোগদান করিতে পারে না।

১২৬৬। প্রঃ—ডাক্তার কবিরাজ হইতে ঔষধাদির ক্যানভাশ করিয়া বিক্রয় করাইয়া দিলে, ডাক্তারের নিকট হইতে কমিশন লওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ।

১২৬৭। প্রঃ—হিন্দুর দোকান হইতে জিনিস ক্রয় করা জায়েজ কি না?

উঃ—মুছলমানের দোকান পাইলে, তথা হইতে লইতে হইবে। অভাবে হিন্দুর দোকান হইতে লইতে পারে।

১২৬৮। প্রঃ—বিড়ি সিগারেট দেয়াশালাই বিক্রয় করিয়া মুনাফার পয়সা খাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—বিড়ি সিগারেট বিক্রয় করা মকরুহ, পয়সাও মকরুহ হইবে। দেয়াশালাই বিক্রয় করাতে দোষ নাই।

১২৬৯। প্রঃ—ধান্য ও গরু বাকী বিক্রয় করা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ।

১২৭০। প্রঃ—গরু বর্গা দেওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—গরুর দুধ ও শাবক গরুর মালিকের হইবে, প্রতিপালন কারী পারিশ্রমিক পাইবে, বাচ্চা ও দুধের ভাগ লওয়া জায়েজ নহে।

১২৭১। প্রঃ—মৌখিক অক্‌ফ করা ঈদগাহ পবিত্র রাখার জন্য অক্‌ফ কারী গরু মহিষ বাঁধিতে নিষেধ করেন, ইহাতে অক্‌ফের কোন ক্ষতি হইবে কি না? ৬/৭ বৎসর উহাতে ঈদ পড়া হইয়াছে। এই

নিষেধ করাতে অক্‌ফ দাতার দাবি বুঝা যায় কি না? এজন্য দ্বিতীয় একটি ঈদগাহ উহার ৫/৬ শত হাত দূরে নূতন প্রস্তুত করা কি? যদি ও সেটেলমেন্ট রেকর্ডে পুরাতন ঈদগাহ নামাজের স্থান ও মুছলমান সাধারণের দখল বলিয়া রেকর্ড হইয়াছে, তবু কতকগুলি লোক উহা রেজিষ্ট্রী না করিয়া দিলে, নামাজ পড়িবেনা এবং পুরাতন মাঠ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য নূতন মাঠ করিয়াছে, যাহারা নূতন মাঠে যাইতেছে না, তাহাদিগকে অত্যাচার করিতেছে, ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—গরু মহিষ বাঁধিতে নিষেধ করিতে পারে, ইহাতে জমির দাবি বুঝা যায না। মৌখিক অক্‌ফ করিয়া দেওয়া যথেষ্ট হইবে! দলীল রেজিষ্টার করিয়া দেওয়া জরুরি নহে। এজন্য পুরাতন মাঠ ভাঙ্গিয়া নূতন মাঠের সৃষ্টি করা জায়েজ নহে। যাহারা নূতন মাঠে যাইতেছে না, তাহাদের উপর অত্যাচার করা নাজায়েজ।

১২৭২। প্রঃ—এক জন হিন্দু সুদখোরকে দশ পনের টাকা সুদ দেওয়া হইয়াছে, এমতাবস্থায় কোন কলে কৌশলে দশ কিম্বা পাঁচ টাকা সুদ না দেওয়া হয়, ইহাতে কোন দোষ হইবে কি না?

উঃ—দোষ হইবে না, বরং নেকি হইবে।

১২৭৩। প্রঃ—একটি মছজেদের ছাদ বাকী আছে, গ্রাম্য লোকেরা চাঁদা দিতে চাহিতেছে না, সমিতির পুরাতন ম্যানেজার টাকা দিতে চাহিতেছেনা, একজন বলিতেছে, আমাকে সমিতির ম্যানেজার করিলে, আমি ছাদের টাকা দিতে পারি, এখন কি করিতে হইবে?

উঃ—হালাল পাক টাকা যেরূপে হয় সংগ্রহ করিতে পারে, ইহাতে দোষ হইতে পারে না।

১২৭৪। প্রঃ—নাবালোক মেয়েলোকের বিবাহ হইয়াছিল, এখন তাহার স্বামী নামাজ রোজা করে না, হিন্দুদের সঙ্গে মিল রাখিয়া পূজা দেয়, উদ্ধার বিবির সিন্নি দেয়, নানারকম কুকাজে মগ্ন থাকে, স্ত্রীলোকটি কোরআন পড়ে, নামাজ রোজা করে, এজন্য তাহার উপর নানারূপ বিদ্রূপ ও মারধর করে, এমতাবস্থায় কি করিতে হইবে?

উঃ—ইহাতে স্বামী কাফের হইয়া গিয়াছে তাহাদের নেকাহ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

১২৭৫। প্রঃ—সাধারণ মেয়েলোকেরা মানশা করিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা আমার এই বালা হইতে উদ্ধার করিলে, মছজেদে পাঁচ কিম্বা ছয় পয়সার তেল বাতি দিব, সেই পয়সা খরচ করিয়া বাকি দুই পাঁচ টাকা থাকে, তদ্দারা জুমার বিছানা, কিম্বা শতরঞ্জি খরিদ করিয়া দেওয়া বা খোলা কিনিয়া দেওয়া যায় কি?

উঃ—জায়েজ নহে।

১২৭৬। প্রঃ—হিন্দু দোকানদারেরা হালখাতা করার সময় ডাব মিষ্টান্ন মুছলমান খরিদার দিগকে দিয়া থাকে, উহা খাওয়া কি?

উঃ—না খাওয়া ভাল।

১২৭৭। প্রঃ—অন্যান্য দোকানদারেরা শরিষার তৈলে বাদাম তৈল ভেজাল (মিশ্রিত) করিয়া। সের বিক্রয় করে, আমি খাঁটী শরিষার তৈল করিয়া বিক্রয় করি, লোকে পাইতে আনায় লইতে চাহে না, এখন কি করিব?

উঃ—ভেজালকে ভেজাল বলিয়া বিক্রয় করিতে, দোষ হইবে না। আর উহা গোপন করিয়া বিক্রয় করিলে, গোনাহ হইবে।

১২৭৮। প্রাঃ—কেহ নাবালেগ অবস্থাতে নাবালেগ চাচাত ভগ্নীর সহিত সঙ্গম করিয়াছিল, সেই ভগ্নী মরিয়া গিয়াছে, এখন তাহার অন্য ভগ্নীর সহিত সেই লোকের বিবাহ জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ।

১২৭৯। প্রঃ—নানারা কয়েক ভাই, আপন নানার ভাইয়ের পুত্র মামু হইল, সেই মামুর ছেলের সহিত কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ, বরং আপন মামাত ভাইর সহিত বিবাহ জায়েজ।

১২৮০। প্রঃ—প্রথমা স্ত্রীর মোহর আদায় করিবার পূর্ব্বে তাহার বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাইবে কি না? ইহাতে সে বাধা প্রদান করিলে তাহার কথা গ্রাহ্য হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে। বাধা শুনা জরুরি নহে। অবশ্য কাবিল

নামাতে বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় নেকা করিলে, যদি কোন শর্ত্ত থাকে তবে তাহাই হইয়া যাইবে।

১২৮১। প্রঃ—একব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, পরে হিলা করিয়া দ্বিতীয় বার নেকা করিল, কিন্তু স্ত্রীটির দ্বিতীয় স্বামী তাহার সঙ্গে সঙ্গম করে নাই, এক্ষণে সেই স্ত্রীলোক প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে কি না?

উঃ—হালাল হইবে না।

১২৮২। প্রঃ—নেকাহ হওয়ার পূর্ব্বে ছেলের জন্ম হইলে, তাহাকে জারজ (হারামজাদা) বলিতে হইবে কি না? সে অন্য ছেলের মত সম্পত্তির অংশ পাইবে কি না?

উঃ—হাঁ হারামজাদা বলিয়া গণ্য হইবে। যে পুরুষের বীর্য্যে তাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার সম্পত্তির অধিকারি হইবে না, কেবল সে তাহার মাতার সম্পত্তির অধিকারি হইবে।

১২৮৩। প্রঃ—জুমার দিবস মিম্বরের কোন্ ধাপে দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়িতে হইবে?

উঃ—যে কোন ধাপে দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়িতে পারে, বসা কালে যে কোন ধাপে পা রাখিতে পারে।

১২৮৪। প্রঃ—পুরাতন 'মেফাতাহোল-জান্নাত' কেতাবে দ্বিতীয় খোৎবাতে ফার্সির فرود বালারওয়াদ بالا ফেরুদ আইয়েদ, শব্দগুলি ابد رود লেখা আছে, উহার অর্থ কি?

উঃ—প্রথম শব্দদ্বয়ের অর্থ "নামিয়া আসিবে।" দ্বিতীয় শব্দ দ্বয়ের অর্থ "উপরে উঠিবে"। এই খোৎবাগুলি হজরত মাওলানা কারামাত আলি সাহেবের রচিত নহে, অন্য কোন লোক যোগ করিয়া দিয়াছে, কাজেই উক্ত কথার উপর আমল করিতে হইবে না, উহার কোন প্রমান শরিয়তে নাই।

১২৮৫। প্রঃ—বেশ্যার সহিত নেকাহ করা হইল, তাহার টাকা কড়ির দ্বারা জমি খরিদ করা হইল, এক্ষণে সেই বেশ্যানেকা কারী ও অর্থ সম্পদের ব্যবস্থা কি?

উঃ—বেশ্যাকে তওবা পড়ান, তাহার সহিত নেকাহ করা জায়েজ, ইহাতে খতিবের দোষ হইতে পারে না। বেশ্যার অর্থ সম্পদ হারাম থাকিয়া যাইবে, উহা হালাল হইতে পারে না, সেই বেশ্যাটির চলন চরিত্র শরিয়ত মোতাবেক হইল কি না? ইহা ছয় মাস এক বৎসর পরীক্ষা না করিয়া হঠাৎ তাহাকে ও তাহার স্বামীকে সমাজে গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না। বেশ্যার অর্থ দ্বারা জিয়াফতের ব্যবস্থা করিলে উহা খাওয়া জায়েজ হইবে না।

১২৮৬। প্রঃ—পুরাতন খতিবের পুত্র সামান্য কোরআন ও খোৎবা পড়িতে পারে, কোন যোগ্য আলেমের নিকট বা মক্তবে পড়ে নাই। কোরআন ও খোৎবা ভুল পড়ে, মোসরেক বেদয়াতি ও বে-নামাজীর বাড়ীতে কোন রকম তদ্বি না করিয়া জিয়াফত খায় তাহার স্বর অস্পষ্ট ও সে আকারে ছোট, এমতাবস্থায় তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—এমামের কোরআন শুদ্ধ পড়া ও পরহেজগার হওয়া জরুরী। যদি তাহার পশ্চাতে কোরআন শুদ্ধ পাঠকারী আলেম বা কারী থাকেন, তবে সকলের নামাজ বাতীল হইবে। আর এইরূপ কোন লোক পশ্চাতে না থাকিলেও তাহার ফাছেক হওয়ার জন্য তাহার পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে। যদি জোর পূর্ব্বক তাহার পশ্চাতে পরহেজগার লোকদিগকে নামাজ পড়িতে বাধ্য করা হয়, তবে হয় তাহারা সেই মছছেদে দ্বিতীয় জমায়াতে নামাজ পাঠ করিবে, না হয় অন্য মছজেদে নামাজ পড়িবে।

১২৮৭। প্রঃ—চারি স্ত্রী থাকিতে পঞ্চম স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করা কি?

উঃ—হারাম।

১২৮৮। প্রঃ—কেহ একব্যক্তির স্ত্রীকে ১০০ টাকা দিয়া তালাক লওয়াইয়া বিবাহ না করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া দাসী ভাবে সঙ্গম করিতে পারিবে কি না?

উঃ—জায়েজ নহে। আমাদের দেশে ক্রীত দাসী নাই উহা জেনা হইবে।

১২৮৯। প্রঃ—তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীর সহিত বিনা তহলীল বসবাস করা কি? তহলিল করিতে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গম না হইলে কি হইবে? এইরূপ অবস্থার সন্তান গুলি কি?

উঃ—হারাম, প্রথম স্বামীর নেকাহ উক্ত অবস্থাতে হালাল হইবে না, সন্তানগুলি হারামজাদা হইবে।

১২৯০। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোক স্তন হইতে ১০ হইতে ১৬ ফোটা দুগ্ধ দোহন করিয়া উহার সহিত ঔষধ মাড়িয়া অপরের একটি ১৫/২০ দিবস বয়স্ক কন্যাকে খাওয়াইয়াছে এখন উপরোক্ত স্ত্রী লোকটির পুত্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হইতে পারে কি না।

উঃ—উক্ত স্ত্রী লোকটি তাহার দুগ্ধমাতা হইবে, তাহার কোন পুত্রের সহিত সেই কন্যার বিবাহ জায়েজ হইবে না।

১২৯১। প্রঃ — কোন আলেম বলিতেছেন লোকেরা পীরের আস্তানার যে মোরগ, খাসী সিন্নি ইত্যাদি দেয় উহা বিসমিল্লাহ বলিয়া জবাহ করিলে হালাল হইবে। যাহা ঠাকুরের স্থানে দেওয়া হয় তাহাই গয়রুল্লার মানত ও হারাম।

উঃ—আল্লাহ ব্যতীত কোন পীর হউক, প্রতিমা দেবতা হউক, তাহার তাজিমের জন্য যে কোন পশু জবেহ করা হয় উহা বিছমিল্লাহ বলিয়া জবেহ করিলেও হারাম হইবে। ইহার বিস্তারিত দলিল, তরিকত দর্পন ও ছায়াকুল পারার তফছিরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এইরূপ বদ আকিদা হইতে মৌলবি সাহেবের তওবা না করা পর্য্যন্ত তাহার পাছে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ তাহার নছিহত শুনা নিষিদ্ধ।

১২৯২। প্রঃ — কোন শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন যে, কা'বার দিকে পা ফেলিয়া শয়ন করা, অথবা প্রস্রাব পায়খানা করা কেন দোষ হইবে?

উঃ—কা'বা যদি ঘর বিশেষ হয়, তবে দুনইয়ার মুছলমানগণকে সেই দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে আদেশ হইয়াছে কেন? ইহাতে প্রমাণিত হয়ে যে, কা'বা সম্মানের পাত্র। হজরত (ছাঃ) কা'বার দিকে ফিরিয়া প্রস্রাব পায়খানা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, হজরত ওমর

(রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কা'বার দিকে পা ফেলিয়া শয়ন করিবে, তাহার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে না।

১২৯৩। প্রঃ—বন্দুকের গুলিতে শীকার করিলে, যদি জবাহ করার পূর্ব্বে তাহা মরিয়া যায়, তবে উহা খাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—হারাম।—শামি, ৫।৪১৭।

১২৯৪। প্রঃ—দ্বিতীয় বিবাহ করিতে গিয়া বিবাহ মজলিশে প্রথমা স্ত্রীকে মৌখিক তিন তালাক বা এন করিয়া দিলে, তাহা কি হইবে?

উঃ—তিন তালাক হইয়া যাইবে।

১২৯৫। প্রঃ—উক্ত তালাকী স্ত্রীসহ স্বামী জনৈক মৌলবীর কুপরামর্শে ঘর সংসার করিলে, কি হইবে?

উঃ—জেনা হইবে, মৌলবী ফাছেক হইবে। তাহার পাছে নামাজ নিষিদ্ধ, তাহাকে ছালাম করা নিষিদ্ধ, তাহার ওয়াজ শুনা নাজায়েজ।

১২৯৬। প্রঃ—নিজ বড় ভগ্নী জীবিত থাকা কালে ভগ্নী পতিকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের তালাকী স্ত্রীর সহিত গোপনে হিলা শরা করার মানসে রাত্রে নেকাহ পড়াইয়া দিয়া প্রভাতে তাহার নিকট গোপনে তালাক লইয়া প্রকাশ করে যে, হিলা শরা করা হইয়াছে, পরে প্রথম তালাক দাতার সহিত উক্ত মৌলবী উক্ত স্ত্রীলোকটির নেকাহ পড়াইয়া দিয়াছে, ইহা জায়েজ হইয়াছে কি না?

উঃ—যদি দ্বিতীয় স্বামী সঙ্গম না করিয়া তালাক দিয়া থাকে, তবে উক্ত স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে না। খাঁটি তহলিল হইলেও এই তালাকের এদ্দত গত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম স্বামীর সহিত নেকাহ হালাল হইবে না, যে মৌলবী এইরূপ করে, সে ফাছেক।

১২৯৭। প্রঃ—একজন পুরুষ লোকের সাক্ষাতে স্ত্রীকে তিন তালাক বাএন করিলে, পর অন্যস্থানের অপর একজন লোক তথায় উপস্থিত হইলে, তালাক দাতার সামনে প্রথম সাক্ষী যদি বলে, এই মাত্র ইহার স্ত্রীকে তিন তালাক বাএন করিল, কিন্তু ঐ সময় উক্ত তালাকদাতা কিছুই বলিল না, ইহাতে তালাক হইয়াছে কি না?

উঃ—আল্লাহতায়ালার নিকট এই তালাক হইয়া যাইবে। দুই জন সাক্ষী না হইলে, মুফতি সাহেব তালাকের ফৎওয়া দিতে পারিবে না।

১২৯৮। প্রঃ—মৌখিক তালাকের কিছু দিন পর পুনরায় উক্ত তালাকের বিষয় কাজীর নিকট না বলিয়া রেজেষ্ট্রী করিলে, রেজেষ্ট্রীর তারিখ হইতে এদ্দত হইবে, না মৌখিক তালাকের দিন হইবে?

উঃ—মৌখিক তালাক দেওয়ার তারিখ হইতে এদ্দত ধরিতে হইবে, কিন্তু এই মৌখিক তালাকের উপযুক্ত দুইজন সাক্ষী পেশ করিতে হইবে। নচেৎ এই দাবি গ্রাহ্য হইবে না।

১২৯৯। প্রঃ—এদ্দতের মধ্যে নেকাহ পড়াইলে, মৌলবী সাহেবের বিবি তালাক হইবে কি না?

উঃ—হারামকে হালাল জানিয়া এইরূপ করিয়া থাকিলে তাহার বিবির নেকাহ ফছখ হইয়া যাইবে।

১৩০০। প্রঃ—যে সমস্ত মৌলবি ছাহেব টাকার লোভে উপরোক্ত কয়েকটি প্রশ্নের এইরূপ সহজ ফৎওয়া জারি করিয়া দেওয়ার ব্যবসা খুলিয়াছে, তাহার পিছনে এক্তেদা করা জায়েজ কি না?

উঃ—নিষিদ্ধ।

১৩০১। প্রঃ—স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর একজনের সহিত নেকাহ পড়াইয়া দেওয়ার পরক্ষণেই তাহার নিকট পুনরায় ঐ মজলিসে তালাক লইয়া প্রথম তালাক দাতার সহিত নেকাহ পড়াইয়া দিলে, মোল্লা সাহেবের ঐ সমস্ত লোকের সহিত সমাজ করা জায়েজ কি না? তহলিল এইরূপে করিতে হয়?

উঃ—জায়েজ নহে। তহলিল করিলে এদ্দত অন্তে দ্বিতীয় লোক তাহার সহিত নেকাহ ও সঙ্গম করিয়া ত্যাগ করিলে, এই তালাকের এদ্দত গত হওয়ার পরে প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে।

১৩০২। প্রঃ—লাল কাপড়ের পাগড়ীতে নামাজ জায়েজ কি না ইহাতে নামাজ মকরুহ তহরিমি হইবে কি না?

উঃ—কাহাস্তানি, মোজাতাবা ও শরহে-নেকায়াতে লাল কাপড় জায়েজ বলিয়া লিখিত আছে। রওজা লেখক বলিয়াছেন, উহা ব্যবহার

করা মকরুহ হইবে না। হাবি জাহেদী কতিপয় কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদি রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হয়, তবে মকরুহ হইবে, নচেৎ মকরুহ হইবে না। মজামায়োল-ফাতোওয়াতে আছে, লাল কাপড় ব্যবহার করা মকরুহ কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ বলেন মকরুহ হইবে, কেহ বলেন মকরুহ হইবে না। কেহ বলেন গাঢ় লাল হইলে মকরুহ হইবে কেন না উহা নাপাক বস্তাদ্বারা রঞ্জিত হইয়া থাকে। ওয়াকেয়াত কেতাবে ঐরূপ আছে। কেহ বলেন যদি কোন বৃক্ষ বা পাক বস্তু দ্বারা রঞ্জিত হয় তবে সর্ব্বাদী সম্মত মতে মকরুহ হইবে না।

শারাম্বালালী বলিয়াছেন উহা হারাম হওয়ার কোন অকাট্য দলীল প্রাপ্ত হইনাই যে দলীল পাওয়া গিয়াছে উহাতে বুঝা যায় স্ত্রীলোকদের কিম্বা আজামিদের সঙ্গে তশাব্বোহ হওয়ার জন্য কিম্বা গরিমার জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ নিয়তে পরিলে মকরুহ হইবে না। নাপাক বস্তুদ্বারা রঞ্জিত হইলে উহা ধৌত করিয়া ফেলিলে সেই দোষ রহিত হইয়া যাইবে। এমাম আজমের উহা জায়েজ হওয়ার রেওয়াএত পাইয়াছি, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে হজরত নবি (ছাঃ)-এর লাল কাপড় পরা প্রমাণিত হইয়াছে ইহাতে উহা হারাম ও মকরুহ হওয়া বাতীল হইয়া যায়। বরং উহা মোস্তাহাব হইবে।

পক্ষান্তরে ছেরাজ, মুহিত, এখতিয়ার মোলতাকা জখিরা ইত্যাদিতে উহা মকরুহ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আল্লামা কাছেম ইহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। হাবি জাহেদিত আছে সকলের মতে মস্তকে ব্যবহার করিলে মকরুহ হইবে না। শাঃ ৫।৩১৪।

শাহ আবদুল আজিজ সাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজির ১।১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন শাহ অলিউল্লাহ মরহুম লিখিয়াছেন প্রত্যেক প্রকার লাল হারাম নহে, বরং কুসুম রঙে রঞ্জিত লাল হারাম, উহাতে গোলাপ ফুলের মত গাঢ় লাল হইলে হারাম হইবে। গোলাপ অপেক্ষা কম লাল যেরূপ শেঙ্গেরফ পিয়াজি ইত্যাদি জায়েজ। বালাত ও খেরুয়া

হালাল উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে লাল পাগড়ী ব্যবহারে কোন দোষ নাই।

১৩০৩। প্রঃ—কোরবাণী ও আকিকা কৃত পশুর চামড়ার মূল্য জুমার খতিব লইতে পারে কি না?

উঃ—কোরবাণীর চামড়াহতির ছাহেবে নেছাব না হইলে, লইতে পারে। ছাহেবে-নেছাব হইলে, কেহই লইতে পারে না। ছাহেবে নেছাবকে? ইহার বিস্তারিত বিবরণ জবেহ কোরবাণী কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

১৩০৪। প্রঃ—শাশুড়ী এবং অন্যান্য মুরব্বী স্ত্রীলোকদের পায় হাত দিয়া ছালাম জায়েজ কি না?

উঃ—মস্তক নীচে না করিয়া উহা করিলে, জায়েজ হইবে।

১৩০৫। প্রঃ—পীর সাহেব কোন স্ত্রীলোককে কাপড় ও পাগড়ী ধরাইয়া মুরিদ করিতে পারে কি না।

উঃ—হা পারে।

১৩০৬। প্রঃ—ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি। বর্গা দেওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ নহে।

১৩০৭। প্রঃ—হিন্দুর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধ করা যায় কি না? যেমন ধর্ম্ম-বাপ, ধর্ম্ম জামাতা ইত্যাদি।

উঃ—জায়েজ নহে।

১৩০৮। প্রঃ—একজন হিন্দুর বসত বাটীর ইট খরিদ করিয়া মছজেদে প্রস্তুত করা জায়েজ কি না?

উঃ—হিন্দুদের দেবালয় ও পায়খানা ব্যতীত বসত বাটীর ইটের দ্বারা মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ।

১৩০৯। প্রঃ—এক মছজেদের মেরামত বাবত আমানতি টাকা অন্য মছজেদে ব্যায় করা কি?

উঃ—যদি মছজেদের অকফ সম্পত্তির টাকা হয়, তবে অন্য মছজেদে ব্যয়করা জায়েজ হইবে না। আর চাঁদার টাকা হইলে, চাঁদা

দাতাগণের অনুমতি লইয়া অন্য মছজেদে ব্যায় করিতে পারিবে।

১৩১০। প্রঃ—ফরজ নামাজের ছালাম ফিরাইবার পরে আছতাগফেরোল্লাহ পড়া যায় কি না?

উঃ—কয়েক সময় দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যে ফরজ নামাজের ছালাম ফিরাইবার পরে, ঐ সময় গোনাহ মাফ চাহিলে, কবুল হওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। কাজেই আছতাগ-ফেরোল্লাহ' পড়িয়া মাফ চাওয়া নিঃসন্দেহে জায়েজ।

১৩১১। প্রঃ—নফল রোজা একটা রাখা যায় কি না?

উঃ—আশুরা ও শনিবারে একটা রোজা রাখা মকরূহ হইবে। শুক্রবার, সোমবার কিম্বা বৃহস্পতিবারে একটা রোজা রাখা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ উহা মকরুহ বলিলেও অধিকাংশের মতে উহা মকরুহ নহে, বরং মোস্তাহাব। কাজেই এক্ষেত্রে আর একটা রোজা যোগ আফজল। শাঃ, ২।১১৪।

১৩১২। প্রঃ—রবারের চুড়ি স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিতে পারে কি না?

উঃ— জায়েজ।

১৩১৩। প্রঃ—স্ত্রীলোকের খাৎনা দেওয়া কি?

উঃ—খাজানাতোল-ফাতাওয়া ও শোরয়াতোল ইছলামে আছে, আদবোল-কাজিতে উহা মকরুহ লিখিত আছে। কেহ কেহ উহা ছুন্নত বলিয়াছেন।

১৩১৪। প্রঃ—১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা খাৎনা বিহীন ছেলের পাছে নামাজ পড়া কি?

উঃ—খাৎনা দেওয়া ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, ইহা তরক করিলে গোনাহ হইবে, এইরূপ ছেলের পাছে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইতে পারে।

১৩১৫। প্রঃ—আল্লহতায়ালা সকলের মধ্যে আছেন, এইরূপ কথা বলা যায় কি না?

উঃ—মুছলমানদের আকায়েদ তত্ত্ববিদগণের মধ্যে আল্লাহ স্থান ও কাল হইতে পবিত্র, তিনি কোন স্থানে থাকিতে পারেন না।

আকায়েদে-নাছাফি و ليس بمتحيز ☆

খোদা কোন স্থানে নহেন।

কাজেই আল্লাহকে সকলের মধ্যে থাকার কথা বলা ইছলামি আকিদার খেলাফ বাতীল মত।

১৩১৬। প্রঃ—মছজেদে ভিটার উপর কোন বৃক্ষ রোপন করিয়া তাহার ফল খাওয়া যায় কি না? উক্ত ভিটার উপর কবর দেওয়া যায় কি না?

উঃ—মছজেদের প্রাঙ্গন অক্‌ফের অর্ন্তভুক্ত অক্‌ফকারী যদি দরিদ্রদিগকে দান করার উদ্দেশ্যে কিম্বা বিদেশী মোছাফের দিগের জন্য বৃক্ষগুলি অক্‌ফ করিয়া থাকে, তবে তাহাই হইবে। নচেৎ উহার ফল বিক্রয় করতঃ মছজেদে ব্যয় করিবে।

মছজেদের অক্‌ফ করা স্থানে গোর দেওয়া জায়েজ হইবে না।

১৩১৭। প্রঃ—পীরের শেজরা নামা মৃতের বুকের উপর রাখিয়া দফন করা কি?

উঃ—লাশ গলিয়া পচিয়া যাইবে, পীরগণের শেজরাতে আল্লাহ ও রাছুলের নাম সংযুক্ত থাকে, কাজেই মৃতের বুকের উপর উহা রাখিলে, আল্লাহ, রছুল ও পীর বোজর্গগণের নামের অসম্মান করা হইবে, কাজেই ইহা নাজায়েজ হইবে। শামি, ১।৮৪৯।

১৩১৮। প্রঃ—কালি কিম্বা জাফরান দিয়া কাগজে লিখিয়া কাফনে লিখিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ নহে। ঐ।

১৩১৯। প্রঃ—এক গ্রামে মছজেদের ঈমাম অনেক সময় মিথ্যা কথা বলে ও বেনামাজির বাড়ীতে যায়, ঐ গ্রামের একদল মুছল্লি তাহার পিছনে নামাজ পড়িতে চাহে না, উক্ত ঈমাম অন্য দলের লোক লইয়া জোর পূর্বক ঐ মছজেদে নামাজ পড়ে, কিন্তু নিকটে আর মছজেদ নাই, এখন ঐ একজন মুছল্লি কি করিবে?

উঃ—এইরূপ এমিমের পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি, উক্ত এমামের পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা করিবে, সম্ভব না হইলে, তাহারা ভাল এমাম লইয়া পৃথক জামায়াত করিবে।

১৩২০। প্রঃ—অজানা অবস্থায় কবরের উপর ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে, উক্ত ঘরে বসত করা যায় কি না?

উঃ—মকরুহ হইবে।

১৩২১। প্রঃ—আপন পুত্রের বৌ, আপন শ্বাশুড়ী মা ও শ্বশুড়কে বাপ বলিয়া ডাকিতে পারে কি না?

উঃ—জায়জে। ইহার নজির দুধমা, দুধমাতা আপন মাতা নহে, ইহা সত্ত্বেও মা বলা জায়েজ আছে।

১৩২২। প্রঃ—এক ব্যাক্তি ৬, টাকা কর্জ্জ চাহিলে, মহাজন বলিল ৩ টাকা মণ দরে দুই মণ পাট দিলে, টাকা দিতে পারি, ইহাতে সে অভাবের বিতাড়নে স্বীকার করিল, ইহা কি হইবে?

উঃ—অতিরিক্ত কম দরে দাদন দেওয়া মকরুহ তহরিমি। শামী, ৪২৫৩

و اقبح من ذلك السلم حتى ان بعض القرى قد خرجت بهذا الخصوص☆

১৩২৩। প্রঃ—জুমার ২য় আজান মছজিদের ভিতর এমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ।

১৩২৪। প্রঃ—একসের নয় ছটাক চাউলের দাম ধরিয়া ফেৎরা দিলে, জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে না, উক্ত পরিমাণ গম কিম্বা গমের আটার মূল্য দিতে হইবে, জরুরি মছলা প্রথম ভাগে ইহার দলীল লিখিত হইয়াছে।

১৩২৫। প্রঃ—যদি নামাজ পড়িতে পড়িতে মদিনা শরিফের দিকে

মন যায়, তবে নামাজ হইবে কি না?

উঃ—আল্লাহতায়ালার দিকে ধেয়ান রাখার চেষ্টা করিবে, যদি হঠাৎ মদিনা শরিফের দিকে মন যায়, তবে নামাজ নষ্ট হইবে না।

১৩২৬। প্রঃ — একজন আর একজনকে গোলাম বলিয়া গালি দিলে কি হইবে?

উঃ—আজাদ মানুষের দাস বলিয়া গালি দিলে, একজনের মনে দুঃখ দেওয়া হইবে, ইহাতে গোনাহ হইবে।

☆ سباب المسلم فسوق

১৩২৭। প্রঃ—চারি রাকায়াত ফরজ নামাজের শেষ দুই রাকয়াতে সুরা ফাতেহার পরে অন্য ছুরা পড়িলে, কি হইবে?

উঃ—জাহেরে-রেওয়া এত অনুসারে অন্য ছুরা পড়িতে হইবে না, যদি কেহ পড়িয়া ফেলে, তবে গোনাহ হইবে না।

১৩২৮। প্রঃ—বিধবা স্ত্রীলোক নেকাহ করিতে চাহে না, যদি কেহ তাবিজ কবজ দ্বারা তাহাকে বাধ্য করিয়া নেকাহ করে, তবে কি হইবে?

উঃ—কাজিখানের রেওয়াএত অনুসারে ইহা নাজায়েজ হওয়া বুঝা যায়।

১৩২৯। প্রঃ—পকেটে কোরআন শরিফ বা তছবিহ দানা লইয়া প্রস্রাব পায়খানা করা কি?

উঃ—মাদুলীর মধ্যে তাবিজ থাকা অবস্থায় প্রস্রাব পায়খানা করাতে দোষ হইবে না, কোরআন শরিফ খুলিয়া রাখিয়া উহা করিবে, উহা সঙ্গে রাখিয়া প্রস্রাব পায়খানা করা মকরুহ হইবে। তছবিহ দানা সঙ্গে রাখাতে দোষ হইবে না।

১৩৩০। প্রঃ—সত্য পীর নামে কোন পীর আছে কি না তাঁহার সিন্নি ও গান করা কি?

উঃ—ইতিহাসে এইরূপ পীরের নাম নাই, তাঁহার সিন্নি ও গান করা নাজায়েজ।

১৩৩১। প্রঃ—ঈদের নামাজের একাধিক স্থানে এমামতি করা যায় কি না? উক্ত নামাজ ১২ টার পরে পড়া যায় কি না?

উঃ—ঈদের নামাজ ওয়াজেব, একবার পড়িলে, ওয়াজেব আদায় হইয়া যায়, দ্বিতীয় বার পড়িলে, উহা নফল হইয়া যায়, আমল করিতে ওয়াজেব ও ফজরের হুকুম এক। আর নফল পাঠকারির পশ্চাতে ফরজ আদায়কারী নামাজ জায়েজ হইতে পারে না। শামি, ১।৫৪২।

কাজেই যে ব্যক্তি একবার ঈদ পড়িয়াছে, তাহার পশ্চাতে ঈদ পাঠ কারিদের নামাজ জায়েজ হইতে পারে না।

১২টার পরে ঈদ জায়েজ নহে—শামি, ১৭৭৯।

১৩৩২। প্রঃ—চলতি নৌকায় কতকগুলি লোক জামায়াতে নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিল, নিয়ত করায় সময় কেবলা দিকে নামাজ শুরু করিল পরে নৌকা ঘুরিয়া দক্ষিণ অথবা পূর্ব্বদিকে নামাজিদের মুখ হইল, এইরূপ স্থলে ঘুরিয়া যদি কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়া ছেজদা করে, তবে এমাম ছাহেব পিছনে ও মোক্তাদিগণ আগে কাতারে হইয়া যাইবে, এখন কি করিতে হইবে?

উঃ—কেবলা ফিরিয়া গেলে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলা মুখি হইতে হইবে। শামি, ১।৪০৩।

উল্লিখিত ক্ষেত্রে সম্ভব হইলে, মোক্তাদিগণ এমামের পশ্চাতে সরিয়া বসিবে, আর সম্ভব না হইলে, মোক্তাদিগনের নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে। শাঃ, ১।৪০৬।

১৩৩৩। প্রঃ—কোন একটি মেয়ে ৮।৯ মাস পিত্রালয়ে আছে, উক্ত সময়ের মধ্যে তাঁহার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কোন সংশ্রব নাই, এক্ষেত্রে স্বামী তাহাকে তালাক দিলে অন্যত্র নেকাহ করিতে এদ্দত পালন করিতে হইবে কি না?

উঃ—হাঁ যদি স্বামী নেকাহ অন্তে তাহার সহিত সঙ্গম করিয়া থাকে, তবে এদ্দত পালন করা করা ওয়াজেব হইবে।

১৩৩৪। প্রঃ—মুছলমান হইয়া পৃথিবীর সমস্ত আলেমকে ছাগল বলিয়া গালি দেওয়া কি? আলেমগণকে অপমান করা কি?

উঃ—এই ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, আশবাহ অন্নাজায়েব

اهانة العلماء كفر ☆

এইরূপ ব্যক্তি যত দিবস কলেমা রদ্দে কোফর পড়িয়া নুতন ভাবে ইমান না আনে ও নিজে স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইয়া না লয়, তত দিবস তাহার সহিত সমাজ করা হারাম। এই কোফর অবস্থাতে মরিয়া গেলে, চিরকাল দোজখে জ্বলিতে থাকিবে।

১৩৩৫। প্রঃ—জেনার মিথ্যা দুর্ণাম দেওয়া কি?

উঃ—গোনাহ করার, কোরআনে এতৎসম্বন্ধে ৮০ দোর্রা মারার কথা আছে। তাহার উপর লানতের কথাও আছে।

১৩৩৬। প্রঃ—ধান্য রোপন করার সময় জমির এক কোণে পাটগাছ এবং কচুর গাছ লাগানোর নিয়ম কি?

উঃ—হারাম বেদয়াত।

১৩৩৭। প্রঃ—ধান্যকে লক্ষ্মী বলিয়া ছেজদা করা কি?

উঃ—হারাম।

১৩৩৮। প্রঃ—যে মছজেদে মাত্র শুক্রবারে জুমার নামাজ হয়, আর কোন ওয়াক্তের আজান হয় না এবং তৈল বাতীর ব্যবস্থা নাই, উক্ত মছজেদ স্থানান্তর করা জায়েজ হইবে কি না।

উঃ—জায়েজ নহে।

১৩৩৯। প্রঃ—স্বামী সহবাস ও নির্জ্জনবাসের পূর্ব্বে বালেগা তালাক প্রাপ্তার এদ্দত পালন করিতে হইবে কি না? নাবালেগার হুকুম বা কি? উঃ—হইবে না। — ছুরা আহজাব।

১৩৪০। প্রঃ—একজন মুছলমান শেরেক করার পর তওবা ও তজদিদে ঈমান করিল, এখন তাহার পূর্ব্বের আমলের অবস্থা কি?

উঃ— সমস্ত নেকী বাতীল হইয়া যাইবে। কোরআন,—

لئن اشركت ليحبطن عملك ☆

১৩৪১। প্রঃ—আত্মহত্যা কারর গোছল ও জানাজা কি?

উঃ—এমান আবু হানিফার নিকট জায়েজ।

১৩৪২। প্রঃ—১৩০ ফরজের কথা কিরূপ?

উঃ—ইহা ঠিক নহে, চারি মজহাবের মধ্যে একটির প্রতি আমল করা বর্ত্তমান যুগের লোকের পক্ষে ওয়াজের ফরজ, চারটি প্রতি আমল করা ফরজ নহে। হজরত নবি (ছাঃ)-এর চারি কুরছির নাম জানা উত্তম কথা, ইহা জানা ফরজ নহে। নামাজের আরকান আহকাম ১৩ ফরজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আর কয়েকটি ফরজ আছে। (১) ফরজগুলি মোক্তাদীর পক্ষে ঈমামের পরে বা সঙ্গে সম্পাদন করা। (২) মোক্তাদীর মজহাব অনুসারে এমামের নামাজ ছহিহ হওয়া (৩) মোক্তাদীর পা ঈমানের পায়ের অগ্রে না যাওয়া। (৪) নিয়তের পরে কোন আজনবী কার্য্য না করা। (৫) তকবিরের পূর্ব্বে নিয়ত করা। (৬) ঈমামের নিয়তের পরে মোক্তাদীর নিয়ত করা। (৭) নামাজের ফরজগুলি চৈতন্য ভাবে করা। এইগুলি অতিরিক্ত ফরজ।

১৩৪৩। প্রঃ—বয়তুল মাল তহবিলে, ফেৎরা দেওয়া যায় কি না?

উঃ—জায়েজ নহে লইয়া থাকিলে, উহা দরিদ্রদিগকে দিতে হইবে।

১৩৪৪। প্রঃ—অভাবের জন্য ঈদের নামাজের পূবের্ব ফেৎরা না দিয়া ২।৩ দিবস পরে দিলে দোষ কি?

উঃ—অভাব গ্রস্ত লোকের পক্ষে ইহা দোষ নহে, ক্ষমতাপন্ন লোকের পক্ষে ইহা মকরুহ হইবে।

১৩৪৫। প্রঃ—কোন অবস্থাপন্ন লোক ফেৎরা আদায়কারী হইলে, সে যদি ফেৎরা চায়, তবে লইতে পারে কি না?

উঃ—লইতে পারে না। ফেৎরা দরিদ্রদিগের হক।

১৩৪৬। প্রঃ—বাদ দশহরায় দিন কোন মুছলমান যদি হিন্দু বন্ধুর সহিত কোলাকুলি করা কি?

উঃ—নাজায়েজ।

১৩৪৭। প্রঃ—নবি (ছাঃ) এলমে-গায়েব জানেন কিনা?

উঃ—আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে যে সমস্ত গায়েবের এলম অহি,

এলহম ও কাশফ ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। তাহা তিনি জানেন, ইহাতে এলমে-ইছুলি বলা হয়। গায়েবে-জাতি জানা আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট বিষয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ কিশোর গঞ্জের বাহাছ নামক কেতাবে আছে।

১৩৪৮। প্রঃ—মানসার গরু মছজেদে ব্যয় করা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ নহে।

১৩৪৯। প্রঃ—এক ব্যক্তি কাফেরি কথা বলিয়া তজদিদে ইমাণ করিয়া লইয়াছে. কিন্তু নেকাহ দোহরাইয়া লয় নাই, এখন উহা করিতে পারে কি না?

উঃ—হাঁ করিতে হইবে।

১৩৫০। প্রঃ—স্ত্রীর মোহর মাফ না পাওয়া পর্য্যন্ত জাকাত দেওয়ার সময় উহা ঋণের মধ্যে ধরিতে হইবে কি না?

উঃ—যে মোহর স্ত্রীর তলব মাত্র দিতে হয়, জাকাত দেওয়ার সময় উহা ঋণের মধ্যে ধরিতে হইবে।

যে মোহর পরিশোধের কাল তাক কিম্বা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত থাকে, এইরূপ মোহর জাকাতের প্রতিবন্ধক হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন যদি স্বামী উহা পরিশোধ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করে, তবে ঐ পরিমাণ টাকার জাকাত ফরজ হইবে না, এবং উহা জাকাতের প্রতিবন্ধক হইবে না। কেহ বলেন, ছহিহ মতে ঐরুপ মোহর জাকাতের প্রতিবন্ধক হইবে না। শাঃ, ২।৬ বাঃ ২।২০৪।

১৩৫১। প্রঃ — আমি হাজার টাকা মুলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করিলাম, বৎসর শেষে আমার হাতে আসল হাজার টাকা সহ দুই হাজার টাকা হইল, এমতাবস্তায় কত টাকার জাকাত দিতে হইবে?

উঃ—যে সময় সে ব্যক্তি ছাহেবে-নেছাব হইয়াছে, সেই সময় হইতে পূর্ণ এক বৎসর হইলে, যে পরিমাণ টাকা কড়ি গহনা, বাণিজ্য সামগ্রী হাতে থাকিবে, উহার জাকাত ফরজ হইবে, ইহার মধ্যে কম বেশী হইলে ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

১৩৫২। প্রঃ—খোরাকির জন্য যে চাউল কিনিয়া রাখা হইয়াছে, উহার জাকাত দিতে হইবে কি না?

উঃ—না।

১৩৫৩। প্রঃ—লোকের নিকট যে টাকা বাকী আছে, উহার জাকাত দেওয়া ফরজ হইবে কি না?

উঃ—হাঁ জাকাত ফরজ হইবে, উহার প্রত্যেক ৪০ টাকা আদায় হইলে, বিগত বৎসরগুলির জাকাত দিতে হইবে। আলম-গিরি ১।১৮৫।১৮৬ শামী ১।১০ বাহঃ২।২০৭।

১৩৫৪। প্রঃ—সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা রাখার লাভ যদি না লওয়া হয়, তবে ঐ টাকা মিশনারীতে ব্যয় হয়, এমতাবস্তায় ঐ টাকা আনিয়া পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য অথবা দেশের অন্যান্য জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—গর্ভর্ণমেণ্টের পোষ্টাল রিপোর্টে বাহির হইয়াছে যে, মুছলমানেরা যে টাকা সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন, উহার সুদ কয়েক লক্ষ টাকা জমা রহিয়াছে, যদি এই সুদের টাকা মিশনারিদিগকে দেওয়া হইত তবে, উহা জমা থাকিবে কেন?

মুছলমানেরা জরুরতের জন্য সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলে, বিনা সুদ লিখিতে বাধ্য, ইহাতে সুদ হইবে কেন? অজ্ঞতা বশতঃ উহা না লিখিয়া থাকিলেও উক্ত সুদ তুলিয়া লওয়া ও কোন কার্য্যে ব্যয় করা হারাম। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ইতি পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

১৩৫৫। প্রঃ—খাদ্য দ্রবের সহিত পিপলিকা খাওয়া কি?

উঃ—যথা সম্ভব উহা বাছিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা সত্ত্বেও উহাতে থাকিয়া গেলে এবং উহা খাইয়া ফেলিলে ক্ষমার যোগ্য হইবে। তফছিরে আজিজি, ৬০৮ পৃষ্ঠা।

১৩৫৬। প্রঃ—কোন আলেমের বা সাধারণ লোকেরা এছলামি বেশ ভুষার ও বসনের নকল করিয়া ঠাট্টা করা কি?

উঃ—হারাম, বরং ইহাতে কোফরের আশঙ্কা আছে।

১৩৫৭। প্রঃ—আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় যে. বহু লোক ব্রাস দ্বারা মেছওয়াক করিয়া থাকেন, ইহা কি? কি কি দ্রব্য দ্বারা মেছওয়াক করা উচিত?

উঃ—ইহা হিন্দু ও খৃষ্টানদের রীতি, কটু গাছের ডাল দ্বারা মেছওয়াক করা উচিত। এই সম্পর্কে মছলা ভাণ্ডার কেতাবে পাইবেন।

১৩৫৮। প্রঃ—প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকার জাকাত দিতে হইলে, জাকাতের পরিমাণ টাকা সংগ্রহ না থাকিলে, কি করিতে হইবে?

উঃ—এই টাকা আদায় হইলে, এক বৎসর পরে জাকাত দিতে হইবে।

১৩৫৯। প্রঃ—যাঁহারা তাহাজ্জোদ পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা রমজান মাসের বেতের কি ভাবে পড়িবেন?

উঃ—জামায়াতে পড়িয়া লইবেন।

১৩৬০। প্রঃ—অধীনস্থ মোছলমান কর্ম্মচারিবৃন্দ তাহাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশানুসারে বিজাতীয় পূর্জা পার্ব্বন, প্রসূতি ও বারবনিতা-গৃহ প্রস্তুত করণের সহায়তা এবং শ্রাদ্ধ ও শবদেহে কোনও প্রকারের সাহায্য করিতে পারে কি না?

উঃ—পূজা পার্ব্বনের সহায়তা করা কোফর, অবশিষ্ট কার্য্যগুলির মধ্যে কতকগুলি নাজায়েজ ও হারাম ও কতকগুলি মকরুহ।

☆ لا تشرك بالله و ان قتلت او حرقت

হজরত বলিয়াছেন—

"যদিও তুমি নিহত কিম্বা দগ্ধীভুত হও, তবুও আল্লাহতায়ালার সহিত কাহাকেও শরিক করিও না।"

☆ ولا تعاونوا على الاثم العدوان

কোরআন;—

"তোমরা গোনাহর কার্য্য ও অত্যাচার সম্বন্ধে সাহায্য করিও না।"

চাকুরি যাওয়ার আশঙ্কাতে কোফর কিম্বা হারাম কার্য্য করা কিছুতেই জায়েজ হইতে পারে না।

হজরত বলিয়াছেন—

لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ☆

"সৃষ্টিকর্ত্ত (আল্লাহ) র অবাধ্যতা করিয়া কোন সৃজিত বস্তুর (মানুষের) আদেশ পালন করা জায়েজ নহে"

যে ব্যক্তি এরূপ ফোৎওয়া দেয়, সে ব্যক্তি ভ্রান্ত ও বাতীল মতালম্বী, তাহার ফৎওয়া ও ওয়াজ শ্রবণ করা জায়েজ নহে, এইরূপ বেদায়াতী মৌলবী হইতে দূরে থাকা ফরজ।

হজরত (ছাঃ) শেষ জামানাতে যে গোমরাহ আলেমদিগের আবির্ভাবে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহারা এই শ্রেণীর লোক।

১৩৬১। প্রঃ—কোন অমুসলমানকে তাবিজ দেওয়া যায় কিনা?

উঃ—মাদুলীর মধ্যে পুরিয়া দেওয়া জায়েজ হইতে পারে।

১৩৬২। প্রঃ—গাজা আফিং খাইয়া নেশা না হইলে হালাল হইবে কি না?

উঃ—তরল নেশাকর বস্তুর অল্প বিস্তর সমস্তই হারাম, আফিং গাজা, ভাং এই ধরনের শুষ্ক বস্তু নেশাকর হইলে হারাম হইবে। উহার অল্প পরিমাণ নেশাকর না হইলে হালাল হইবে।

আরও ঔষদের জন্য ব্যবহার করিলে, উহা হারাম হইবে না।—শামি, ৫।৪০২-৪০৫।

১৩৬৩। প্রঃ — কোন ব্যক্তি জুনিয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া তৎপর ত্রিপুরা ও অন্যান্য স্থানে পরহেজগার আলেমের খেদমতে থাকিয়া ঐ আলেমের ওল্ডস্কীম মাদ্রাছাতে তিন চারি বৎসর শরহে বেকায়া, আদব, আর অন্যান্য কেতাব পড়িয়াছে, তাহা ছাড়া উর্দ্দুতে মেশকাত শরিফের শরাহ মাজাহেরে হক ও উর্দ্দু তফছির শেষ করিয়াছে, উর্দ্দু তাওয়ারিখ, আলমগিরি, আরও ছোট বড় অনেক কেতাব পড়িয়াছে

এবং বড় বড় আলেমের বাংলা মছলা মাছায়েলের কেতাব পরিয়াছে এবং বড় বড় আলেমের বাংলা মছলা মাছায়েলের কেতাব পড়িয়াছেন, এই ব্যক্তি দেশ বিদেশে ওয়াজ বক্তৃতা দিয়া লোকদিগকে হেদাতে করিতেছে, তাহাকে অনেকে মৌলবি বলেন, তাহাতে দোষ হইবে কি? ঐ ব্যক্তি চরিত্রবান পরহেজগার, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলে, সে আবার মৌলবি করে হইল, আরও নানারূপ বিদ্রূপ সূচক কথা বলে তাহার ওয়াজ শুনিয়া বহু লোক হেদাএত হয়, অনেকে শুনিয়া থাকে ইহাতে ছওয়াব হইবে কি না?

উঃ—হাঁ এইরূপ লোককে মৌলবি বলা জায়েজ হইতে পারে। তাহার উপর বিদ্রূপ সূচক কথা বলা জায়েজ নহে।

১৩৬৪। প্রঃ—বাটীর মধ্যে জুমার ঘর থাকার অনেক সময়ে লোকের অত্যাচার হয়, যাতায়াত হয়, আজান জামায়াত হয় না, উহার খেদমত চলে না, ঐ সব কারণে গ্রাম্য লোকের উক্ত মছজেদ ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে নির্ম্মণ করে তথায় গ্রামের সকল লোক ৩০।৩৫ বৎসর নামাজ পড়ে, এমতাবস্থায় একজন পুত্রহীন লোক মচজেদ দিবে বলিয়া গ্রামের মাতব্বর ও দ্বিতীয় ঘরের এমামকে ডাকাইয়া বলে, আমি মোকাম বাড়ীতে মছজেদ দিব, আপনারা আমার সঙ্গে ওয়াদা করেন, এই নুতন মছজেদে নামাজ পড়িবেন। ঐ দ্বিতীয় ঘরে নামাজ পড়িবেন না, এমাম ও মাতব্বরগণ উক্ত ওয়াদা স্বীকার করিয়া মছজেদ প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। উক্ত স্থান ছাড়া অন্যান্য স্থানে মছজেদ দিতে স্বীকার করে না, ঐ নূতন জুমা তাহার বাটীর নিকট অবস্থিত। দ্বিতীয় মছজেদের মুছল্লি কমিয়া ৪।৫ জন হইয়াছে, কোন কোন সময় উহার জুমা হয় না, ঐ দ্বিতীয় ঘরের এমাম নূতন ঘরে এমামতি করে, সে মাইজভাণ্ডারি মুরিদ, গান বাদ্য করে, বে-শরা কাজ করে, এক্ষণে ওয়াদা খেলাফ করিলে, কোন ক্ষতি হইবে কি না?

উঃ—প্রথম ঘর আবাদ করা ফরজ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘর মছজেদে জেরার। প্রথম ঘরে নামাজ পড়িতে হইবে। প্রথম ঘর আবাদ করিয়া বেশী মুছল্লি থাকিলে, দ্বিতীয় ঘরে নামাজ পড়িতে পারে। আল্লাহর

মছজেদ বিরাণ করিয়া নুতন মছজেদ প্রস্তুত করা জায়েজ নহে. এজন্য ওয়াদা করিলে, উহা পূর্ণ করা ওয়াজেব হইবে না।

আর প্রথম দুই ঘর পূর্ণ লোক থাকিলে, তৃতীয় ঘরে পড়িতে পারে। নচেৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘর ওয়াক্তিয়া মছজেদ করিয়া লইবে। সাংসারিক অসুবিধা হেতু খোদার ঘর স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না, অসুবিধা হইলে নিজের বাড়ী সরাইয়া লইতে হইবে।

১৩৬৫। প্রঃ—কোন মুছলমান কলেমা, খোদা ও রছুল মানে সে সময় সময় নামাজ পড়ে, কিন্তু দরগা হেজদা করে ভাদ্র মাসে ভেলা ভাসায়, উহাকে ছেজদা করে, হিন্দুর পর্ব্বে যোগদান করে, সেই সময় সিন্নি পিঠা পাক করিয়া খায়, লক্ষ্মীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তি, পৌষ পার্ব্বনী করে, ঐরূপ মুছলমানকে মুছলমান বলা যায় কি না? তাহার জানাজা পড়া যায় কি না? তাহার বাড়ীতে খাদ্য খাওয়া যায় কি না?

উঃ—তাহাকে মুছলমান বলা যাইবে না, তাহার জানাজা পড়া নাজায়েজ। তাহার বাটীতে খাওয়া নাজায়েজ।

১৩৬৬। প্রঃ—কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে যাইতে দেয় না, যাইতে দিলেও বেপর্দ্দা ও অন্য পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আশঙ্কা দশ পাঁচদিন ব্যতীত থাকিতে দেয় না, ইহাতে দোষ হয় কিনা? এই কারণে শ্বশুর শাশুড়ীর জামাতার উপর নারাজ হওয়াতে দোষ হয় কি না?

উঃ—এক্ষেত্রে যদি পিতা মাতা কন্যার নিকট উপস্থিত হইতে পারে, তবে পিত্রালয়ে যাইতে অনুমতি দিবে না, আর তাহাদের আসা কষ্টকর হইলে, মধ্যে মধ্যে এক আধ দিবসের জন্য যাইতে অনুমতি দিবে, কিন্তু যেন পর্দ্দার সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করে। পিতা মাতা পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইলে, তাহাদের খেদমতের আবশ্যক বিবেচনা পাঠাইতে হইবে। শাঃ ৪।৪৯৪, ৯১৪।৯১৫।

১৩৬৭। প্রঃ—কোন ব্যক্তি গরিব-তলোবাল-এলমকে কেতাব পত্র টাকা পয়সা দিয়া সাহায্য করিয়াছে, ঐ তালোবাল-এলম পড়িয়া

আলেম হইয়া ওয়াজ নছিহত করে। কোন কারণে ঐ সাহায্য কারির সঙ্গে বিবাদ লাগিয়া ঐ ব্যক্তি অনেককে বলে, তুমি আমার কাছে ও আমার পিতার কাছে ঠেকা আছ।

ঐ তলোবোল-এলম যে মাদ্রাছাতে পড়িয়াছে, সে উক্ত মাদ্রাছাতে সাহায্য করিয়াছে, এই জন্য পিতার ঠেকা আছে বলিয়াছে, এইরূপ দান করিয়া গর্ব্ব করাতে বাহাদুরী করাতে সে ছদকা জারিয়ার ছওয়াব পাইবে কি না?

উঃ—ইহাতে ছওয়াব নষ্ট হইবে।

لا تبطلوا صدقتكم بالمن و الاذى ☆

১৩৬৮। প্র—কোন ওয়াএজ এক তরকারি দিয়া ভাত খায়, অনেকে তাহাকে নিন্দা করিয়া বলে যে, ইহা দাওয়াত সংগ্রহ করার ও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করাম ছলনা মাত্র, কেহ কেহ ২।৩ তরকারী দিয়া খাইয়া থাকে, ইহাই বা কি?

উঃ—এক তরকারিতে খাওয়া পরহেজগারি। এবাদতে শক্তি লাভের জন্য ও মেহমানদের খাতিরে বিবিধ প্রকার খাওয়া জায়েজ। — শামি, ৫।২০৭।

১৩৬৯। প্রঃ—শুক্রবারের দিন জোমার নামাজের পূর্ব্বে এশরাক চাশত ও নফল নামাজ পড়া যায় কি?

উঃ—এশরাক ও চাশত সময় মত পড়িতে পারে। সূর্য্য মস্তকের উপর আসিলে, ছহিহ মতে কোন নফল ছুন্নত মকরূহ হইবে।

১৩৭০। প্রঃ—মুনশীর মত এলেম রাখে, দেশে এমামতি ও মোল্লাকি করে, তাহাকে মৌলবি বলা যায় কি না?

উঃ—যে যেরূপ যোগ্য তাহাকে তাহাই বলিতে হইবে।

১৩৭১। প্রঃ—মৃত ব্যক্তি নামাজ রোজা ঠিক ভাবে আদায় হয় নাই বলিয়া তাহারা অলি-আল্লাহর ওয়াস্তে কোরআন শরিফ কোন আলেম বা মুনশীকে দান করিল, সে তাহা অন্য তালোবোল-এলমের

নিকট কিছু কম বা সমান হাদইয়া লইয়া মছলার কেতাব বা ওয়াজের কেতাব কিনিয়া লইল, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ।

১৩৭২। প্রঃ—বধু শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত করে না ও তাহাদিগকে ভালবাসে না, ইহাতে ছেলের উপর পিতা মাতা অসন্তুষ্ট আছে, তাহাদের দেল সন্তুষ্ট করিতে হইলে, স্ত্রীকে তালাক দিতে হয় কি না?

উঃ—পিতা মাতার আদেশ পালন করা পুত্রের পক্ষে সৌভাগ্যের চিহ্ন।

১৩৭৩। প্রঃ—যে বিবাহের মজলিশে গান বাদ্য হয়, কোন খতিব সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া বিবাহ সাদী পড়াইয়া ও কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই খতিব সধবা স্ত্রীলোকের অন্যত্রে বিবাহ পড়াইয়া দিয়া থাকে, মিথ্যা ষড়যন্ত্র করিয়া তালাক প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১৩৭৪। প্রঃ—১২৫ বৎসর হইল সকলের মতে একটি জুমাঘর স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেই স্থানটি কাহার তাহাও জানা নাই, গানবাদ্য করায় কতকগুলি লোক সমাজ আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে অনির্দ্দিষ্ট স্থানে নামাজ পড়িতেছে, এখন কি করিতে হইবে?

উঃ—পুরাতন ঘর আবিষ্কার করিয়া কায়েম করা ফরজ।

১৩৭৫। প্রঃ—চন্দ্র গ্রহণ লাগিলে, ভাত কিম্বা অন্য কিছু খাওয়া যায় কি না?

উঃ—এই সময় খুব লম্বা কেরাত সহ দুই রাকায়াতে নামাজ পড়া ও যতক্ষণ উক্ত গ্রহণ সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত না হয়, দোয়া করা আফজল। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই সময় না খাওয়া আফজল, খাইলে, দোষ হইবে না।

১৩৭৬। প্রঃ—পুরুষের কাফনে যে তিন খানা কাপড় দিতে হয়, উহার দুই খানা চাদর থাকে, ইহা কি জন্য না দিলে কি হয়?

উঃ—দুইটি চাদরের মধ্যে একটির নাম এজার, দ্বিতীয়টির নাম লেফাফা, ইহা ছুন্নত, অভাব হইলে, যাহা দিতে পারে, তাহাতেই জায়েজ হইবে। — আলমগিরি, ১।১৬০।

১৩৭৭। প্রঃ—যদি চাদর বিহীন মোটা তোষকের উপর স্ত্রী সঙ্গম করে, কিম্বা স্বপ্নদোষ হয়, তবে উহা পাক করার উপায় কি?

উঃ— তিন বার ধৌত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বারে পানি শুষ্ক করিয়া লইবে. আলমগিরি, ১।৪৩।

১৩৭৮। প্রঃ — শুকরখাদক কাহার (বেহারা) কিম্বা মুচির বাড়ীর থালা ও ঘটী ব্যবহার করা যায় কি না?

উঃ—পাত্র ধৌত করিয়া ব্যবহার করাতে দোষ নাই। হজরত ওমার (রাঃ) খ্রীষ্টানদের পাত্র ব্যবহার করিতেন। হাদিছের কেতাব দ্রষ্টব্য।

১৩৭০। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোকের তালাক নামা লেখা হইল। ১৩৪৫ সালের ১০ই শ্রাবণে, কিন্তু তারিখ দেওয়া হইল ১৩৪৫ সালের ১লা বৈশাখে, এইরূপ ব্যবস্থাতে এদ্দত পালন করিতে হইবে কি না?

উঃ—১০ই শ্রাবনের তারিখ ধরিয়া এদ্দত পালন করিতে হইবে।

১৩৮০। প্রঃ—তারাবিহ নামাজ অন্তে দরুদ শরিফ উচ্চস্বরে পড়া যায় কি না?

উঃ—মছজেদে আস্তে আস্তে দরুদ পড়িতে হইবে, নচেৎ মকরুহ হইবে। রদ্দে বেদয়াত কেতাব দ্রষ্টব্য।